মিশিগান মাতিয়ে গেলেন কুমার বিশ্বজিত পৃষ্ঠা ২১

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

15 August 2024, Thursday, 8th Year, Issue 387, 40 Pages

বাংলাদেশে হতাহতের ঘটনায় হেকিম জেফরির উদ্বেগ পৃষ্ঠা ২৮

১৫ আগস্ট ২০২৪, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩১, ১০ সফর ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ , সংখ্যা ৩৮৭, পৃষ্ঠা: ৪০

সাফল্যের বিকল্পহীন প্রত্যয়ে বাংলাদেশ!

টিম ওয়ালজকে নিয়ে তুমুল প্রচারণায় কমলা হ্যারিস

বিশেষ প্রতিনিধি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। বছরের শুরুতে থমকে দাঁড়ানো ডেমোক্র্যাট দলের প্রচারণা এখন তুঙ্গে। হোয়াইট হাউসে যেতে রানিং মেট টিম ওয়ালজকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অঙ্গরাজ্যগুলো (সুইং স্টেট) চষে বেড়াচ্ছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস। গত শনিবার নেভাদায় প্রচারণায় অংশ নেন তিনি। ২০২০ সালে অঙ্গরাজ্যটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন বাইডেন-হ্যারিস জুটি। এবারও ধরে রাখতে চান অবস্থান।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

গণঅভ্যুত্থান

গণতন্ত্রের মানসকন্যা হিসেবে সমাদৃত শেখ হাসিনা দ্রুতই স্বৈরাচার হিসেবে আবির্ভূত হন।

ইব্রাহীম চৌধুরী

পারবেন কি ড. মুহাম্মদ ইউনুস এবং তাঁর সহযোগীরা? বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এ প্রশ্নটি এখন অবান্তর। একটাই বিকল্প। তাদের পারতেই হবে। দিনে দিনে জমে উঠেছে অনিয়মের পাহাড়। এ পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজ কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। দেশের অর্থনীতি, বিচার , প্রশাসন সহ সর্বত্র অনিয়মের জগদ্দল পাথর। সমাজে দুর্নীতিবাজদের উল্লাস। গণতন্ত্রহীনতার দীর্ঘ চর্চায় সৃষ্টি হয়েছে একটি অসহিষ্ণু সমাজ। বিদ্বেষ আর হিংসা ছড়িয়ে সমাজের বিভক্তির এ চরম সময়ে পরিবর্তনের দুর্নিবার

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

ইউনূস সরকার কতদিন থাকবে?

বিশেষ প্রতিনিধি

শান্তিতে নোবেল জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে নতুন অন্তর্বর্তী সরকার শপথ নিয়েছে গত ৮ আগস্ট। ইতিমধ্যে উপদেষ্টা পরিষদে ১৭ জন অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। বাইরে থেকে যুক্ত হয়েছেন

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

১০ দিনের রিমান্ডে আনিসুল ও সালমান

ঢাকা অফিস

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সালমান এফ রহমানকে ১০ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। নিউমার্কেট থানায় করা হকার শাহজাহান

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু

জুলাই-আগস্ট গণহত্যা

শেখ হাসিনাসহ অপর আসামিদের গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ মামলা হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে।

ঢাকা অফিস

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ মামলা হিসেবে রেকর্ড করে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা।
সংস্থাটির উপ-পরিচালক (প্রশাসন)

শেখ হাসিনা

মো. আতাউর রহমান এ কথা জানান। তিনি বলেন, শেখ হাসিনাসহ অপর আসামিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগটি মামলা হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

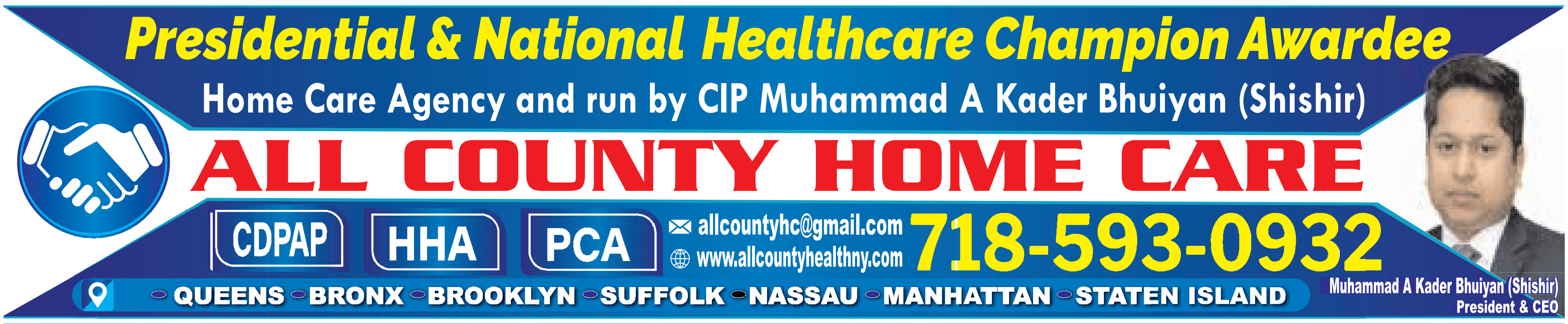

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

Tribune Training Academy
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
SECURITY
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

PARALEGAL BOOTCAMP TRAINING PROGRAM
The Paralegal Bootcamp Training Program
Registration open for 3rd
Paralegal Bootcamp
on U.S. Immigration Law
Exclusive focus on U.S. Immigration Law
Job Placement Opportunity in Leading U.S. Law Firms
Class Starts from September 07, 2024
Course Duration 50 Days (16 classes)
100% Refund for Top Performers
Registration Link
Deadline for Registration
August 25, 2024
info@paralegalbootcamp.us
www.paralegalbootcamp.us
301-919-5050

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you having credit card problems?
Has your bank account been sealed?
Are you being deported?
Are you unable to pay your debts?
Are you getting harrassed by creditors?
আমরা বাংলায় কথা বলি
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
সুরাইয়া রহমান

CENTERLIGHT Healthcare PACE

55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি

Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:

- চিকিৎসা সেবা
- ভিজিটিং নার্স
- দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
- প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
- ওভার-দ্যা-কাউন্টার (OTC)
- শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
- বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
- প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
- বিনোদন ও আহার
- পরিবহন এবং অন্যান্য!

*সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন***

আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:
1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM
centerlighthealthcare.org

*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীনে প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।

H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali

বার্ধক্যের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলা

Bangladeshi Homeowners Association of NYC
Join Us Anytime - Free Membership

Contact :

718-297-9313 | 917-618-0740
BDHOANYC@gmail.com

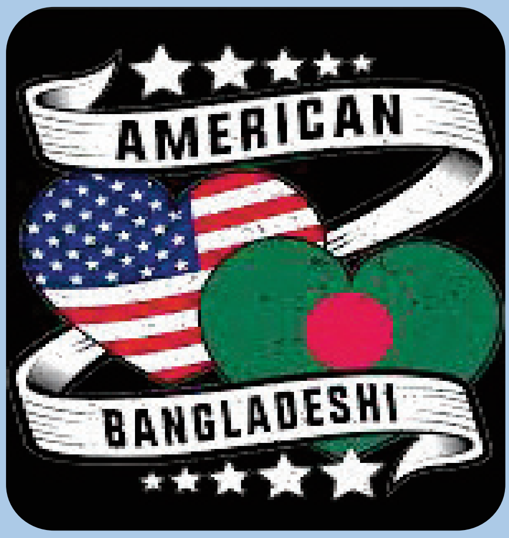

Our Property Management Services Include :

- **Basement Environmental Health & Safety :**

Comprehensive evaluation, including indoor/outdoor air quality, fire safety, hazardous materials, carcinogens, lead paint, asbestos, mold, and RADON gas inspection.

- **Tenant Services :**

Assistance with basement tenant eviction, rent collection, private investigation, and community mediation.

- **NYC HPD Accessory Dwelling Unit (ADU) Program :**

Guidance on the legal conversion of basements and attics, including application assistance for HPD grant money. Learn more. (https://youtu.be/mSueOQIJAcY).

- **Construction & Repair Advice :**

Lead paint analysis and removal. Referrals to low-cost independent contractors from the New York City Housing Authority (NYCHA) to help save on costs.

গণতন্ত্রের পক্ষে থাকা পর্যন্ত এ সরকারের প্রতি সমর্থন থাকবে

বললেন মির্জা ফখরুল

ঢাকা ডেস্ক

মির্জা ফখরুল

যতক্ষণ পর্যন্ত এ সরকার গণতন্ত্রের পক্ষে থাকবে ততক্ষণ তাদের প্রতি সমর্থন থাকবে বলে জানান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বৃহস্পতিবার ঢাকায় অবস্থান কর্মসূচিতে এ কথা জানান তিনি। এসময়, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সব মামলা প্রত্যাহার করে তাঁকে অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিও জানান মির্জা ফখরুল।

গুম-গণহত্যার সাথে শেখ হাসিনাসহ জড়িত প্রত্যেকের বিচার দাবিতে দুই দিনের অবস্থান কর্মসূচির শেষ দিন নয়াপল্টনে জড়ো হয় বিএনপি নেতাকর্মীরা। শুরুতেই ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত সবার রুহের মাগফেরাত কামনায় হয় দোয়া-মোনাজাত।

পরে, বক্তব্য রাখেন দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা। তাদের অভিযোগ, নির্বিচারে ছাত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে শেখ হাসিনার সরকার। বিপদে বিএনপির কেউ দেশ ছেড়ে পালায় না বলেও জানান তারা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল বলেন, আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী আইনে শেখ হাসিনা সরকারের সবার বিচার করতে হবে।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'এখনো সময় আছে আপনারা আর ঝামেলা করেন না। কারণ ঝামেলা করলে টিকতে পারবেন না। আজকে তো চেষ্টা করে ছিলেন সেখানে যাবেন, ৩২ নম্বরে গিয়ে ফুল দিবেন। কারোতো আপত্তি ছিল না, ছাত্ররা দখল তো নেইনি। আপনারা যেতে পারেননি কেন? ওই মানুষটাকে কেউ দেখতে চাই না।'

তিনি বলেন, বিএনপি চায় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তন হোক, এ সরকার যৌক্তিক সময় শেষে নির্বাচন দেবে বলেও প্রত্যাশা মির্জা ফখরুলের।

অর্থ পাচারকারীদের তালিকা হচ্ছে

অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্ত

প্রায় দুই বছর পর বুধবার অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত উপদেষ্টা কাউন্সিলের বৈঠক হয়।

ঢাকা অফিস

পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। এর জন্য তিনি অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত উপদেষ্টা কাউন্সিলকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অর্থ পাচারকারীদের তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছেন। বৈঠকে অংশ নেওয়া একাধিক সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রায় দুই বছর পর গতকাল বুধবার অর্থ মন্ত্রণালয়ে অর্থ উপদেষ্টার সভাকক্ষে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত জাতীয় উপদেষ্টা কাউন্সিলের বৈঠক হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, এনবিআর, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার মনোনীত ঊর্ধ্ব স্তরের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, বৈঠকে অর্থ উপদেষ্টা অর্থ পাচারে জড়িতদের তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের এই প্রেক্ষাপটে কেউ যাতে অর্থ তুলে নিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে, তা প্রতিরোধে সন্দেহভাজনদের ব্যাংক হিসাব জব্দসহ বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান—যেটাই হোক, যত ক্ষমতাধরই হোক না কেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে আইনের আওতায় আনার নির্দেশ দেন তিনি। পাচারের অর্থ সন্ধানে সুইস ব্যাংকসহ সম্ভাব্য সব দেশ ও গন্তব্যে সংশ্লিষ্ট সরকার ও সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন উপদেষ্টা। পাশাপাশি আমদানি-রপ্তানির আড়ালে অর্থ পাচারের ফাঁকফোকর বের করাসহ হুন্ডি প্রতিরোধে করণীয় বিষয়েও আলোচনা করেন উপদেষ্টা।

সূত্র আরও জানায়, বৈঠকে অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা সংশ্লিষ্টদের কাছে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে এখন পর্যন্ত নেওয়া পদক্ষেপ এবং সেগুলোর অগ্রগতি জানতে চান। এ সময় দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে নিজ নিজ কর্মপরিধির আওতায় হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়।

সাংবাদিকেরা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের কাছে বৈঠকের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, দুই বছর পর অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধসংক্রান্ত উপদেষ্টা কাউন্সিলের এই বৈঠক হয়েছে। বৈঠকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, 'গত দুই বছরে অনেকগুলো পদক্ষেপ ঝুলে ছিল। সংশ্লিষ্ট অনেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগ আছে। সবাই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে নিজ নিজ জায়গা থেকে এ-সংক্রান্ত পদক্ষেপ এগিয়ে নিতে আরও সক্রিয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমি অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলকে বলেছি, অনেক দিন বসে থাকবেন, আবার অনেক দিন সময় লাগবে, আবার বসবেন; সেটি হবে না। দ্রুত অ্যাকশন নিতে হবে। যদি কিছু পরামর্শ লাগে, আইনের সংস্কার ও নির্দেশনা লাগে, সেটি করা হবে। কিন্তু এখন বিদ্যমান যে আইন রয়েছে, তার আলোকেই অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপগুলো সাহস ও দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে নিতে হবে। এতে ভয়ের কিছু নেই। আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী দেশের জন্য নির্ভয়ে কাজ করতে হবে।'

এক প্রশ্নের জবাবে অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেন, 'বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা হবে। তার আগে এ রকম অর্থ দেশে যাতে তৈরি না হয়, সেগুলোর সুযোগও বন্ধ করতে হবে। আমরা সেটিই করতে যাচ্ছি।'

শুক্রবার শপথ নিচ্ছেন আরও চার উপদেষ্টা

ঢাকা অফিস

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শুক্রবার শপথ নিচ্ছেন আরও চার জন। শুক্রবার বিকেল ৪টায় বঙ্গভবনে তাদের শপথ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিতে যাচ্ছেন সাবেক সেনা কর্মকর্তা লে. জে. (অব.) জাহাঙ্গীর আলম, অর্থনীতিবিদ ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, সাবেক সচিব ফাওজুল কবির খান ও সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার।

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গত ৮ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসসহ ১৪ জন উপদেষ্টা রাষ্ট্রপতির কাছে শপথ নেন। তবে সেদিন ঢাকায় না থাকায় ৩ জন উপদেষ্টা শপথ নিতে পারেননি। তারা পরে শপথ নিয়ে দায়িত্ব পালন শুরু করেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল, মানবাধিকার কর্মী আদিলুর রহমান খান, সাবেক পররাষ্ট্রসচিব তৌহিদ হোসেন, পরিবেশকর্মী ও আইনজীবী সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান এবং সাবেক নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন।

এ ছাড়া উপদেষ্টা পরিষদে আরও থাকছেন সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল হাসান আরিফ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক মো. নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, গণবিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ফরিদা আখতার, , হেফাজতে ইসলামের নায়েবে আমির আ.ফ.ম খালিদ হাসান, গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক এমডি নুরজাহান বেগম এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষক শারমিন মুরশিদ।

আর পরে শপথ নেন সাবেক রাষ্ট্রদূত সুপ্রদিপ চাকমা, চিকিৎসক বিধান রঞ্জন রায় এবং মুক্তিযোদ্ধা ফারুকী আযম। নতুন করে চারজন যুক্ত হলে এই সরকারে উপদেষ্টার সংখ্যা হবে ২১ জন।

সরকারের সিদ্ধান্তের পর শেখ হাসিনাকে ফেরত দিতে বলা হবে ভারতকে

রয়টার্সকে তৌহিদ হোসেন

বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাৎকারে অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন এ কথা বলেন।

শেখ হাসিনা

ঢাকা অফিস

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা বাড়ছে। হত্যাসহ বিভিন্ন অভিযোগে মামলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভারত থেকে ফেরত আনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে অন্তর্বর্তী সরকার।

বৃহস্পতিবার বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, 'সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত আনতে ভারতকে অনুরোধ করা হবে কি না, সে বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে।'

ছাত্র-জনতার গনআন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশত্যাগ করে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, 'শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অনেক মামলা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয় যদি সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আমাদের তাদের (ভারতকে) অনুরোধ করতে হবে তাকে (শেখ হাসিনাকে) বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে।'

'এটি ভারত সরকারের জন্য বিব্রতকর হবে। ভারত এটি জানে এবং আমি নিশ্চিত যে তারা এ বিষয়ে খেয়াল রাখবে,' বলেন তিনি।

সরকারি চাকরি কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সহিংসতায় শিক্ষার্থীসহ ৩০০ জনের বেশি নিহতের পর শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেন।

ইতোমধ্যে তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলাসহ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গণহত্যার অভিযোগে মামলা হয়েছে।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সেলের উপ-পরিচালক আতাউর রহমান বলেন, 'আন্দোলন চলাকালে হত্যা, নির্যাতন ও গণহত্যার জন্য শেখ হাসিনাসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ইতোমধ্যে হাসিনা সরকারের সাবেক মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের মধ্যে অন্তত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এর আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে থাকলে ওই দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্টের কোনো কারণ নেই বলে মন্তব্য করেছিলেন তৌহিদ হোসেন।

গত সোমবার বিকেলে বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

শেখ হাসিনা ভারতে থাকলে দুই দেশের সম্পর্কের টানাপড়েন হবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, 'উনি সেখানে থাকলে বা কেউ কোনো দেশে থাকলে সেই দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হবে কেন, নষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অনেক বড় বিষয়, এটা স্বার্থের সম্পর্ক। বন্ধুত্ব স্বার্থের জন্য। বাংলাদেশে ভারতের স্বার্থ আছে, ভারতে আমাদের স্বার্থ আছে। আমরা সেই স্বার্থকে ফলো করব এবং আমাদের সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করব।'

ঝুলতে থাকা গুলিবিদ্ধ নাফিজ তখনো রিকশার রড ধরে ছিল

মানসুরা হোসাইন

গুলিবিদ্ধ গোলাম নাফিজকে পুলিশ যখন রিকশার পাদানিতে তুলে দেয়, তখনো সে রিকশার রডটি হাত দিয়ে ধরে রেখেছিল। রিকশাচালক নূর মোহাম্মদ তাকে নিয়ে রাজধানীর ফার্মগেটের একটি হাসপাতালে ঢুকতে গেলে আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা বাধা দেন বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক। পরে ১৭ বছরের গোলাম নাফিজকে নিয়ে রিকশাচালক খামারবাড়ির দিকে চলে যান।

দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার ফটোসাংবাদিক জীবন আহমেদ পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতাদের বাধার পরও রিকশার পাদানিতে ঝুলতে থাকা নাফিজের কয়েকটি ছবি তুলতে পেরেছিলেন। ৪ আগস্ট দিবাগত রাত ১২টার পর পত্রিকাটির প্রথম পাতায় ছাপা নাফিজের একটি ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ছবি দেখেই নাফিজের মা-বাবা সন্তানের খোঁজ পান।

এখন মা–বাবা আর ওই ফটোসাংবাদিকের আক্ষেপ, যদি দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া যেত আর প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া যেত, তাহলে হয়তো ছেলেটিকে বাঁচানো সম্ভব হতো।

গুলিবিদ্ধ নাফিজকে রিকশার পাদানিতে তুলে দেওয়া হয়। তখনো রড ধরে রেখেছিল নাফিজ। দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় এই ছাপা হওয়া এই ছবি দেখে মা-বাবা হাসপাতালের মর্গে খুঁজে পান ছেলের মরদেহ। ছবি : জীবন আহমেদ

গোলাম নাফিজ সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়া সংঘর্ষে গুলিতে মারা যায়। সে রাজধানীর বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে পাস করে কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল। পরিবারসহ থাকত মহাখালীতে। দুই ভাই তারা। নাফিজ ছোট।

গত শনিবার দুপুরে গিয়ে দেখা যায়, বাসায় নাফিজের ঘরে একটি বড় ব্যানার টানানো আছে। বনানী বিদ্যানিকেতনের বানানো এই ব্যানারে রিকশার পাদানিতে মাথায় জাতীয় পতাকা বাঁধা রক্তাক্ত নাফিজের ছবির পাশেই তার আগের একটি হাসিমুখের ছবি দেওয়া আছে।

নাফিজের বড় ভাইয়ের নাম গোলাম রাসেল। এইচএসসি পাস করে এখন তিনি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন। নাফিজ বড় ভাইয়ের বই দিয়ে নিজের পড়ার টেবিলটি সাজিয়ে রেখেছিল। কলেজের নতুন পোশাক (ইউনিফর্ম) বানানোর পাশাপাশি শীতের সময় পরার জন্য পছন্দ করে সোয়েটার কিনেছিল। এখন সেসব ঘরে পড়ে আছে।

নাফিজের বাবা গোলাম রহমান ও মা নাজমা আক্তার। নাফিজের ঘরে বসে তাঁরা একটি প্যাকেট থেকে একে একে ছেলের কলেজের নতুন পোশাক, ছোটবেলার নীল রঙের একটি বল আর রিমোটচালিত খেলনা গাড়ি বের করে দেখালেন। বললেন, 'ছেলে কলেজে পড়লেও এগুলো দিয়ে খেলত। স্কুলে বিতর্ক করত।'

রিকশার পাদানিতে সন্তানের রক্তাক্ত শরীরের ছবি দেখিয়ে পেশায় ব্যবসায়ী গোলাম রহমান বলেন, 'ওই যে দেখেন, ছেলেটা রিকশার রডটা ধইরা রাখছিল। কত খুঁজলাম, তখন যদি ছেলেটারে পাইতাম, বাঁচানোর জন্য একটু চেষ্টা করতে পারতাম। ছেলের বুকের মধ্যে লাগা গুলি পিঠের দিক দিয়া বাইর হইয়া যায়। পরে তো শুনি আমার চাঁদের মতো ছেলেটা মর্গে আছে।'

নাফিজের পরিবারের সদস্য, বন্ধুসহ আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আন্দোলন করতে গিয়ে ৪ আগস্ট বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ফার্মগেটের পদচারী–সেতুর নিচে নাফিজ গুলিবিদ্ধ হয়। নাফিজ নিজের মুঠোফোন বাসায় রেখে গিয়েছিল। তিনটার দিকে এক বন্ধুর মুঠোফোন থেকে মাকে ফোন করে বলেছিল, ফার্মগেটের দিকে আছে সে। ভালো আছে। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরবে।

গোলাম রহমান জানান, ওই দিন রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। ছেলেকে খুঁজতে বের হয়েছিলেন তিনি। কয়েকবার পুলিশি বাধার মুখেও পড়েন। ফার্মগেট আর সোনারগাঁও মোড়ে কয়েকবার ঘুরে আসেন। বিভিন্ন থানায় খোঁজ নেন।

রিকশার পাদানিতে থাকা গুলিবিদ্ধ গোলাম নাফিজের ছবি ছাপা হয় মানবজমিন পত্রিকার প্রথম পাতায়।

ভেবেছিলেন, ছেলেকে হয়তো আটক করে থানায় নেওয়া হয়েছে। না পেয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়েও খুঁজতে যান।

গোলাম রহমান বলেন, 'কোথাও না পেয়ে রাত ১২টা নাগাদ বাসায় ফিরি। এরপরই বড় ছেলে মানবজমিনে ছাপা হওয়া ছবিটা দেখায়। বুঝতে পারি, ছেলেটা হয়তো ততক্ষণে আর বেঁচে নাই। বিভিন্ন হাসপাতালে ছেলেকে খুঁজতে শুরু করি।'

গোলাম রহমান বলেন, 'ঢাকা মেডিকেলের মর্গে ২৭টি লাশ। আমরা তো লাশ দেইখ্যা অভ্যস্ত না। তারপরও দেখি যদি ছেলেরে পাই। মানবজমিনের ছবিটা দেখার পর বুঝতে পারি ছেলে মারা গেছে। তবে যে করেই হোক ছেলের লাশটা পাইতে হবে। মন তো মানে না।'

ঘড়ির কাঁটা ততক্ষণে দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার ঘরে। নাফিসের মামা আবুল হাসেম ফোন করে গোলাম রহমানকে জানান, নাফিজের লাশ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে আছে। লাশ আনার পর নিজেই ছেলেকে গোসল করান তিনি। বলেন, 'ছেলের লাশ নিজেই গোসল করাই। কী যে কষ্ট।'

গোলাম রহমানের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল, তখন নাফিজের কয়েকজন বন্ধু সেখানে ছিল। ওরা নাফিজের সঙ্গে ৪ আগস্ট ঘটনাস্থলে ছিল। জানাল, গোলাগুলি শুরু হলে তারা বাসায় চলে যেতে পারলেও নাফিজ আর যেতে পারেনি। গোলাম রহমান খাতা–কলম নিয়ে সময় ধরে ধরে সেদিনের ঘটনার কথা জানতে চাচ্ছিলেন ছেলের বন্ধুদের কাছে। বললেন, ছক করে দেখতে চাচ্ছেন আসলে তিনি কোনোভাবে ছেলেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারতেন কি না।

এখন ছেলে হত্যার বিচার চান শোকার্ত এই বাবা। তিনি চান, ছেলে দেশের জন্য জীবন দিয়েছে, তাই সে যেন জাতীয় বীরের সম্মান পায়।

ছেলে পেছন থেকে এসে আর জড়িয়ে ধরবে না—এ কথা বলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন নাফিজের মা নাজমা আক্তার। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, নাফিজ বন্ধুদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনে যাচ্ছে এটা পরিবারের সবাই জানতেন। তবে ৪ আগস্ট পরিস্থিতি খারাপ বলে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ছেলে যখন যাবেই, তখন সাবধানে থাকতে বলেছিলেন।

একটু সামলে নিয়ে নাজমা আক্তার বলেন, 'নিজেই চাইতাম আন্দোলনে ছাত্ররা জিতুক। নামাজ পড়ে দোয়া করতাম আর কোনো মায়ের বুক যাতে খালি না হয়। ছেলের মোবাইলে আন্দোলনের অনেক ছবি ছিল। নিরাপত্তার জন্য ছবি ডিলিট করতে বলায় ছেলে আমার সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই ছেলে আমারে দেশ দিয়ে গেছে। আমি আওয়ামী লীগ-বিএনপি বুঝি না, আমি শুধু চাই, দেশে শান্তি আসুক।'

কথা হলো ফটোসাংবাদিক জীবন আহমেদের সঙ্গেও। তিনি বললেন, ছেলেটাকে যদি হাসপাতাল পর্যন্ত নিতে পারতেন, তাহলে হয়তো বাঁচত—এটাই তাঁর আক্ষেপ। তবে তাঁর তোলা ছবি দেখে মা–বাবা তাঁদের সন্তানের লাশ খুঁজে পেয়েছেন, এটা ভেবে একটু সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করেন তিনি। আওয়ামী লীগ নেতাদের বাধার মুখে নাফিজকে ফার্মগেটের হাসপাতালে নিতে পারেননি বলে জানান তিনি।

জীবন আহমেদের তোলা সেই ছবিতে রিকশার পেছনে একটি মুঠোফোন নম্বর দেখা গেছে। ওই নম্বরে ফোন দিয়ে রিকশাচালক নূর মোহাম্মদকে খুঁজে বের করেন নাফিজের পরিবারের সদস্যরা।

রিকশাচালক নূর মোহাম্মদ প্রথম আলোকে বলেন, রিকশা তাঁর নিজের। ওই দিন ফার্মগেটে 'গ্যাঞ্জামের' মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। তখন এক পুলিশ তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলে অন্যরা তাঁর রিকশায় একজনকে তুলে দেন। তিনি প্রথমে ফার্মগেটের একটি হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলে বাধার মুখে সেখানে ঢুকতে পারেননি। পরে খামারবাড়িতে গেলে কয়েকজন নাফিজকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে বলে একটি অটোরিকশায় তুলে নিয়ে চলে যান।

৫ আগস্ট রাজধানীর উত্তরখানে নাফিজকে কবর দেওয়া হয়। সে ছোটবেলা থেকেই স্কুলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি স্কাউট, বিএনসিসি কার্যক্রমে সক্রিয় ছিল। নাফিজ শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও অংশ নিয়েছিল। সে ক্রেস্ট, সনদ আর নাফিজের পছন্দের ঘড়িসহ অন্যান্য জিনিসে হাত বুলিয়ে দেখছিলেন মা–বাবা।

বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক মাসুম বিল্লাহ জানালেন, বিদ্যালয়ের মিলনায়তনের নাম নাফিজের নামে রাখার প্রস্তাব করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

নাফিজের বড় ভাই গোলাম রাসেল বললেন, 'টিকটক জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা আন্দোলন করেছে, জীবন দিয়েছে। তারা ঠিক যে রকম একটি দেশ চেয়েছিল, ঠিক সেই রকম একটি দেশ চাই।'

সম্পাদকীয়

বিদ্বেষ নয়, ধৈর্য ও সমঝোতা নিয়েই দেশ গড়তে হবে

জুলাই-আগস্ট ২০২৪। একটি ইতিহাসের নাম। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শিশু, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের শত প্রাণের বিনিময়ে বাংলার ইতিহাসে সংযোজিত হলো নতুন এক অধ্যায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সরকারের উপর প্রত্যাশার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত হলো আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও আপামর জনতার প্রয়োজন/চাহিদাসমূহ নিরূপণ করা। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, স্লোগান, ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ডের বার্তা থেকে সহজেই তাদের প্রয়োজন/চাওয়া বোঝা গিয়েছিল। শিক্ষক, অভিভাবক, শিল্পী, আইনজীবী, অবসরপ্রাপ্ত সেনা ও সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ ও পেশাজীবী এমনকি শ্রমজীবী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখা যায়। আন্দোলনের শুরুতে কোটা সংস্কারের বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছিল।

তারুণ্যশক্তি আজ জেগে ওঠেছে। এ শক্তির আবেগ অতি প্রবল। যত্নের সঙ্গে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারলে সমস্যা সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের সঙ্গে নিয়েই সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে সংস্কার করতে হবে। গুরুত্বের ক্রমানুসারে একেকটি প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার সংস্কৃতিতে সাজাতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে জনগণের সত্যিকার বন্ধু হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সরকারি কর্মচারীরা যেন নিজেদের শাসক না ভেবে সেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, সেভাবে আইনের সংশোধন জরুরি। প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্য চাই নিয়ন্ত্রণমুক্ত, রাজনৈতিক পরিচিতি ও প্রভাবমুক্ত শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যম সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সঠিক নজরদারি করতে সক্ষম হবে।

২০২৪ সালে এসেও আবু সাঈদ, মুগ্ধ, রিয়া গোপের মতো ছোট্ট শিশুসহ যারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে বিভিন্নভাবে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন তারা প্রত্যেকে এক একজন নূর হোসেন।

শোষণ, বঞ্চনা আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে তারুণ্যের প্রতিবাদে সৃষ্ট গণজোয়ারে নতুন যুগে পদার্পন করেছে বাংলাদেশ। এখন রাষ্ট্র সংস্কারের পালা। আর সেই গুরুদায়িত্ব পালনে পাঞ্জেরীর ভূমিকায় তরুণরা। তাদের ঘিরে ১৮ কোটি মানুষের প্রত্যাশা যেন একটু বেশিই। তরুণরাও ঢেলে সাজাতে চান বাংলাদেশকে।

বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩১ শতাংশের বেশি রয়েছে তরুণরা। তাই দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, উন্নয়ন সবকিছু তরুণদের উপর নির্ভর করছে। তরুণরা রাজনীতিতে এলে মেধাবীরা তার প্রাপ্ত যোগ্যতা পাবে, রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ হবে, ভোটাধিকার থাকবে সবার, দারিদ্র্য বিমোচনে তারা কাজ করার পাশাপাশি শিক্ষার মানও নিশ্চিত করতে পারবে।

বিভিন্ন সড়কসহ দেয়ালে দেয়ালে শিল্পকর্ম আঁকছেন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা। বিজয়ের পর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন এলাকা পরিষ্কার করার পাশাপাশি লিখন ও মোছার কার্যক্রম চালাচ্ছেন তারা। দেয়ালে নতুন করে আঁকছেন বিভিন্ন শিল্পকর্ম। সেই সঙ্গে দেশ সংস্কারের স্লোগানও লিখছে তারা। রং নিয়ে ব্রাশের মাধ্যমে সব সড়ক রঙিন করে তুলছে তারা। দেয়ালগুলো শিক্ষার্থীরা রঙিন করে সাজাতে চান। দেশের বিরত্বগাঁথা দিয়ে ভরে ফেলতে চান। দেশটাকে তারা তাদের মতো করেই সাজিয়ে তুলতে চান।

নতুন বাংলাদেশ হিসেবে সর্বপ্রথম চাহিদা বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার। সব ধর্ম, বর্ণ, জাতি সবার নির্বিশেষে একই অধিকার থাকবে। মানুষে মানুষে কোনো তফাৎ বা পার্থক্য থাকবে না। সবাই মানুষ সবার অধিকারও এক। ভোটের অধিকার আবার কার্যকর করে তুলতে হবে, প্রাপ্তবয়স্ক সবার ভোটদান নিশ্চিত করে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

জেঁকে বসা দলীয় লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতির অবসান ঘটাতে চান তরুণরা। ছাত্র অধিকার প্রতিষ্ঠায় শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সংসদ সক্রিয় করার পরিকল্পনা তাদের। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সংস্কার করতে চান শিক্ষা ব্যবস্থার, ঢেলে সাজাতে চান স্বাস্থ্য খাতও।

এমন বাংলাদেশ চাই, যেখানে কোনো তরুণ আর বিদেশে পাড়ি জমানোর স্বপ্ন দেখবে না। তারা দেশের স্বার্থে প্রাণ দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। এমন বাংলাদেশ চাই যেখানে শান্তির হাওয়া বইবে। যেখানে আর কোনো জুলুম, নির্যাতন, সন্ত্রাস, স্বৈরাচার স্থান পাবে না। শিক্ষাঙ্গনে অসুস্থ রাজনীতি বন্ধ করা এখন সময়ের দাবি। শিক্ষার্থীরা আর কোনো শিকলে বন্দি থাকতে চায় না। পৃথিবীর কোনো শক্তি বাংলার তরুণ, মেধাবী ছাত্র সমাজকে দমাতে পারবে না। বাঙালি শান্তিপ্রিয় জাতি। অতএব শান্তি আমাদের একান্ত কাম্য।

তরুণদের মধ্যে উদ্যোগী হওয়ার প্রবণতা বাড়াতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে যুক্ত করতে হবে। তরুণদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়াতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। দুর্নীতি দমন করতে হবে। আইনের সঠিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটি উন্নত দেশ গড়তে হলে শিক্ষাব্যবস্থাকে দৃঢ় করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। অনলাইন শিক্ষা, মোবাইল অ্যাপস, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) সহ এইসব যুগান্তকারী প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা শিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয় এবং কার্যকর করতে পারি। শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। শুধু তত্ত্ব নয়, ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের উপর জোর দিতে হবে।

নতুন বাংলাদেশ হিসেবে সর্বপ্রথম চাহিদা বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার। সব ধর্ম, বর্ণ, জাতি সবার নির্বিশেষে একই অধিকার থাকবে। মানুষে মানুষে কোনো তফাৎ বা পার্থক্য থাকবে না। সবাই মানুষ সবার অধিকারও এক। ভোটের অধিকার আবার কার্যকর করে তুলতে হবে, প্রাপ্তবয়স্ক সবার ভোটদান নিশ্চিত করে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন এনে দেশকে মেধাশূন্য হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। চাকরির ক্ষেত্রে সুপারিশ নয় বরং যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে হবে। সরকারি কার্যক্রমগুলো সাধারণ জনগণের জীবনমুখী করতে হবে। পোশাক শিল্পকে করতে হবে নিজ দেশমুখী। পর্যটন কেন্দ্রসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে জনগণের হয়রানিমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করার বিষয়ে বিশেষ নজরদারি রাখতে হবে। পুলিশ প্রশাসন দ্বারা সাধারণ জনগণের হয়রানিমূলক কার্যক্রম দমন করতে হবে। আর এ সবকিছু তখনই সম্ভব হবে যখন দেশের প্রধান হবেন সৎ ও ন্যায় ব্যক্তিত্বের।

ধর্মীয়, সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক পরিচয় ছাপিয়ে ‘মানুষ’ পরিচয় হবে সবচেয়ে বড় পরিচয়। খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, লুটপাট থাকবে না বাংলাদেশে; দেশের মানুষ পাবে ন্যায়বিচার। সুশিক্ষায় গড়ে উঠবে একেকটি প্রজন্ম, নিজ দেশকে সুন্দরভাবে চালানোর মতো যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। দরকার আমাদের শিক্ষা কারিকুলামে পরিবর্তন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজন গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি করে দেওয়া, মুক্তচিন্তা বিকাশ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। দেশের ছেলেমেয়েরা হবে বিজ্ঞানী, হবে অর্থনীতিবিদ, কিংবা হবে রাজনীতিবিদ এবং জয় করবে পুরো বিশ্ব।

শেখ হাসিনার ভারত থেকে আসা ও যাওয়া

সেলিম খান

কী অদ্ভুত বৈপরীত্য। আবার কী অসাধারণ মিল। ১৯৮১ সালের ১৭ মে, রোববার। ওই দিন বিকেল সাড়ে চারটায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি থেকে কলকাতা হয়ে তৎকালীন ঢাকা কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান শেখ হাসিনা। তাঁকে স্বাগত জানাতে ঢাকায় তৎকালীন কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও শেরেবাংলা নগর পরিণত হয় জনসমুদ্রে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট, সোমবার। সারা দেশের মানুষ ভেঙে পড়েছিল রাজধানী ঢাকায়। অভিমুখ ছিল শেরেবাংলা নগর, শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবন। উদ্দেশ্য ছিল শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামানো। জনসমুদ্রের উত্তাল ঢেউ গণভবনে পৌঁছানোর আগেই প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশত্যাগ করলেন শেখ হাসিনা। ৪৩ বছর ২ মাস ১৯ দিনের ব্যবধানে দেশের একটি বড় দলের প্রধানের কী নির্মম পরিণতি।

১৯৮১ সালের ১৭ মে ঝড়-বাদল আর জনতার আনন্দ অশ্রুতে অবগাহন করে লাখো মানুষকে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, ‘সব হারিয়ে আমি আপনাদের মাঝে এসেছি, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে তার আদর্শ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জাতির পিতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে আমি জীবন উৎসর্গ করতে চাই।’ অথচ গত ৫ আগস্ট তিনি দলের লাখো নেতা-কর্মীকে ফেলে নিরাপদস্থানে চলে গেলেন। প্রায় ছয় বছর নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে ফেরেন শেখ হাসিনা, আর এবার স্বেচ্ছায় স্বদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁর মা আর রাজনীতি করবেন না। বাংলাদেশেও ফিরবেন না। অথচ গত ২২ জুলাই ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠকে শেখ হাসিনা গভীর আস্থার সাথে বলেছিলেন, শেখ হাসিনা কখনো পালায় না।

মিলের জায়গাটা যদি দেখি, তাহলে দেখব ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি থেকে শেখ হাসিনা কলকাতা হয়ে ঢাকায় ফিরেছিলেন। আবার ঢাকা থেকে তিনি নয়াদিল্লিতে ফিরে গেলেন। ১৯৭৫-র পরবর্তী সময়ে নির্বাসিত জীবনের সাড়ে ছয় বছরের অধিকাংশ সময় শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের দিল্লিতেই কেটেছে, ভারত সরকারের আশ্রয়ে। এবার গত ছয় দিন (৫ আগস্ট থেকে) তিনি দিল্লি বা দিল্লির নিকটবর্তী কোনো নিরাপদ সরকারি ভবনে আছেন। এখন প্রশ্ন হলো কতদিন তিনি এভাবে ভারতে থাকবেন? নরেন্দ্র মোদি সরকার কী অনির্দিষ্টকালের জন্য এই সুযোগ দেবে? সেটা দিতেই পারে। কারণ আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনার পরিবারের ব্যাপারে ভারতে এক ধরনের রাজনৈতিক মতৈক্য আছে। অন্য সব বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলেও মোদি বা রাহুলের মধ্যে শেখ হাসিনাকে নিয়ে কোনো ভিন্ন ভাবনা নেই। সে কারণে শেখ হাসিনা দিল্লিতে পৌঁছানোর পরপরই প্রধানমন্ত্রী মোদির দুইজন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তির অন্যতম জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল তাঁর সাথে দেখা করেন।

গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ভারতের অকুণ্ঠ সমর্থন শেখ হাসিনার জন্য জরুরি থাকলেও সেটাই তাঁর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁকে একবারও বন্ধুপ্রতিম দেশটির পক্ষে কোনো ভুল ধরিয়ে দেওয়া হয়নি। অথবা পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে প্রচণ্ড কঠোর অবস্থানে থেকে সরকার পরিচালনায় বিরত রাখতে পারেনি। এতে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের যেমন তেমনি ব্যক্তি শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের ক্ষতি হয়েছে। সর্বোপরি বড় প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতকে বাংলাদেশের মানুষের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। দেশটির সরকারের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। ২০১৪ সালে নির্বাচনের আগ মুহূর্তে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব সুজাতা সিং-এর সফরের মধ্য দিয়ে যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এখনো তা অব্যাহত আছে বলে এ দেশের মানুষের বড় অংশ বিশ্বাস করে।

প্রতি বছর নানা প্রয়োজনে বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ ভারতে যায়—শুধুমাত্র এই মাপকাঠি দিয়ে সম্পর্কের বিচার চলে না। এ দেশের সাধারণ মানুষ কখনোই ভারতকে অপছন্দ করে না। সব রাজনৈতিক দলই মনে করে, এ দেশে ক্ষমতায় থাকতে গেলে বা শান্তিতে থাকতে ভারতের সাথে সুপ্রতিবেশিসুলভ সম্পর্কের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের কাজে যখন বড় প্রতিবেশী দেশের সরকার নিঃশর্ত সমর্থন দেয় তখন তারা হতাশ হয়। গত তিনটি জাতীয় নির্বাচনের চিত্র একই। এই হতাশা থেকেই ক্ষোভের জন্ম। আর ক্ষোভ জমতে জমতে বিস্ফোরণ।

ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অটলবিহারি বাজপেয়ি নিজ দল ও দেশের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আপনি ইতিহাস পাল্টাতে পারেন, কিন্তু ভূগোল বদলাতে পারবেন না। মূলত প্রতিবেশী হিসেবে পাকিস্তানের সাথে সুসম্পর্কের প্রচেষ্টার কথা মাথায় রেখে তিনি এ কথা বলেছিলেন। বাজপেয়ির কথা ধরেই বলতে হয় বাংলাদেশের যেমন তিন পাশ দিয়ে বেষ্টিত ভারতকে জরুরি। তেমনি ভারতেরও বাংলাদেশকে প্রয়োজন। প্রতিবেশী একজন খারাপ থাকলে অন্যজন ভালো থাকতে পারে না। এর বড় প্রমাণ মিয়ানমার। দেশটির অস্থিতিশীলতার কারণে লাখ লাখ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু হিসেবে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এমনকি তারা ভারতেও ছড়িয়ে পড়ছে। ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের পর ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসকে যে কৃত্রিম উপায়ে বদলে দেওয়া হয়েছে তার ফল সবাইকে ভুগতে হচ্ছে ও হবে। হাজার হাজার বছর ধরে পাশাপাশি বাস করা জনগোষ্ঠীকে র‍্যাডক্লিভ সাহেবের এক কলমের খোঁচায় বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যাবে—গত ৭৭ বছরে তা ভুল প্রমাণ হয়েছে। এ নিয়ে নতুন করে বিতর্কের কিছু নেই। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক থাকবেই। কোনো শাসকের রক্তচক্ষু তাকে কিছু সময়ের জন্য বিরত রাখতে পারে কিন্তু সব সময়ের জন্য না।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ প্রথম আলোতে তাঁর কলামে লিখেছেন, “বিপ্লব, গণ-অভ্যুত্থান, সামরিক অভ্যুত্থান বা গৃহযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে স্বৈরাচারী শাসকদের পালিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নেওয়ার ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু পলাতক এই ব্যক্তিদের কোনো দেশে সরকারিভাবে বিমানবন্দরে কার্যত ‘অভ্যর্থনা’ জানানোর কোনো উদাহরণ নেই। এই তথ্যই এই পদক্ষেপের গুরুত্ব বোঝায় যে শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে এবং আফগানিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনিকে ভারত আশ্রয় দেয়নি।” এখানেই ভারত সরকারের ভূমিকা। পছন্দ-অপছন্দ থাকতেই পারে, তবে প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক নির্ধারণে বাস্তবতাই জরুরি মাপকাঠি। সে কারণে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনূস শপথ নেওয়ার পরপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা খুবই জরুরি। বলা হয়ে থাকে, আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের সাথে পাকিস্তানের চেয়ে ভারতের সম্পর্ক ভালো। এটাই কূটনৈতিক বাস্তবতা।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক বদ্রি রাইনা গত ৯ আগস্ট ভারতের অনলাইন গণমাধ্যম দ্যা ওয়্যারে ‘আমরা বন্ধুকে ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু প্রতিবেশীকে নয়’ শিরোনামে একটি কলাম লিখেছেন। সেখানে তিনি লিখছেন, “বাংলাদেশের রাজনীতির নতুন আকার ও ভারত এখন কী করতে পারে—এটি বিবেচনা করুন: একটি সময় ছিল যখন ভারতীয় কূটনীতি তার সমস্ত ডিম এক ঝুড়িতে না রাখার ব্যাপারে যত্নশীল ছিল। এর নীতিগত দিকটা ক্ষমতা-কাঠামোর চেয়ে সমস্যা ও জনগণের প্রতি বেশি নজর দিত।”

“কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য-প্রেমী কূটনীতি অবশ্যই কল্পিত সমাধানের চেয়ে বলপ্রয়োগমূলক মীমাংসা পছন্দ করে। তবে এই অঞ্চল এবং বৈশ্বিক বিষয়ে আরও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বাংলাদেশে এখন যে নতুন ক্ষমতা কাঠামো গড়ে উঠছে তাদের প্রতি ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রয়োজন।”

“ভালো কূটনীতি হলো, প্রধান রাজনৈতিক/মতাদর্শগত পছন্দগুলোর বাধা কাটিয়ে শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করা।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যেভাবে জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতকে কয়েক ধাপ পেছনে ঠেলে দিচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতিবাদী আনুগত্যের ধারণা থেকে বাংলাদেশে হাসিনা-বিরোধী শক্তির বিরোধিতা করা বোকামি হবে।”

গত ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে ভারতীয় গণমাধ্যমের এটা একটা বয়ান। এর পাল্টাটা কিন্তু খুবই জোরালো। গতকালই ইউটিউবে দুটি সাক্ষাৎকার শুনছিলাম। ইন্ডিয়া টুডের পক্ষে সাংবাদিক রাজদীপ সারদেশাই কথা বলছিলেন ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনামের সাথে। সেখানে রাজদীপ বারবার খুঁচিয়ে মাহফুজ আনামের মুখ দিয়ে এ কথা বলানোর চেষ্টা করেন যে, ছাত্র-জনতার এই গণঅভ্যুত্থান এমনি হয়নি, বাইরের শক্তি এটা করেছে। শেষ পর্যন্ত মাহফুজ আনাম ভারতীয় সাংবাদিক বন্ধুদের উদ্দেশে বলতে বাধ্য হন, ১৭ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ। এরমধ্যে তিন কোটি মধ্যবিত্ত। অথচ কিছু ঘটলেই বারবার বলা হয়, পাকিস্তান, ভারত, চীন বা অন্য কেউ এর পেছনে আছে। একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের মানুষকে মর্যাদা দেওয়া উচিত।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পিস এন্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের সিনিয়র ফেলো শাফকাত মুনীরের সাথে আধা ঘণ্টার বেশি কথা বলেন সাংবাদিক করণ থাপার। ভারতের অন্য অনেক সাংবাদিকের চেয়ে করণ থাপার সম্মানের জায়গায় বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে। সেই করণ থাপারও তাঁর প্রশ্নের মধ্যে বারবার টেনে আনেন বাইরের হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ। জবাবে শাফকাত মুনীর এই জন আন্দোলনকে মনসুন রেভিলিউশন বা বর্ষা বিপ্লব বলে বর্ণনা করেন। মুনীর স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, শেখ হাসিনার পতনে পাকিস্তানের আইএসআই বা চীন বা অন্য কোনও বিদেশি শক্তির ভূমিকা ছিল এমন দাবি করা ভুল। তিনি বলেন, নতুন অন্তর্বর্তী সরকার স্বাধীন, এমনকি এটি সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানেও পরিচালিত নয়। তিনি বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেন, সেনাপ্রধান নিজেই ড. ইউনূসের অধীনে।

অধ্যাপক বদ্রি রাইনার কথা দিয়েই শেষ করি। তিনি তাঁর লেখার উপসংহার টেনেছেন এভাবে—“মোদীর আমলে হারিয়ে যাওয়া নেহরুভিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি পাঠ নিলে ভালো হতে পারে, যা সূক্ষ্ম ও উদার মানবতাবাদের পাশাপাশি রাজনীতির জটিলতাগুলোকে বুঝতে ও সংশ্লেষে সাহায্য করে। আর মাথা গরম করার রোমাঞ্চ বাদ দিয়ে সংবেদনশীল শান্তিকামীদের জন্য মাঠ উন্মুক্ত রাখাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।” ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ও গণমাধ্যম বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে পারে।

সেলিম খান: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল মিডিয়া, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

ইসলামে ন্যায়পরায়ণ শাসকের মর্যাদা

আমজাদ ইউনুস

ন্যায়পরায়ণতা ব্যক্তিজীবন থেকে সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করে। ন্যায়নীতি ও সুবিচার ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইসলাম প্রতিটি কাজকর্মে ন্যায়পরায়ণতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। ইসলাম নির্দেশিত এই ন্যায়পরায়ণতা শুধু নিজের অনুসারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং অন্য ধর্মের অনুসারীদের জানমাল ও ধর্মের ক্ষেত্রেও এই ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করার জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করবে না। সুবিচার করবে, এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।’ (সুরা মায়েদা: ৮)

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, হকদারদের হক তাদের কাছে পৌঁছে দিতে। তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদের কত উত্তম উপদেশই না দিচ্ছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।’ (সুরা নিসা: ৫৮)

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক নৈকট্য লাভকারী এবং প্রিয় হবে ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান। সেদিন সর্বপ্রথম ন্যায়পরায়ণ শাসক আল্লাহ তাআলার রহমতের ছায়ায় অবস্থান নেবেন। মহান আল্লাহর ডান পাশে জ্যোতির মিম্বরে আরোহণ করবেন। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না; প্রথমজন হলেন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রপ্রধান)।’ (বুখারি)

অন্য হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ, তারা দয়াময়ের ডান পাশে জ্যোতির মিম্বরের ওপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান। (ওই ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ।’ (মুসলিম)

লেখক: আমজাদ ইউনুস, ইসলামবিষয়ক গবেষক

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

একচেটিয়া শাসন যেভাবে প্রতিক্রিয়াশীলতার জন্ম দেয়

ফজলুল কবির

একচেটিয়া শাসন যেভাবে প্রতিক্রিয়াশীলতার জন্ম দেয়একচেটিয়া শাসনের জন্মই হয় পুরো সমাজকে সাদা-কালোয় বর্গীকরণের মাধ্যমে। এই বর্গীকরণ কিন্তু বহুলকথিত ‘ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট’ ধাঁচে হয় না; হয় ‘ব্ল্যাক অর হোয়াইট’ ধাঁচে। অর্থাৎ, কোনো সম্মীলনের মনোভাব একেবারেই অনুপস্থিত থাকে। মুছে ফেলা হয় সাদা-কালোর মধ্যবর্তী তাবৎ ধূসর অঞ্চল। পুরো সমাজকে শত্রু ও মিত্রতে বিভাজিত করা হয়। আর এই বিভাজনের রেখার গহীন থেকেই জন্ম নেয় প্রতিক্রিয়াশীলতা।

একচেটিয়া শাসনের অধীনে গোটা সমাজ বহুত্ববাদ থেকে একত্ববাদের দিকে যাত্রা করে। এই একের সাথে না মিললেই যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ‘আক্রমণযোগ্য’ সাব্যস্ত করা হয়। ‘স্বর্ণযুগ’, ‘অভ্যন্তরীণ বা বহিঃশত্রু মোকাবিলা’, ‘জাতীয় গৌরব পুনরুদ্ধার’, ‘দিকে দিকে বিজয় পতাকা ছড়িয়ে দেওয়া’, ‘উন্নয়নের অভিযাত্রা’, ‘মাদক নির্মূল’, ‘দুর্নীতিবিরোধী অভিযান’, ‘সাবেক অপশাসনের বর্জ্য নির্মূল’ ইত্যাদি নানা অভিধায় ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করা এক বৃহৎ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এর নির্মাণ চলে। এই প্রচারের ফলে ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে যৎকিঞ্চিৎ বা বৃহৎ সুবিধা পাওয়া জনগোষ্ঠী তৈরি হয়, যারা অনেকটা হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো করে শাসকদের প্রচারকে এক সুবৃহৎ ঢোলকে পরিণত করে, যা আঘাত করলেও বাজে, না করলেও বাজে।

এই একই সময়ে ক্ষমতার একচেটিয়াকরণের অবধারিত ফল হিসেবে সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়ে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির মতো অসুখ। ক্ষমতাকে একচেটিয়া করার অন্যতম কৌশল হিসেবেই এ ঘটনাটি ঘটে। কারণ, একচেটিয়া ক্ষমতার ভাগ এবং সেই সূত্রে সম্পদের ভাগ বিভিন্ন স্তরকে না দিয়ে শাসকের উপায় থাকে না। এই ভাগ-বাটোয়ারার মধ্য দিয়েই শাসনের পক্ষে সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্তরের সম্মতিটি উৎপাদিত হয়। আর এ কাজটি করে ক্ষমতার মধুর ছিটেফোঁটা পেতে আগ্রহী তাবেদার গোষ্ঠী।

ফলে শাসকগোষ্ঠীর প্রচারিত একবগ্গা নীতিটি সাধারণ মানুষের মনে তিক্ততার জন্ম দিতে থাকে। এটি বেশ কয়েকটি ধাপে ঘটে। প্রথমত, ক্ষমতার একচেটিয়াকরণ যেহেতু বহু মত ও পথকে বর্জনের মধ্য দিয়ে ঘটে, সেহেতু শাসকগোষ্ঠী বাদে বাকি সব মত ও পথ নিজেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করতে শুরু করে। একচেটিয়া শাসকেরাই এই বোধ তাদের ভেতরে জন্ম দেয়। এটা হতে পারে জাতি বিবেচনায়, হতে পারে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে, হতে পারে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে। হতে পারে ঐতিহাসিক কোনো মহাআখ্যান থেকে ছিটকে পড়ার কারণে।

উদাহরণ হিসেবে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়ে আমেরিকাসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে ‘শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদের’ ধারণা মাথাচাড়া দিয়েছিল, তারই প্রতিক্রিয়ায় অন্য বর্ণের লোকেদের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি হয়। উদহারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ভারতের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির কথাও। ভারতের বহুত্ববাদী সমাজের এক বড় রূপান্তর ঘটে গেছে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দল বিজেপির শীর্ষ নেতাদের মাধ্যমে। বলা যেতে পারে তুরস্কের রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের কথা। সেখানে খেলাফতের স্বপ্নের প্রচারের মাধ্যমে কুর্দিসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীকে প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আফ্রিকার বহু দেশের নাম এখানে উল্লেখ করা যাবে চাইলে। প্রতিটি দেশেই দেখা যাবে, ক্ষমতাসীনদের এ ধরনের রাজনীতির প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নিচ্ছে সংঘাতময় পরিস্থিতি।

দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া শাসকেরা মুক্তচিন্তা, স্বাধীন মত ইত্যাদির পথ রুদ্ধ করতে একরৈখিক মত, পথ ও মনোভঙ্গির প্রচার করে। এর মধ্য দিয়ে ‘অন্য’ হিসেবে সাব্যস্ত করা অংশও একরৈখিক মনোভাবের দিকে যাত্রা করে। সমাজে দুটি পৃথক মেরুর সৃষ্টি হয়। কে না জানে—এক পরম সত্য জন্ম দেয় আরেক পরম সত্যের। যদিও প্রাসঙ্গিকতা ছাড়া কোনো সত্যই নেই। এর ফল হয় ভয়াবহ। একচেটিয়া শাসকেরা নিজেদের ক্ষমতাকে প্রশ্নহীন আনুগত্যের এক রাজত্বে রূপান্তরের লক্ষ্যে যে পরম লক্ষ্য ও সত্যের প্রচার করে, তারই জেরে সমাজের একেবারে গহিনে বাড়তে থাকে ঠিক বিপরীত আরেক সত্য। এই দুই সত্যের লড়াই চলে শুরুতে। কিন্তু পরে ক্রমেই বিরোধী সত্য পিছু হটে এবং গোপন প্রচার ও কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে যায়।

তৃতীয়ত, রাজা বা রাজত্বের যেমন নানা চিহ্ন বা প্রতীক থাকে, ঠিক তেমনি একচেটিয়া শাসকেরাও কিছু প্রতীক বাজারজাত করে। সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া কিছু ধারণা, লেবাস, বক্তব্য, শব্দ বা শব্দগুচ্ছ এই শাসনব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে যায়। ফলে এ ধরনের শাসনব্যবস্থার বিরোধিতার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এসব প্রতীকের পূর্ণাঙ্গ ধ্বংস এবং তা এর বিপরীত প্রতীক দিয়ে প্রতিস্থাপন। শুরুতে শাসকের চোখে চোখ রেখে এই ধ্বংস বা প্রতিস্থাপনটি করা না গেলেও ক্রমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতীকের বাড়বাড়ন্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে শুরু করে। কোনোভাবে একচেটিয়া শাসকের পতন হলে অনেকটা বাছবিচারহীনভাবে ওই শাসনের তাবৎ প্রতীককে ধ্বংসে মত্ত হয় জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ।

চতুর্থত, একচেটিয়া শাসকেরা ক্ষমতার একচেটিয়াকরণের প্রক্রিয়াতেই নাগরিক সমাজ, সংবাদমাধ্যম, বিরোধী দল ও মত ইত্যাদিকে এমনভাবে প্রান্তে ঠেলে দেয় যে, এই শাসনব্যবস্থার কোনো সমালোচনা বা বিরোধিতার আর কোনো স্বাভাবিক পন্থা অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সংঘাতই বিরোধের একমাত্র পথ হয়ে ওঠে। কোনো দেশে এই সংঘাত সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে ঘটে, কোনো দেশে চোরাগুপ্তা হামলা বা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মসূচির হঠাৎ সহিংস হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে ঘটে। বাংলাদেশে গত মধ্য জুলাই থেকে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এমন বাস্তবতাই দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়েছে।

একচেটিয়া শাসনের অধীনে হওয়া সহিংস বিরোধ কিন্তু একবার হয়েই নির্মূল হয় না। এটি মোকাবিলায় একচেটিয়া শাসকও আরও সহিংস হয়ে ওঠে। এই বিশ্বগ্রামে কোনো দেশ যেহেতু আর একলা নয়। প্রতিটি দেশের সাথে অন্য অনেক দেশের ব্যবসায়িক, সামাজিক, জাতিগত, রাজনৈতিক নানা স্বার্থ জড়িত থাকে। ফলে কোনো একটি দেশে থাকা একচেটিয়া শাসনের অধীনে হওয়া সহিংসতার এই দুষ্টচক্রে বাইরের খেলোয়াড় হিসেবে ঢুকে পড়ে অন্য অনেক শক্তি। মূলত বাজার দখলের লক্ষ্যেই এই ঢুকে পড়া। যে কারণে গোটা বিশ্বে চীন-আমেরিকা-রাশিয়া নিয়ে এত হুড়োহুড়ি। মোটাদাগে এই দেশগুলোই নানা দেশে থাকা এ ধরনের শাসনব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজেদের অভিষ্ঠ অর্জনে এগিয়ে যায়। মাঝখানে মারা পড়ে উলুখাগড়ার দল।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশে সর্বশেষ ঘটে যাওয়া অভ্যুত্থান এবং তৎপরবর্তী নানা ঘটনা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শক্তির সংযোগের সুস্পষ্ট চিহ্নবাহী। এটা অভাবিত কোনো বিষয় নয়। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ক্ষেত্রে এটাই বাস্তব। এ ধরনের দেশের শাসকেরা কোনো না কোনো ক্ষমতাধর দেশের ছায়াতলে থেকেই নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। কে কাকে ভাগ দিচ্ছে, বা কাকে কোন শক্তি নিজের ভাগ বুঝে নেওয়ার জন্য নিরাপদ মনে করছে, তার ওপর এ ধরনের দেশের শাসকগোষ্ঠীর বিদ্যমানতা অনেকখানি নির্ভর করে। জনসমর্থন বা জনচাহিদা এ ক্ষেত্রে অনেকটাই ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়।

এমন উদাহরণ পাওয়া যাবে পাকিস্তানে, পাওয়া যাবে তুরস্কে, মিয়ানমারে, মেক্সিকোতে। ইয়েমেন কিংবা সিরিয়ায় চলমান সংঘাত কিংবা কঙ্গো, রুয়ান্ডা, নাইজেরিয়া বা আফ্রিকা ও এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের মালদ্বীপ—যেদিকেই তাকানো যাক, এমন উদাহরণ মিলবে ভুরি ভুরি।

অর্থাৎ, ক্ষমতার একচেটিয়াকরণের পথে শাসকগোষ্ঠী যেসব ধ্যান-ধারণাকে পুঁজি করে, যেসব প্রতীককে প্রচার করে নিজেদের ক্ষমতার চিহ্ন হিসেবে, সেসব ধারণা ও প্রতীকের বিপরীতে এক শক্তি প্রচ্ছন্নে বাড়তে থাকে সমাজের ভেতরে। প্রকাশ্য কোনো বিরোধী মতকে সহ্য করা হয় না বলে, এই বিপরীত সত্য বা ধারণা ও তার প্রতীকগুচ্ছ সমাজের ভেতরে ক্যানসারের মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এক ধরনের চরম অসহিষ্ণু মনোভঙ্গির বিস্তার ঘটে পুরো সমাজে। রাষ্ট্রের শীর্ষ থেকে প্রচার করা ‘সাদা অথবা কালো’ তত্ত্ব সমাজের ভেতরেও একই তত্ত্বের জন্ম দিতে থাকে। শুধু নিভৃতে গজিয়ে ওঠা ও বিস্তার পাওয়া তত্ত্বে শাসককে ‘কালো’ আর বিরোধীদের ‘সাদা’ হিসেবে প্রচার করা হয়। উভয় পক্ষই যাবতীয় ধূসর অঞ্চলকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের শীর্ষ থেকে প্রচার করা চরমের বিপরীতের আরেক চরম বেড়ে উঠতে থাকে সমাজের একেবারে গহীনে। প্রতিক্রিয়ার জবাব হিসেবে শুধু প্রতিক্রিয়ারই জন্ম হয়। মাঝখানে শুধু প্রাণ যায় সেই উলুখাগড়ার, যার প্রাণ যাওয়াটাই নিয়তি।

মূলত একচেটিয়া শাসকের প্রতিক্রিয়াশীল তৎপরতাই এক দীর্ঘসূত্রি ও আরও ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার জগতে নিয়ে যায় গোটা সমাজকে। এর দায় বা ফলভোগ করতে হয় প্রতিটি মানুষকে, যে বা যারা হয়তো কোনোভাবেই শাসন কাঠামোর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়। সমাজের প্রতিটি স্তর এক অর্থে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। সমাজের গহীনে গজিয়ে ওঠা ও বিস্তার পাওয়া প্রতিক্রিয়াশীলতা তখন এমনকি শাসকগোষ্ঠীর প্রচার করা ইতিবাচক ধারণাগুচ্ছকেও খারিজ করে দেয়, যা যেকোনো বিবেচনাতেই আত্মধ্বংসী। একচেটিয়া শাসকেরা এই আত্মধ্বংসী বাস্তবতারই নির্মাতা।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

হাসিনার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আইন ১৯৭৩-এর ৩(২) ও ৪(১)/৪(২) ধারায় এ অভিযোগের বিচার করা যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন।

অভিযোগকারীপক্ষের আইনজীবী গাজী এমএইচ তামিম এ বিষয়ে আজ বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন, ‘গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগটি মামলা হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। সেই সঙ্গে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে এবং ঘটনার সময়ের পত্রিকা সংগ্রহ করে পর্যালোচনা শুরু করেছেন।’

পদত্যাগের পর দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে একটি অভিযোগ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থায় গতকাল দায়ের করা হয়।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে শহীদ আরিফ আহমেদ সিয়ামের বাবা মো. বুলবুল কবিরের পক্ষে আবেদনটি করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী গাজী এমএইচ তামিম।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থায় কো-অর্ডিনেটর বরাবর এ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ রেজিস্ট্রারভুক্ত করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩-এর ৮ ধারা অনুযায়ী আসামিদের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করা হয়।

আবেদনে ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ঘটনার তারিখ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এ সময়ে আহত হয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন তারিখে নিহতরা এর আওতায় থাকবে। ঘটনার স্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সমগ্র বাংলাদেশকে।

অপরাধের ধরণে বলা হয়েছে, আসামিদের নির্দেশে ও পরিকল্পনায় অন্যান্য আসামিরা দেশীয় এবং আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী সাধারণ নিরস্ত্র ছাত্র-জনতাদের হত্যা করে তাদের সমূলে বা আংশিক নির্মূল করার উদ্দেশে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘঠনের অপরাধ।

যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক সেতুমন্ত্রী ও সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল, সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এবং তৎকালীন সরকারের কতিপয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য, সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক ও ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা প্রধান হারুন অর রশীদ, ঢাকা মহানগর পুলিশের সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান ও কতিপয় অসাধু পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্য, র‌্যাবের সাবেক মহাপরিচালক মো. হারুন অর রশিদ ও কতিপয় অসাধু র‌্যাব কর্মকর্তা ও সদস্যসহ অজ্ঞতনামা অস্ত্রধারী আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মী, সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও অঙ্গ সংগঠনসমূহ।

অভিযোগে বাদী ও অন্যান্য সাক্ষীদের পাশাপাশি গত ১৬ জুলাই থেকে ৬ আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ডকুমেন্টস হিসেবে দাখিল করা হয়েছে।

গণহত্যার বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে করার সিদ্ধান্ত

জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণহত্যার বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

এতে ২০১৩ সালে সংশোধিত ট্রাইব্যুনালের আইনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে চালানো গণহত্যার বিচার সম্ভব বলে জানিয়েছেন, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে জড়িতদের বিচার করতে আওয়ামী লীগ সরকার এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিল। এই ট্রাইব্যুনালে জামায়াতের সাবেক আমীর মতিউর রহমান নিজামীসহ দলটির কয়েকজন শীর্ষ নেতা, বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজনের ফাঁসির রায় হয়েছে। তাদের ফাঁসিও কার্যকর হয়েছে। ৫০ বছর আগে সংঘটিত অপরাধের বিচারে ট্রাইব্যুনালের এসব রায় নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা ছিল দেশ- বিদেশে। এসব বিচারের তদন্ত করে ট্রাইব্যুনালের নিজস্ব তদন্ত দল। কিন্তু জুলাই-আগস্টের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে করার কথা জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা।

বুধবার সকালে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, গণহত্যা ও গুলিবর্ষণের ঘটনায় বিচারের জন্য ইতিমধ্যে কিছু মামলা হয়েছে। আমরা নিজেরা, রাজপথে থাকা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, জনগণের বিভিন্ন গোষ্ঠী দাবি করেছেন যে, এটাকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে বিচার করার সুযোগ আছে কিনা। আমরা সেটা খতিয়ে দেখেছি। তিনি বলেন, ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন আছে, সেটা পরে ২০০৯ ও ২০১৩ সালে সংশোধনী হয়েছে।

সেই আইনে আমরা জুলাই গণহত্যা, আগস্টের প্রথম পাঁচদিনের গণহত্যাও বোঝাচ্ছি। এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য ইতিমধ্যে ছোটখাটো গবেষণা করেছি। আমরা দেখেছি, এই আইনের অধীনে হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তি ও যারা আদেশ দিয়েছেন এবং যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে বিচারের আওতায় আনা সম্ভব।

আসিফ নজরুল বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের একটি ইনভেস্টিগেশন টিম আছে, প্রসিকিউশন টিম আছে। এগুলোকে আমরা রিঅর্গানাইজড করার চেষ্টা করছি, আদালতটা একটু পরে করবো। ইনভেস্টিগেশন আমরা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে করার চেষ্টা করছি। জাতিসংঘ থেকে বারবার আমাদের সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। বিচারের সত্যিকারের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের সর্বাত্মক তত্ত্বাবধানে আমাদের ইনভেস্টিগেশন টিম কাজ করবে। সেটার লক্ষ্যে সব উদ্যোগ গ্রহণ করবো। আইন উপদেষ্টা বলেন, ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধির সঙ্গে মিটিং করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তারিখ চূড়ান্ত হয়নি। সহযোগিতা চাইবো। এ ছাড়া, আমাদের আরও উচ্চপর্যায় থেকে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সংস্থা আছে, উনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। আশা করছি, দ্রুত এটা শুরু করতে পারবো। তিনি বলেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিচার করবো। হত্যাকাণ্ডে জড়িত বিদায়ী সরকারের কাউকে ছাড় দেয়া হবে না বলেও জানান তিনি। অর্থ পাচারের দায়ে অভিযুক্তদের বিচারের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যেকোনো অপরাধের বিচার করার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য আমাদের আছে। আমাদের দেশের ব্যাংক ও সম্পদ লুটপাট করে নিয়ে যাবে, এটা তো আমার-আপনার টাকা। সাবেক সরকারের মন্ত্রীদের টাকা না। জনগণের টাকা যারা নিয়ে গেছেন, তাদের অর্থ ফেরত আনার ব্যবস্থা করা ও বিচারের সম্মুখীন করার জন্য যতটুকু করা দরকার, অবশ্যই আমরা করবো। আইন উপদেষ্টা বলেন, সাইবার সিকিউরিটি আইনসহ যেসব নিবর্তনমূলক আইন আছে, সেগুলোর তালিকা করা হচ্ছে। এসব আইন বাতিল অথবা সংশোধন করা হবে।

সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যার বিচার না হলে জাতির কাছে আমরা দায়ী থাকবো বলে মন্তব্য করেন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। সাগর-রুনি হত্যার বিচার গতি পাবে কিনা; জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, অবশ্যই, আপনারা রাজপথে থেকে আমাদের চাপে রাখবেন। এই বিচার না হলে জাতির কাছে আমরা দায়ী থাকবো। আমি বিশ্বাস করতে পারি না, এমন একটি নির্মম হত্যাকাণ্ড নিয়ে কীভাবে প্রহসন করা হয়। বিচার বিভাগ সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগে বিচারপতি নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয়কে যে সহযোগিতা করতে হয়, সেটা আমরা সম্পন্ন করেছি। এরইমধ্যে প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগের বিচারপতিরা নিয়োগ পেয়েছেন। আমরা এমন একজন প্রধান বিচারপতি পেয়েছি, যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া করেছেন। এখান থেকে আপনারা বুঝে নেবেন, আমরা কীসের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। যোগ্যতা ও সততার ওপর গুরুত্ব দিয়েছি। বিচার বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আয়ের হিসাব আগামী ১০ দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে জানান আইন উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, সারা দেশে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা ৩ দিনের মধ্যে প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু তা করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ বাহিনী না থাকায় সেটা সম্ভব হয়নি। এখন পুলিশ কাজে যোগ দিয়েছে। আশাকরি আগামী ৩১শে আগস্টের মধ্যেই সেই সব মামলা প্রত্যাহার করা হবে। বৃহস্পতিবারের মধ্যে ঢাকা শহরের মামলা প্রত্যাহার হবে। রোজিনা ইসলাম ও মাহমুদুর রহমান মান্নার মামলা প্রত্যাহার হবে। বাংলাদেশের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা ও শিক্ষার্থী ফারদিন নূর ওরফে পরশ হত্যা মামলার বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে আইন উপদেষ্টা বলেন, আমরা আবরার ফাহাদের কাছে অনেক ঋণী।

টিম ওয়ালজকে নিয়ে তুমুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এদিকে প্রচারণা ছাড়াই অবশ্য তিন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অঙ্গরাজ্য উইসকনসিন, পেনসিলভানিয়া ও মিশিগানে এগিয়ে কমলা হ্যারিস। ৫ থেকে ৯ আগস্ট নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা কলেজ পরিচালিত জরিপ বলছে, অঙ্গরাজ্যগুলোয় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ৪ পয়েন্ট পেছনে ফেলেছেন হ্যারিস।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসের জন্য সুখবর হয়ে এল নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা কলেজের নতুন জরিপ। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ তিনটি অঙ্গরাজ্য উইসকনসিন, পেনসিলভানিয়া ও মিশিগানে ভোটারদের আস্থা অর্জনে প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে গেছেন তিনি। আগামী ৫ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এ নির্বাচনে জয় পেতে হলে কমলা হ্যারিসকে এ তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অঙ্গরাজ্যে ভালো করতে হবে। শনিবার প্রকাশিত জরিপের ফলে দেখা গেছে, ওই তিন অঙ্গরাজ্যে ট্রাম্পের চেয়ে ৪ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছেন কমলা। কমলা যেখানে ৫০ পয়েন্ট পেয়েছেন, সেখানে ট্রাম্পের পয়েন্ট ৪৬।

পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যে কমলা হ্যারিসের প্রতি মানুষের আস্থা ১০ শতাংশ বেড়েছে। সেখানে দল নিরপেক্ষ ভোটাররা তাঁকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেশি বুদ্ধিমান এবং মেজাজের দিক থেকে ঠিক বলে রায় দিয়েছেন।

হোয়াইট হাউসে থাকতে গেলে কমলা হ্যারিসের জন্য তিন অঙ্গরাজ্যের ইলেকটোরাল কলেজ ভোটিং সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ। নানা বিষয় নিয়ে কমলার ওপর রিপাবলিকানদের আক্রমণ সত্ত্বেও ডেমোক্র্যাটদের ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছেন কমলা হ্যারিস। গত মে মাস থেকে তিন অঙ্গরাজ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ২৭ পয়েন্ট বেড়েছে। তবে ডেমোক্র্যাটদের কাছে কমলাকে তাঁর দেশকে নিয়ে লক্ষ্যের বিষয়টি আরও স্পষ্ট করতে হবে। এর আগের এক জরিপে দেখা গিয়েছিল, নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে ৬০ শতাংশ বলেছিলেন, ট্রাম্পের স্পষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। সেখানে কমলার ক্ষেত্রে এ হার ছিল ৫৩ শতাংশ।

এর বাইরে অর্থনীতি ও অভিবাসন বিষয়ে এগিয়ে রয়েছেন ট্রাম্প। তবে হ্যারিস গর্ভপাত বিষয়ে ২৪ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছেন। ডেমোক্র্যাটদের আশা, অ্যারিজোনা ও উইসকনসিনের মতো দ্যোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে ভোটারদের টানতে পারবেন কমলা। গণতন্ত্রের দিক থেকে ট্রাম্পের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে কমলার।

এদিকে গাজায় ইসরায়েলের হামলা নিয়ে আবার মুখ খুলেছেন কমলা হ্যারিস। ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার একটি বিদ্যালয়ে শনিবার ইসরায়েলের বিমান হামলায় বেসামরিক লোকজন নিহত হওয়ার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস।

বিদ্যালয়টিতে ইসরায়েল দুই হাজার পাউন্ডের (একেকটি) তিনটি বোমা ফেলে। এতে ওই ভবনে ৭০ জনের বেশি নিহত হন বলে একটি হাসপাতালের পরিচালক বিবিসিকে জানান। বিদ্যালয়টিতে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ হামলা প্রসঙ্গে কমলা হ্যারিস বলেন, ‘গাজায় আরেকবার অনেক বেসামরিক লোকের প্রাণহানি ঘটল।’ একই সঙ্গে গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা ও জিম্মি মুক্তি বিষয়ে চুক্তি সইয়ের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।

এর আগে গত জুলাইয়ের শেষ দিকে কমলা হ্যারিস বলেছিলেন, চলমান যুদ্ধের কারণে গাজার মানুষকে যে ধরনের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে, তা নিয়ে তিনি নীরব থাকবেন না। ওয়াশিংটনে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

ইউনূস সরকার কতদিন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আরও অনেক কর্মকর্তা। পূর্ববর্তী সরকার থেকে ইতিমধ্যে অনেককে বিদায় বা চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। তালিকায় আরও অনেকের নাম আছে বলে জানা গেছে। প্রশাসনে রদবদল চলছে ব্যাপকভাবে।

ক্ষমতাচ্যুত সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা এবং তাঁর একাধিক মন্ত্রী ও ঘনিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়েছে। আরও মামলা প্রক্রিয়াধীন আছে বলে জানা গেছে। গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে তোলা হয়েছে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানকে। আদালত তাঁদের ১০ দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

এদিকে জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার উত্তাল বিক্ষোভ দমনে সংঘঠিত হত্যাকাণ্ড ও সহিংসতার তদন্ত করবে জাতিসংঘ। শিগগির একটি তদন্ত দল গঠন করে তাকে বাংলাদেশে পাঠাবে জাতিসংঘ। আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল গত মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, সহিংসতার তদন্ত জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে করার চেষ্টা চলছে। জাতিসংঘ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বিচারের সত্যিকারের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে দেশের তদন্ত দল কাজ করবে। তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের অধীনে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি, যাঁরা আদেশ দিয়েছেন, বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকে বিচারের আওতায় আনা সম্ভব।

বর্তমান সরকার পূর্বতন সরকারের প্রশাসনকে সরিয়ে নতুন করে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করছে। পাশাপাশি আগের সরকারের নানা অপকর্মের সাথে জড়িতদের বিচারের মুখোমুখি করার বিষয়টিও বিশাল কাজ। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সরকারের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা।

এসবের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আসলে কতদিন থাকবে বা থাকতে চায়? এই প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না। অথচ প্রথম দিন থেকেই সবাই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। যদিও বাংলাদেশের সংবিধানের কোনো আইনে এই সরকার এবং এর মেয়াদ সম্পর্কে কিছুই বলা নেই। যে কারণে সরকারের মেয়াদ নিয়ে চলছে নানা আলোচনা। এ বিষয়ে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলছেন, “নির্বাচন কমিশনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার করার জন্য যতদিন থাকার দরকার হবে, অন্তর্বর্তী সরকার ততদিন থাকবে।”

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের বক্তব্য, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ কতদিন, এ বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। যেহেতু গণঅভ্যুত্থানের ভিত্তিতে গঠিত একটি সরকার এবং অনেকগুলো সংস্কারের কথা আমরা বলেছি- সেগুলো আমাদেরকে করতে হবে।’

মেয়াদ যতদিনই হোক এক পর্যায়ে এসে গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সেটা যত দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্ভব, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি সুন্দর সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসার মাধ্যমে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে এই সরকারের মেয়াদ শেষ করব।’

গত সোমবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠকে বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্বাচন হলে তার সময়সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয় বলে মত দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে সাধারণ নির্বাচনের পর গঠিত সংসদে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেওয়া হবে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়সীমা তারা নিজেরাই নির্ধারণ করবে।

ইউনূস সরকারে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদের প্রশ্নটি উঠে এসেছে জাতিসংঘের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে। জাতিসংঘ মহাসচিবের উপমুখপাত্র ফারহান হক গত সোমবার এ বিষয়ে বলেন, জাতিসংঘ আশা করে, গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় দ্রুত একটি সময়সীমা জানানো হবে। তিনি বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি। আশা করছি, সরকার গঠনের জন্য একটি উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠায় দ্রুত একটি সময়সীমা জানানো হবে।’

আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বিবিসি বাংলাকে বলেন, “যখন ওনাদের মনে হবে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য পরিবেশ তৈরি হয়েছে তখন ওনারা নির্বাচনের ঘোষণা দেবেন। তার আগে এই সরকারের মেয়াদ নিয়ে কোনো ধারণা পাওয়া যাবে না।”

সাফল্যের বিকল্পহীন প্রত্যয়ে বাংলাদেশ!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আকাঙ্ক্ষা ধারণ করছে মানুষ।

১৯৭১ আর ২০২৪ সালের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঊষালগ্নে মানুষের প্রত্যাশা ছিল একটি ন্যায় ভিত্তিক রাষ্ট্রের। মানুষের এ প্রত্যাশা বারবার থমকে দাঁড়িয়েছে। এবার যদি ঘুরে না দাঁড়ায়, আবার যদি গণ প্রত্যাশা প্রতারিত হয়; বাংলাদেশ শুধু একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রই হবে না- ইতিহাসের এক নজিরবিহীন সহিংস জনপদ হিসেবে আমরা চিহ্নিত হয়ে থাকব।

এক ঐতিহাসিক বাস্তবতায় সংস্কারের দায়িত্ব পড়েছে কিছু মানুষের উপর। বাংলাদেশের ভাগ্য যে একজন মুহাম্মদ ইউনুস আমাদের অবশিষ্ট ছিলেন। যুব তরুণদের প্রত্যাশাকে ধারণ করে জীবনের এ পর্যায়ে এসে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্র সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করাটা একটা বিশাল ব্যাপার। তাঁর সাথে যুক্ত হওয়া মানুষগুলোকে আমরা জানি। একজন সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বা একজন আসিফ নজরুলকে আমরা জানি। এদের সততা, নিষ্ঠা আর দেশপ্রেম নিয়ে কারো কোনও প্রশ্ন নেই। ২০২৪ সালের গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত সরকারের এ মানুষগুলোর উপর নির্ভর করছে আগামীর বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ইতিহাসে সবচেয়ে কঠিন সময় পার করেছে দেশ গত ১৫ বছর। গণতন্ত্রের মানসকন্যা হিসেবে একসময় বাংলাদেশের মানুষের কাছে সমাদৃত শেখ হাসিনা দ্রুতই স্বৈরাচার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শুধু এশিয়ার নয়, সারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্বৈরাচার হিসেবে তাঁর এ উত্থান লজ্জাকর। ১৫ বছরে দেশের সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। দেশে এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে নিজের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের অন্ধ অনুচর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মাত্র কিছু অনুসারী নয়, বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে শেখ হাসিনা এক দেবতুল্য মানুষ। ছাত্র জনতার পতনের পরও এসব অনুসারীদের মধ্যে কোন ফাটল ধরতে দেখা যায়নি। দ্রুতই এরা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন বা করবেন।

আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতে হয়েছে, এক কাপড়ে দেশ থেকে পালিয়ে বাঁচলেও এখনও একজন দায়িত্বশীল মানুষ নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে দেখা যায়নি। আওয়ামীলীগের একজন নেতা কর্মিকেও বলতে শোনা যায়নি, আমাদের ১৫ বছরের কাজে কিছুটা ত্রুটি ছিল। এসব ত্রুটি সংশোধন করে জনগণকে নিয়ে রাজনীতি করার কথা তাদের মুখে শোনা যায়নি।

ভারতে বসে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন, আমেরিকা ষড়যন্ত্র করছে। আওয়ামীলীগের লোকজনও একই সুরে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব খোঁজে বেড়াচ্ছেন। একজন বিবেকবান লোকও হত্যাকাণ্ড, আয়না ঘর, বিচার বহির্ভূত হত্যা, দমন নিপীড়ন, দলীয়করণ, সমাজের বিভক্তি, বিচার বিভাগ থেকে সবকিছু ধ্বংস করা নিয়ে একটা শব্দও করতে দেখা যায়নি আওয়ামীলীগের কোন মহলকে।

বাংলাদেশের মানুষ একইভাবে আগের সরকারগুলোর অনিয়ম, অবিচারের কথাও ভুলে যায়নি। সদ্য সাবেক সরকারের কর্মের কাছে অন্যদের কর্মকাণ্ড ম্লান হয়ে পড়লেও অনাচারের প্রলম্বিত ইতিহাস কেউ ভুলে যায়নি। ১৯৯০ সালের স্বৈরাচারের পতনের পর ছাত্র জনতার আকাঙ্ক্ষার সাথে বেঈমানি করা হয়েছিল। একাত্তর পরিবর্তে বাংলাদেশে যখন জাতীয় সরকার গঠনের দাবি উঠেছিল, তখনও উপেক্ষিত হয়েছিল লড়াই করা প্রজন্ম। সাধারণ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে নিজেদের ক্ষমতা প্রাপ্তির সনদ মনে করেছিলেন রাজনীতির ক্রীড়নকরা। এর ধারাবাহিকতা আমরা নব্বইয়েও দেখেছি। বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজ কাঠামোতে বিরাজমান পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণেই এমনটি সম্ভব হয়েছিল। এবারও এর পুনরাবৃত্তি ঘটানোর চেষ্টা চলবে।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে জনমানুষের প্রত্যাশা বিরাট। সংস্কারের পথ দীর্ঘ ও কঠিন। যে জনজাগরণ স্বৈরাচারকে বারবার পরাভূত করতে পারে, তাদের কাছে সংস্কার কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। সংবিধানের বাধ্যবাধকতার কথা বলা হবে। চেনা প্রাতিষ্ঠানিকতার সীমাবদ্ধতার কথা বলা হবে। এসবকে সামাল দিয়ে রাষ্ট্রের সংস্কার করাটাই এখন জরুরি।

আমাদের যে প্রজন্ম দেশ স্বাধীন করেছিলেন, দেশ গঠনে তাদের ব্যর্থতার পাহাড়ে দাঁড়িয়ে নতুন প্রজন্ম ন্যায় ভিত্তিক সমাজের বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার এ চেতনাকে ধারণ করেই রাষ্ট্রের সংস্কার হবে। এ সংস্কারের জন্য আরও ত্যাগ তিতিক্ষার ডাক আসবে। আমাদের আজকের ত্যাগের বিনিময়ে একাত্তরের শহিদদের স্মৃতি সম্মান পাবে। স্বাধীন বাংলাদেশে একতা এবং ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যারা লড়াই করে নিজেদের জীবন দিয়েছে তাদের ত্যাগ মহিমান্বিত হবে।

২০২৪ সালের গণজাগরণে যে সব মানুষ জীবন দিয়েছেন, তাদের ঐতিহাসিক আত্মাহুতির প্রতি সম্মান জানিয়ে আসুন দেশ গড়ার কাজে সম্পৃক্ত হই। অপরাধকে অপরাধ হিসেবে দেখি। বিদ্বেষ নয়, ভালোবাসা দিয়ে সময়কে মোকাবেলা করি সোনালি আগামীর প্রত্যাশায়। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন দেখা বাংলার দুঃখী মানুষের প্রত্যাশায় দাঁড়ানো মানুষের এমন আর্তি যেন বিফলে না যায়। আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে আগামীদিনের সোনার বাংলাদেশের গড়ার প্রত্যয়ে শামিল হবো। উচ্ছল তারুণ্যের অবিনাশী আহ্বান বৃথা যাবে না, এমন আশাবাদই আজ দেশে বিদেশে ছড়িয়ে থাকা দল সাধারণ বাংলাদেশিদের।

পুলিশ স্কর্ট পেলেন খালেদা জিয়া

ঢাকা অফিস

গুলশানের বাসভবন ও চলাচলের সময় সার্বিক নিরাপত্তাসহ পুলিশ স্কর্ট সুবিধা পেয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়।

এতে বলা হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বর্তমানে অবস্থানকালীন, গুলশানস্থ বাসভবন ও চলাচলের নিমিত্ত পুলিশ স্কর্ট বরাদ্দসহ যথোপযুক্ত সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

গত জানুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচনে জয় নিয়ে টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় আসেন শেখ হাসিনা। তবে কোটা সংস্কার ঘিরে জুন মাসে শুরু হওয়া ছাত্র বিক্ষোভ জুলাইয়ের শেষ ও আগস্টের শুরুর দিকে ব্যাপক সরকারবিরোধী আন্দোলন রূপ নেয়। তীব্র গণ-আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের পরদিনই বেগম খালেদা জিয়ার দণ্ড মওকুফ করে মুক্তির নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি।

ঢাকার একটি বিশেষ আদালতে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার পর ২০১৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কারাগারে যান খালেদা জিয়া। হাইকোর্ট এই মামলায় পরের বছর ২০২১ সালের ৩০ অক্টোবর তাঁর আপিল খারিজ করে দেওয়ার পর তাঁর শাস্তি বাড়িয়ে ১০ বছর করে দেন। এর আগে, ২০১৮ সালের ২৯ অক্টোবর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ঢাকার আরেকটি বিশেষ আদালত খালেদা জিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করে। তখন তাঁকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দেওয়া হয়।

আনিসুল ও সালমান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হত্যা মামলায় গতকাল বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মামুনুর রশীদ তাঁদের এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

রিমান্ড শুনানিতে সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হকের পক্ষে কোনো আইনজীবী নিয়োগ দিতে দেওয়া হয়নি। তাঁদের দুজনকে লক্ষ্য করে পচা ডিম ও কাঁচা ডিম নিক্ষেপ করা হয়।

সালমান ও আনিসুলকে সন্ধ্যায় কড়া নিরাপত্তায় আদালতে হাজির করে শাহজাহান হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা নিউমার্কেট থানার উপপরিদর্শক সজীব মিয়া। দুই মিনিটের শুনানি শেষে আদালত তাঁদের

১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এই মামলার বাদী মোসাম্মৎ আয়শা বেগম। তিনি মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার বাসিন্দা ও নিহত শাহজাহানের মা।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার (ডিএমপি) মো. মাইনুল হাসান গণমাধ্যমকে জানান, সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হককে গত মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সহিংসতায় গত ১৬ জুলাই সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সামনে গুরুতর আহত হয়ে পড়েছিলেন শাহজাহান আলী। প্রথমে তাঁকে লোকজন ধানমন্ডির পপুলার হাসপাতালে নেন এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সন্ধ্যা ৭টার দিকে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসকেরা শাহজাহানকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই মামলার এজাহারে উল্লেখ আছে, কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে জামায়াত-শিবির ও বিএনপির কর্মীরা শাহজাহানকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে। এই মামলায়ই গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নেওয়া হলো আওয়ামী লীগের দুই নেতাকে।

সূত্র বলেছে, গ্রেপ্তারকালে আনিসুল হককে তল্লাশি করে ব্যাগে থাকা ১৭ হাজার ৫৯২ মার্কিন ডলার, ৭২৬ সিঙ্গাপুর ডলার, তাঁর নামের লাল রঙের কূটনৈতিক তিনটি পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়। সালমান এফ রহমানকে তল্লাশি করে ১২ হাজার ৬২৪ মার্কিন ডলার, ৬২০ সুইস ফ্রাঙ্ক, ৮ হাজার ৫০০ ইউএইর দিরহাম, উজবেকিস্তান মুদ্রা ১৩

> ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার (ডিএমপি) মো. মাইনুল হাসান গণমাধ্যমকে জানান, সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হককে গত মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

লাখ, ১১ হাজার ৬৫০ সৌদি রিয়াল, ৭৭৯ সিঙ্গাপুর ডলার, ১৫০ ব্রিটিশ পাউন্ড, ১ হাজার ৩২১ ইউরো, বাংলাদেশি টাকা ৫০ হাজারসহ বিভিন্ন দেশের মুদ্রা, তাঁর নামে পাঁচটি সবুজ পাসপোর্ট, লাল একটি কূটনৈতিক পাসপোর্ট ও একটি স্যাটেলাইট ফোন উদ্ধার করা হয়।

আনিসুল হক ও সালমানের পক্ষে কোনো আইনজীবী নিয়োগ দিতে দেওয়া হয়নি। দুজন আইনজীবী ওকালতনামায় স্বাক্ষর নিতে চাইলে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা তাঁদের মারধর করেন। তাঁদের মধ্যে আইনজীবী ফারুক আহমেদকে গুরুতর অবস্থায় কয়েকজন আইনজীবী সরিয়ে দেন।

আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানকে দেখার জন্য আদালত এলাকায় অসংখ্য মানুষ ভিড় করেন। বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা আদালতের সামনের রাস্তায় ও আদালতের ভেতরে অবস্থান নেন। তাঁদের অনেকের হাতে ডিম দেখা গেছে। আদালতে শুনানির আগে-পরে আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানের দিকে পচা ও কাঁচা ডিম ছুড়ে মারেন অনেকে। থুথু নিক্ষেপ করা হয়। অনেকে মারধরের চেষ্টা করেন। তবে পুলিশ ঠেকিয়ে দেয়।

গ্রেপ্তারের পর মঙ্গলবার মধ্যরাতে আনিসুল হক এবং সালমান এফ রহমানকে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়। তাঁদের গতকাল সকালে আদালতে নেওয়ার কথা থাকলেও উৎসুক জনতার ভিড়ের কারণে সন্ধ্যা ৬টার দিকে ডিবি কার্যালয় থেকে বের হয়। তাঁদের বহন করা মাইক্রোবাসের সামনে-পেছনে সেনাবাহিনীর চারটি জিপ ছিল। একটি প্রিজন ভ্যানও ছিল।

ডিবি সূত্রে জানা যায়, সালমান ও আনিসুল দিনভর ডিবিপ্রধানের কক্ষে ছিলেন। দুপুরে ডিবির ক্যানটিন থেকে দেওয়া খাবার খেয়েছেন।

GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office: 71-24 35th Avenue, Jackson Hts, NY 11372, Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
Bronx Office: 831 Burke Avenue, Bronx, NY 10467, Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
Yonkers Office: 558 E Kimball Ave, Yonkers, NY 10704, Ph: 718-844-4092, Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office: 180-15 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Ph: 718-785-6883, Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

আবু সাঈদ হলো মহাকাব্যের বীর, বিজয় রক্ষার দায়িত্ব তরুণদের

ঢাকা ডেস্ক

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, বর্তমানের এই বিজয় রক্ষার দায়িত্ব তরুণদের, তারুণ্যের শক্তির মাত্রা আন্দাজ করা যায় না।

১০ আগস্ট শনিবার দুপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এসময় তিনি বলেন, আবু সাঈদ হলো মহাকাব্যের চরিত্র। ভবিষ্যতে তাকে নিয়ে বহু কাহিনী ও মহাকাব্য রচনা হবে।

মতবিনিয়কালে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগসহ দেশের বিভন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় তারা রংপুর মেডিকেল কলেজসহ দেশের সকল মেডিকেল বিভাগের অভাবনীয় দূর্ণীতির বিষয়েও কথা বলেন।

এর আগে অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস আবু সাঈদের পরিবারের সাথে দেখা করেন। তখন তিনি বলেন, আমরা সবাই আবু সাঈদ। আবু সাঈদের মা সবার মা। এটা আবু সাঈদের বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশে কোনো ভেদাভেদ নেই।

১০ আগস্ট শনিবার বেলা ১১টার দিকে হেলিকপ্টারে ড. মুহাম্মদ ইউনূস রংপুরের পীরগঞ্জে যান। সেখানে আবু সাঈদের কবর জিয়ারত এবং বিশেষ মোনাজাতের পর তিনি আবু সাঈদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।

আবু সাঈদ

এটা আবু সাঈদের বাংলাদেশ, আবু সাঈদের মা সবার মা, কোনো ভেদাভেদ নেই

এর আগে শনিবার সকালে হেলিকপটারযোগে পীরগঞ্জের জাফরপাড়া বাবনপুর গ্রামে যান ড. ইউনূস। সেখানে তিনি বলেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এটা আবু সাঈদের বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশে কোনো ভেদাভেদ নেই। আমরা সবাই আবু সাঈদ। আবু সাঈদের মা সবার মা।

১০ আগস্ট শনিবার সকালে হেলিকপটারযোগে পীরগঞ্জের জাফরপাড়া বাবনপুর গ্রামে যান ড. ইউনূস। এরপর কোটা সংস্কার আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদের বাড়িতে যান তিনি। সেখানে আবু সাঈদের কবর জিয়ারতের পর কথা বলেন তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে।

এ সময় প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, এখানে যারা আছে (আবু সাঈদের পরিবার) তাদের রক্ষা করতে হবে। তার মা আছে, বোন আছে, তাদের রক্ষা করতে হবে।

এদিকে শুক্রবার থেকেই ড. ইউনূসের আগমন ঘিরে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে ওই এলাকায়। সেনাবাহিনীর সদস্যসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অন্য সদস্যরা সেখানে অবস্থান করছেন। তবে পুলিশের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়নি।

কবর জিয়ারত ও আবু সাঈদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলা শেষে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন তিনি। এরপর রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত রোগীদের দেখতে যাবেন ড. ইউনূস।

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

Wasi Choudhury & Associates LLC
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
SERVICES
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
■ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member: naea NYSSEA
Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

বাড়ি বিক্রয়!

ব্রঙ্কস এলাকায় দুই ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রয় করা হবে।

লোকেশন

ক্যাসেল হিল এভিনিউ, জেরেগা এভিনিউ, মরিস পার্ক এবং পেলাম পার্কওয়ে। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্রে। বাংলাদেশী সুপার মার্কেট, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল খুব নিকটে।

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :

আলি: 917-442-8648

জব জবহেল্প জব

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি, এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই ,টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:

১।পোস্টাল জব (USPS)---(শনিবার—বৃহস্প তিবার)---------- (স:১০টা --বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ---------------------------রবিবার ------------(বি: ২টা --বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ---------------------মঙ্গলবার -------------(দু:১২টা --বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ------------------ ------শনিবার-------------(বি:৩ টা ---বি: ৫টা)
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)----------------(স: ১০টা --বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(নায়গ্রাফলস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):

১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘন্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘন্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্ধ্বসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প "সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সসেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্টান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: **917-500-3937** Off: PH/FAX: **917-300-6160**

148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মের্সি

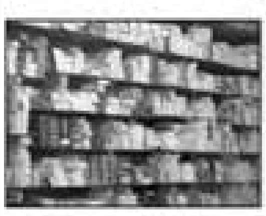

(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care

আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার	পায়ের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD	Dr. M Nayeem
Cardiologist	Podiatric Surgeon

- Complete Physical & Follow up
- DMV/TLC, School Physical
- Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
- Blood, Urine Test, EKG
- Immigration Physical
- Podiatric Surgery
- COVID Test & COVID Vaccine
- All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

সিলেটের দেয়ালগুলো রংতুলিতে রাঙাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা

সিলেট প্রতিনিধি

কিছুদিন আগেই রক্ত দিয়ে রাজপথ রাঙিয়েছেন যারা, সেই শিক্ষার্থীরাই এখন রং-তুলিতে দেয়াল রাঙাচ্ছেন। সিলেটের দেয়ালে দেয়ালে গ্রাফিতি আঁকছেন বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন নিয়ে সিলেট নগরের বিভিন্ন এলাকায় তিন দিন ধরে দেয়ালে গ্রাফিতি এঁকে চলেছেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরাসহ বিভিন্ন বয়সের ছেলে–মেয়েরা এসব গ্রাফিতি আঁকছেন। রংতুলি হাতে দেয়ালে দেয়ালে সাম্প্রতিক আন্দোলনের নানা স্লোগান ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁরা। মূলত জুলাই আন্দোলনের চিত্র আর ভবিষ্যত বাংলাদেশের রূপকল্প তুলে ধরা হচ্ছে এসব গ্রাফিতিতে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহতদের ছবিও স্থান পাচ্ছে দেয়ালচিত্রে।

৯ আগস্ট শনিবার সকাল থেকেই নগরের বিভিন্ন এলাকার দেয়ালে শিক্ষার্থীদের দেয়ালচিত্র আঁকতে দেখা যায়। দলে দলের ভাগ হয়ে তারা রং-তুলিতে রাঙিয়ে তুলছেন নগরের দেয়াল।

সিলেটের বসাবসরত বিভিন্ন বয়সের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নেন।

শিক্ষার্থীরা বলেন, নতুন করে দেশ গড়ার প্রত্যয় তরুণদের। পুরো দমে দেশ সংস্কার করতে হবে বলে মনে করেন তারা। গত কয়েকদিন দেশে যে সহিংসতা হয়েছে, তা ভুলে গিয়ে এগিয়ে যেতে চান।

সিলেটের শহরের স্টেডিয়াম এলাকা, রিকাবীবাজার চৌহাট্টা, বন্দরবাজার, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, নয়াসড়ক এলাকায় সড়কের পাশে সব দেয়াল রং-তুলিতে শিক্ষার্থীরা রাঙিয়ে তুলেছেন। সড়কের মাঝখানেও এঁকেছেন নানা আল্পনা।

শিক্ষার্থীদের এমন শিল্পকর্ম নজর কেড়েছে সাধারণ পথচারীদের। অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন তাদের নানামুখী সৃজনশীল কর্মযজ্ঞ। এর মধ্যে রয়েছে একতাই বল, বীর বাঙালির অহঙ্কার, বাংলাদেশের মানচিত্র, সংগ্রাম, ঐক্য, দুর্নীতি, প্রাণ প্রকৃতি বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের একাধিক মুহূর্তসহ নানা বিষয়।

গ্রাফিতিতে ফুটে তুলেছেন জুলাই আন্দোলনের চিত্রসহ ভবিষ্যতের স্বপ্নলিপি

শিক্ষার্থীরা জানান এই আন্দোলন ছাত্রদের সাথে। সাধারণ মানুষও যুক্ত হয়েছিলেন। নগরের দেয়ালগুলোতে নানা ধরনের লেখা ছিল, যা দৃষ্টিকটু ও সমীচীন নয়। তাই এসব লেখা মুছে নতুন করে রাঙানোর কাজ করছেন তারা। যাতে পথচলতি শিশু-কিশোর থেকে বয়স্ক সবাই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি ভুলে না যান, সেজন্য গ্রাফিতি আঁকছি।

শিক্ষার্থীদেরকে অভিভাবক, সাধারণ মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহায়তা করছেন এই দেয়াল চিত্র অঙ্কনে।

হিন্দু মহাজোটের সঙ্গে ইসলামী আন্দোলনের মতবিনিময়

ঢাকা অফিস

দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংসতা রুখে দিয়ে দেশের সব নাগরিককে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সব নাগরিকের সাম্য ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। সম্প্রতি মন্দিরে হামলার যেসব ঘটনা ঘটেছে, তার অধিকাংশ রাজনৈতিক কারণে ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে পুরানা পল্টনের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ইসলামী আন্দোলন ও বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেছেন দুই দলের নেতারা।

সভায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেন, 'আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সব সময় ছিল। আমার দাদাজান হিন্দুদের জন্য মাদ্রাসা ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমরা চাই হিন্দুদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক অব্যাহত থাকবে। সব নাগরিকের সাম্য ও মানবিক মর্যাদা থাকতে হবে। ধর্মবর্ণ বাদ দিয়ে সবাই মিলে আমরা হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করে বলব, আমরা সবাই এক ও অভিন্ন।'

দলের মহাসচিব মাওলানা ইউনুছ আহমাদ বলেন, 'চরমোনাই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এছহাক (রহ.) মুক্তিযুদ্ধের সময় হিন্দুদের আশ্রয় দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিলেন।'

দলের মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, 'প্রকাশ্য দিবালোকে বিশ্বজিৎ হত্যা ও নাসিরনগরে হিন্দুদের ওপরে জুলুম–নির্যাতনের বিষয়ে ভারত, মোদি সরকার এবং তাঁদের মিডিয়া টুঁ শব্দ করেনি। অথচ এখন নিজেদের স্বার্থে মিথ্যা প্রচার করছে।'

অন্যদিকে জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সভাপতি অ্যাডভোকেট নির্মলেন্দ রায় বলেন, 'ইসলামে বলা হয়েছে, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে সমান অপরাধ। অমুসলিমদের নিরাপত্তা দেওয়া মুসলমানদের দায়িত্ব। আমরা হঠাৎ এ দেশে আসিনি, এ দেশের সন্তান আমরা।'

এ সময় তিনি হিন্দুদের নিরাপত্তায় যারা পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

সংগঠনের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক বলেন, 'স্বৈরাচারী সরকার দেশকে বাবার সম্পত্তি মনে করেছিল। সর্বশেষ দুটি নির্বাচনে সাধারণ মানুষ কোনো ভোট দেয়নি। সব মন্দিরের কমিটি আওয়ামী লীগের লোক দিয়ে করেছে। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন দেখানোর জন্য কিছু ঘটনা ঘটানো হয়েছে। আওয়ামী লীগের দ্বন্দ্বে মন্দিরে হামলা জ্বালাও–পোড়াও হয়েছে। ৫ আগস্টের পরেও ম্যাসাকার করার জন্য আওয়ামী লীগ অপচেষ্টা চালিয়েছে।'

জিহাদের ছবি নিয়ে কেঁদেই চলেছেন মা

ঢাকা অফিস

কোটা বিরোধী আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত জিহাদ হোসেন (২৫)কে হারিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন তার মা শাহিনুর বেগম। ছেলের ছবি বুকে চেপে কেঁদেই চলছেন তিনি। কান্না যেন থামছেই না তার। জিহাদের কথা বলতে গিয়ে বার বার কান্নায় ভেঙে পড়ছেন বাবা নুরুল আমীম। ছোট ভাইকে হারিয়ে বুকফাটা আর্তনাদ করছেন বড় ভাই জিন্নাত মোল্লা ও দুই বোন জান্নাতুল ও জয়নব। জিহাদ পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলা সদরের মোল্লাপট্টি এলাকার নুরুল আমিন মোল্লা ও শাহিনুর বেগমের ছেলে।

দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে জিহাদ ছিলেন সবার ছোট। তাই পরিবারের সবার কাছে সে ছিল আদরের। ঢাকার যাত্রাবাড়ী কোনাপাড়া এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থেকে সরকারি কবি নজরুল কলেজে ইতিহাস বিভাগে স্নাতকোত্তরে অধ্যায়নরত ছিলেন জিহাদ। তার মা শাহিনুর বেগম আদরের ছোট ছেলেকে হারিয়ে পাগলপ্রায়। সন্তানের ছবি শাড়ির আঁচলে মুছে বার বার বুকে জড়িয়ে অসহায়ের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বিলাপ করছেন।

সন্তানকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল পরিবারের। তার এমন অকাল মৃত্যুতে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে পরিবারটির। জিহাদের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯শে জুলাই শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৩টায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় দনিয়া কলেজ ও কাজলা ফুটওভার ব্রিজের মাঝামাঝি রাস্তায় বুকের ডান পাঁজরে গুলিবিদ্ধ হন জিহাদ। গুরুতর আহত অবস্থায় সহপাঠী ও বন্ধুরা তাকে উদ্ধার করে ওই এলাকার সালমান হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিহাদকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে ভর্তির কিছুক্ষণ পর বিকালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি। ঢামেক হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে পরের দিন শনিবার (২০শে জুলাই) রাত সাড়ে ৯টার লাশ বহনকারী এম্বুলেন্সযোগে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় আবৃত কফিনে জিহাদের মরদেহ দশমিনা উপজেলা সদরের মোল্লাপট্টি এলাকায় নিজ বাসভবনের সামনে এসে পৌঁছালে সেখানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

পরে ২১শে জুলাই রোববার ভোরে দশমিনা সদর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় চত্বরে জিহাদের জানাজার নামাজ শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জিহাদ দশমিনা সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ২০১৬ সালে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি ও রাজধানীর ওয়ারী এলাকায় স্যার সলিমুল্লাহ কলেজ থেকে ২০১৮ সালে এইচএসসি পাস করে সরকারি কবি নজরুল কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন এবং একই কলেজে ওই বিষয়ে স্নাতকোত্তরে ভর্তি হন।

জিহাদের বাবা নুরুল আমিন মোল্লা বলেন, আমার ছেলে মেধাবী ছিল। আমার ছেলেকে যারা খুন করেছে আমি তাদের বিচার দাবি করছি।

সৌজন্যে: মানবজমিন

২৭ আগস্ট বিএএসজের ব্যাক টু স্কুল প্রোগ্রাম

সুব্রত চৌধুরী

আটলান্টিক সিটিতে আগামী ২৭ আগষ্ট, মংগলবার বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জারসির উদ্যোগে "ব্যাক টু স্কুল প্রোগ্রাম" এর আয়োজন করা হয়েছে। ওইদিন বিকেল পাঁচটায় আটলান্টিক সিটির ২৭০৯ ফেয়ারমাউনট এভিনিউর বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে ব্যাক টু স্কুল প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে।

"ব্যাক টু স্কুল প্রোগ্রাম" এর আওতায় "আগে আসলে আগে পাবেন" ভিত্তিতে আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন স্কুলে অধ্যয়নরত বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন কমিউনিটির ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে স্কুল ব্যাগ ও স্কুল সামগ্রী বিতরণ করা হবে।

এই আয়োজন প্রসংগে বিএএসজে সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল জানান,দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে তাদের এই প্রয়াস কমিউনিটির লোকজনের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব করবে। বিএএসজে সাধারন সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা

জানান, তাঁরা পাঁচশতেরও অধিক ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে স্কুল ব্যাগ ও স্কুল সামগ্রী বিতরণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

১৫ আগস্টের সাধারণ ছুটি বাতিল

ঢাকা অফিস

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৫ আগস্টের সাধারণ ছুটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় উপদেষ্টাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাসভবনে এক সেনা অভ্যুত্থানে পরিবারসহ নিহত হন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে সময় তার দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দেশে না থাকায় তারা প্রাণে বেঁচে যান।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর ২৩ বছর পর ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। এ সময় প্রথম ১৫ আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস এবং সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এরপর ২০০১ সালে বিএনপি সরকার গঠন করলে তা বাদ দেওয়া হয়। আবার ২০০৯ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় মেয়াদে সরকারে আসলে ১৫ আগস্টে জাতীয় শোক দিবস ফিরিয়ে আনে। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনকে একটি জাদুঘরে রূপ দেওয়া হয়।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র জনতার গণ আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে তার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান হয়। এরপরপরই ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর জাদুঘরে আগুন দিয়ে ধ্বংস করা হয়।

এছাড়াও সভায় ছাত্র জনতা গণ আন্দোলনে নিহতদের জন্য শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসা এবং শহীদদের পরিবারকে সহায়তা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে তাদের তালিকা তৈরির নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগে গভর্নর পদে থাকার সর্বোচ্চ সীমা ছিল ৬৭ বছর। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আর এই বয়সসীমা থাকল না।

বস্তায় বস্তায় ঘুস বাণিজ্যের অভিযোগ সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামালের বিরুদ্ধে

দুদকের অভিযোগ

নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও বিভিন্ন কাজের কমিশন বাবদ হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে কামাল-হারুন সিন্ডিকেট।

ঢাকা ডেস্ক

বস্তায় বস্তায় ঘুস বাণিজ্যের অভিযোগ, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামালসহ ছয়জন দুদকের জালে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বিভিন্ন কায়দায় ঘুস লেনদেন ও নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ ৬ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বৃহস্পতিবার সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উপ-পরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে একটি অনুসন্ধান টিম। দুদকের উপ-পরিচালক (জনসংযোগ) মো. আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সিন্ডিকেটের অন্য সদস্যরা হলেন-স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত একাধিক মন্ত্রীর পিএসের দায়িত্ব পালন করা বহুল আলোচিত অতিরিক্ত সচিব হারুন অর রশিদ বিশ্বাস, যুগ্মসচিব ধনঞ্জয় কুমার দাস, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোল্লা ইব্রাহিম হোসেন, সহকারী একান্ত সচিব মনির হোসেন এবং জনসংযোগ কর্মকর্তা শরীফ মাহমুদ অপু।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কাছে অভিযোগ আছে-সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই বেশুমার ঘুস বাণিজ্যে মেতে ওঠেন। কথিত আছে ঘুস হিসাবে তিনি বস্তাভর্তি টাকা নিতেন। পুলিশ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও ফায়ার সার্ভিস থেকে এই টাকা আদায় করে পৌঁছে দেওয়া হতো ধানমন্ডি ও ফার্মগেটের বাসায়। প্রতি রাতে এসব সংস্থার কর্মকর্তাদের আনাগোনা ছিল তার বাসায়।

তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব ড. হারুন অর রশীদ বিশ্বাসের নেতৃত্বে এই সিন্ডিকেট গড়ে তোলা হয়েছিল। সিন্ডিকেটের অন্য ধনঞ্জয়, মনির হোসেন,

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল

ঘুসের টাকার বড় অংশ বিদেশে পাচার করা হয়েছে। জেলায় পুলিশ সুপার নিয়োগে সর্বনিম্ন ৮০ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা পর্যন্ত নিত এই চক্র। এই সিন্ডিকেটের আশীর্বাদ ছাড়া পুলিশের কেউ কোনো জেলায় বা গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন পেতেন না।

শরীফ মাহমুদ অপু, মোল্লা ইব্রাহিম হোসেনের মাধ্যমে ঘুসের টাকা লেনদেন করতেন।

নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও বিভিন্ন কাজের কমিশন বাবদ হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই কামাল-হারুন সিন্ডিকেট। হারুন অর রশীদ অবসরে যাওয়ার পরও এই সিন্ডিকেট ছাড়েনি।

ঘুসের টাকার বড় অংশ বিদেশে পাচার করা হয়েছে। জেলায় পুলিশ সুপার নিয়োগে সর্বনিম্ন ৮০ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা পর্যন্ত নিত এই চক্র। এই সিন্ডিকেটের আশীর্বাদ ছাড়া পুলিশের কেউ কোনো জেলায় বা গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন পেতেন না।

দুদক অভিযোগ পেয়েছে, ২০২২ সালের ৩০ জুন গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) কমিশনার হিসাবে নিয়োগ পান ডিআইজি মোল্ল্যা নজরুল ইসলাম। পাঁচ কোটি টাকার বিনিময়ে মোল্ল্যা নজরুলকে গাজীপুরের কমিশনার হিসাবে পদায়ন করা হয়।

এর মাস খানেক আগে হারুন অর রশীদ বিশ্বাসের কাছে ৫ কোটি টাকার একটি চেক দেন মোল্ল্যা নজরুল। পরবর্তী সময়ে গাজীপুরের কমিশনার হিসাবে নিয়োগের পর হোটেল ওয়েস্টিনে হারুন অর রশীদের কাছে নগদ ২ কোটি টাকা দেন তিনি। এ সময় আগের দেওয়া চেকটি ফেরত নিয়ে মোল্ল্যা নজরুল ৩ কোটি টাকার আরেকটি চেক দেন। পরে বাকি টাকাও দেওয়া হয়। এসব টাকা বস্তায় ভরে পৌঁছে দেওয়া হতো আসাদুজ্জামান খান কামালের ফার্মগেটের বাসায়।

সূত্র জানায়, এনজিওর 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' বা 'এনওসি' দিতে গিয়ে প্রতি সংস্থা থেকে ৮০ লাখ থেকে ১ কোটি টাকা নিত কামাল সিন্ডিকেট। এর মধ্যে ২০১৮ সালে রাজধানীর উত্তরা এলাকার একটি উন্নয়ন সংস্থার এনওসি নিতে গেলে বিপত্তি শুরু হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। এর আগে পুলিশের বিশেষ শাখা, জেলা প্রশাসক, এনএসআই ইতিবাচক প্রতিবেদন দাখিল করে।

তারপরও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অদৃশ্য কারণে ফাইলটি মাসের পর মাস আটকে রাখে। বাধ্য হয়ে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচনের আগে মন্ত্রীকে ৮৫ লাখ টাকা দেওয়া হয়। ফার্মগেট এলাকায় কামালের বাসার সামনে টাকার ব্যাগটি দেওয়া হয় তার পরিবারের এক সদস্যের কাছে।

আরও অভিযোগ আছে, ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্সে কোনো সার্কুলার হলেই মন্ত্রীর দপ্তর থেকে একটি তালিকা পাঠানো হতো। তালিকাভুক্তদের নিয়োগ দিতে ফায়ার সার্ভিসকে বাধ্য করা হতো। ২০২৩ সালের ২ অক্টোবর ফায়ার সার্ভিসে ৫৩৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৪৩৬ পুরুষ ফায়ার ফাইটার, ১৫ জন নারী ফায়ার ফাইটার ও ৮৪ জন গাড়িচালক ছিলেন।

নিয়োগ কার্যক্রমের শুরুতেই মন্ত্রীর দপ্তর থেকে ২৫০ জনের একটি তালিকা পাঠানো হয় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে। সাবেক এই মন্ত্রীর নির্দেশে সেই তালিকা অনুযায়ী নিয়োগ দিতে বাধ্য হয় ফায়ার সার্ভিস। নিয়োগের জন্য জনপ্রতি ৮-১২ লাখ টাকা নেয় সিন্ডিকেট সদস্যরা।

সৌজন্যে : যুগান্তর

শেখ হাসিনাকে নিয়ে মহাসংকটে ভারত

এএফপির বিশ্লেষণ

ঢাকা ডেস্ক

স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতনে ঢাকায় উৎসব দেখা দিয়েছে। তবে এ ঘটনা প্রতিবেশী ভারতে শঙ্কার তৈরি করেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী চীনকে মোকাবিলা করতে এবং ইসলামঘেঁষা বিকল্পকে রোধ করতে শেখ হাসিনাকে সমর্থন করেছিল নয়াদিল্লি। বিশ্লেষকরা বলছেন, এটি আঞ্চলিক শক্তিধর দেশটির জন্য একটি কূটনৈতিক সংকট তৈরি করেছে। ১০ আগস্ট শনিবার বার্তা সংস্থা এএফপির বিশ্লেষণে এসব কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস বৃহস্পতিবার ক্ষমতা গ্রহণের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে 'শুভেচ্ছা' জানিয়ে বলেছেন, নয়াদিল্লি ঢাকার সঙ্গে কাজ করতে 'প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'। চীনও ঢাকার নতুন কর্তৃপক্ষকে স্বাগত জানাতে তৎপর ছিল এবং বলেছে, বেইজিং সম্পর্কের 'উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়'।

তবে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের বিশ্লেষক থমাস কিন বলেছেন, 'বাংলাদেশিদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত কয়েক বছর ধরে ভুল পথে রয়েছে। ভারত সরকার ঢাকায় একেবারেই কোনো পরিবর্তন দেখতে চায়নি এবং বছরের পর বছর ধরে এটা পরিষ্কার করে দিয়েছিল, তারা হাসিনা ও আওয়ামী লীগের কোনো বিকল্প দেখছে না।'

শেখ হাসিনা বেইজিংয়ের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রেখেই নয়াদিল্লির সমর্থন পেয়েছেন এবং উভয় দেশের সঙ্গে সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করেছেন।

বাংলাদেশের বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলোকে সাধারণ হুমকি হিসেবে দেখেছিল নয়াদিল্লি। এই সুযোগে শেখ হাসিনা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্মমভাবে দমন করেছেন।

ওয়াশিংটনভিত্তিক উইলসন সেন্টারের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান বলেছেন, 'নয়াদিল্লি মনে করে, শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের বিকল্প শক্তি ভারতীয় স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। নয়াদিল্লির দৃষ্টিতে বিএনপি এবং তার মিত্ররা বিপজ্জনক ইসলামী শক্তি, যা ভারতীয় স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।'

শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। এটা নয়াদিল্লি ও ঢাকার মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, বাংলাদেশ নিয়ে নয়াদিল্লি এখন 'প্রবল কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জের' মুখোমুখি হচ্ছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্র সতর্ক করে দিয়েছে, 'নয়াদিল্লিকে অবশ্যই ক্ষয়ক্ষতি সীমিত করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে এবং সম্পর্কের উচ্চ অংশীদারি নিশ্চিত করতে হবে। এতে কিছু স্বল্পমেয়াদি বিপত্তি দেখা দিতে পারে।'

তবে বাংলাদেশের নতুন নেতা ড. ইউনূস বন্ধুত্বের বার্তা দিয়েছেন। শপথ নেওয়ার আগে ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিনে তিনি লিখেছেন, 'যদিও কিছু দেশ, যেমন– ভারত, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করেছে এবং এর ফলে বাংলাদেশি জনগণের শত্রুতা অর্জন করেছে। তবে এই ধরনের তিক্ততা সারানোর অনেক সুযোগ থাকবে।'

বিবিসির বিশ্লেষণ: বিবিসি বাংলার শুভজ্যোতি ঘোষ লিখেছেন, ৫ আগস্ট বিকেলে ঢাকায় ভারতের সাবেক এক হাইকমিশনারের কাছে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, শেখ হাসিনার ঢাকা ছাড়ার বিষয়ে তিনি জানেন কিনা? ওই কূটনীতিক জবাব দেন, 'তিনি যেখানে খুশি যান, ভারতে না এলেই হলো।'

দিল্লির থিঙ্কট্যাঙ্ক আইডিএসএর সিনিয়র ফেলো স্মৃতি পট্টনায়কও বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, শেখ হাসিনা যদি ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চান, তাহলেও উচিত হবে না সেটা মঞ্জুর করা।' তাঁর যুক্তি, বাংলাদেশে সম্প্রতি সরকারের বিরুদ্ধে যে তীব্র আন্দোলন হয়েছে, তাতে ভারত বিরোধিতাও যুক্ত ছিল। ফলে শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিলে বাংলাদেশের মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাবে।

JACKSON HEIGHTS ELAKABSAHI
JHE
SINCE: 2003

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস

১৫ আগস্ট ২০২৪, বৃহস্পতিবার

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর
বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়

দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ

স্থান: ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট (নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে), সময়: দুপুর ৪টা থেকে রাত ১০টা

সভাপতি
সাকিল মিয়া

আহ্বায়ক
মীর নিজামুল হক

সদস্য সচিব
মামুন মিয়াজী

সাধারণ সম্পাদক
মো. আলম নমি

যুগ্ম আহ্বায়ক: আলমগীর হোসেন, মিয়া মোঃ দুলাল, আব্দুল মালেক ও আব্দুল হাদি, পরিচালনায়: শাহ নেওয়াজ যুগ্ম সদস্য সচিব: ডিউক খান ও মোঃ মাহবুব রহমান

তত্ত্বাবধানে: শাহ জে চৌধুরী প্রধান সমন্বয়কারী: মইনুল ইসলাম প্রধান পৃষ্ঠপোষক: আসেফ বারী টুটুল

চেয়ারম্যান: আশরাফ চৌধুরী খোকন চেয়ারপারসন: হারুন ভূঁইয়া, কো-চেয়ারপারসন: সাখাওয়াত বিশ্বাস
পৃষ্ঠপোষক: ফাহাদ সোলায়মান, নুরুল আজিম, তারেক হাসান খান, এটর্নি মঈন চৌধুরী, জেড আর চৌধুরী (লিটু), ও আহসান হাবিব

সহযোগিতায়: মঈনুল ইসলাম, শাহ জে চৌধুরী, বারী হোম কেয়ার, আশরাফুল আলম খোকন, ডেরা রেস্টুরেন্ট, মেসবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণ, ডা. ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, সি কে (অভি), মনসুর চৌধুরী, প্রিমিয়াম সুইটস, বেঙ্গল হোম কেয়ার, সারা হোম কেয়ার, রেজা রশীদ, মামা'স রেস্টুরেন্ট, নুরুল আমিন বাবু, নুরুজ্জামান সরদার, ফরহাদ রেজা, নিলুফা শিরিন, হাসান জিলানী, মোহাম্মদ আলী, মোঃ কে. ভুইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আক্তার ভুইয়া, আকতারুর রহমান মামুন, রনি, মোঃ কামরুজ্জামান, মোঃ জাহিদ মিয়া, মোঃ নাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, মফিজুর রহমান, জেবিবিএ, হাসান মাহমুদ সোহেল, মোঃ লুৎফুর রহমান চুন্নু, মোঃ আশরাফুল আজিজ, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুর রহিম ভূঁইয়া, মোঃ আবু তাহের, মোঃ আনোয়ার হোসেন (অনু), আহাদ ভূঁইয়া, ডা. তৌহিদ শিবলী ও গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার।

সার্বিক সহযোগিতায়: কবির চৌধুরী জগী, মোঃ মানিক বাবু, শেখ নোমান পলাশ, কামরুজ্জামান বকুল, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান, শামস জনি, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, আলমগীর খান আলম, মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুক্তা মিয়া, গোপাল সান্যাল, ওয়াসীম, নান্টু মিয়া, গনেশ কীর্তনীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন ও মতিন।

উপদেষ্টা পরিষদ: শাহ নেওয়াজ (প্রধান উপদেষ্টা), মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, মহসিন ননী, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদীপ সাহা, কাজী শামসুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, মোঃ পিয়ার, মোল্লা মাসুদ, রফিকুল আহমেদ, ইকতারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, বিদ্যুৎ দাস, জে মোল্লা সানি, এলিন রহমান, দেবাশীষ দাস বব, শফিউদ্দিন মিয়া, শাহাদাৎ হোসেন।

ফটোগ্রাফি: নিহার সিদ্দিকী

আয়োজনে-
জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

কানেকটিকাটে আরও একটি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাটে প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ীর নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করলেন স্টেট সিনেটরসহ মার্কিন প্রতিনিধিরা। ৮ আগস্ট স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশি মালিকানাধীন মীর সাব্বির আহমেদের নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সোনিক-সেভেন ইলেভেন উদ্বোধন করেন কানেকটিকাটের ষ্টেট সিনেটর জুলি কুশনার। স্টেট রিপ্রেজেন্টেটিভ মিশাল কুক ও টোরিংটন মেয়র এলিনর কার্বন এসময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনকালে স্টেট সিনেটর জুলি কুশনার বলেন, বাংলাদেশি মালিকানাধীন এ ধরনের একটি ব্যবসা উদ্বোধন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। টোরিংটন সেভেন ইলেভেন উদ্বোধন করতে এসে স্কুল জীবনের কথা মনে পড়ে গেল। স্কুলের দুপুরের খাবারের সময় পার্শ্ববর্তী সেভেন ইলেভেন দল বেধে ছুটে যেতাম। সেখানে গিয়ে নানা ধরনের খাবার কিনে খেতাম। আজকে এই শহরে ২৪ ঘন্টার জন্য এ দোকান উদ্বোধন করতে পেরে নিজেকেই ধন্য মনে করছি। তিনি বলেন আমার সাথে স্টেটের আরও অনেক কর্মকর্তারাই উপস্থিত আছেন। আগামীতে প্রবাসীরা এ ধরনের ব্যবসার সম্প্রসারন বৃদ্ধি করে এ অঙ্গরাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করেবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। কানেকটিকাটে বাংলাদেশিদের যে কোন সমস্যা দেখা দিলে তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন বলেও প্রবাসীদের জানান সিনেটর জুলি কুশনার।

সোনিক-সেভেন ইলেভেনের কর্ণধার মীর সাব্বির আহমেদ বলেন, এএনজি পেট্রোলিয়াম দ্বারা সরবরাহকৃত সুনোকো গ্যাসসহ এটি একটি দ্বিতীয় ভ্রমণ প্লাজা। এর আগে ২০২০ সালে মিলফোর্ড স্টেট অফ দ্য আর্ট ৬ হাজার ৫শত বর্গফুট ব্র্যান্ডের নতুন ভবনে প্রথম প্লাজা চালু করা হয়। কানেকটিকাটে একমাত্র বাংলাদেশি মালিকানাধীন গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর এবং চার্জ পয়েন্ট ইভি চার্জিং স্টেশন ও ড্রাইভ থ্রু সোনিক-সেভেন ইলেভেন সব এক জায়গায়।

তিনি বলেন, আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেমন বাড়ছে ঠিক তেমনি এখানে প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশিও কর্মসংস্থান হচ্ছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরে নিজেই আনন্দিত বোধ করছি।

সাব্বির উল্লেখ করেন, ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে করোনা মহামারিতে যখন প্রতিদিনেই হাজার হাজার মানুষ চাকুরি হারাচ্ছিলেন ঠিক তখনই নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নতুন ৬০টি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছিলাম ‘রুট সেভেন ট্রাভেল প্লাজা’ নামের অন্য একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। এ বিষয়টি মুলধারার রাজনীতিবিদদের নজর কেড়েছে। ফলে তার আমন্ত্রণে মার্কিন সিনেটর (কানেকটিকাট) রিচার্ড ব্লুমেন্থাল প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করতে সম্মত হয়েছেন।

আগামীতে অন্যান্য শহরেও পর্যাক্রমে একই ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করা হবে। এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে বলে উল্লেখ করেন মীর সাব্বির।

তালেবান শাসনের তিন বছর পূর্তি উদযাপন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আফগানিস্তানে শাসনের তিন বছর পূর্তি উদযাপন করেছে তালেবান। গতকাল বুধবার শত শত আফগান জনগণ ও তালেবান যোদ্ধারা রাজধানী কাবুলে রাস্তায় নেমে আসে।

যুদ্ধে ব্যবহৃত ঘরে তৈরি বোমা, যুদ্ধবিমান এবং সামরিক কুচকাওয়াজের মাধ্যমে এই বর্ষপূর্তি উৎসব করে শাসকগোষ্ঠীটি। এ সময় কাউকে কাউকে ‘আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ’ এবং ‘আমেরিকার পতন হোক’ বলতে শোনা যায়।

তালেবান প্রশাসনের জন্য আনন্দ প্রকাশ করার সময় কিছু মানুষ তাদের দেশের জন্য ভালো কাজের পরিবেশ চান। একজন আফগান বাসিন্দা বলেন, ‘আমাদের দেশে কোন কর্মসংস্থান নেই, অনেক লোক বেকার। অনেকে ইরান ও পাকিস্তানে পাড়ি জমাতে বাধ্য হচ্ছে। যদি দেশে ভালো চাকরির সুযোগ থাকে, তাহলে কেউ বাইরে যেতে চাইবে না।’

তিন বছর পূর্তি উদযাপন করেছে তালেবান। ছবি: এক্স

মার্কিন সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ২০০১ সালে আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের পতন হয়েছিল। এর ঠিক ২০ বছর পর ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তান ছাড়ে। দেশটি তখন তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্থ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

বারী সুপার মার্কেট
WE CARE FOR YOUR NEEDS
বারী হোম কেয়ার
Your Health Our Care
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
HALAL FOOD
حلال
HALAL FOOD
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
, নিউ ইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
, আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
, আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।
, হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
, কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
, আমরা মেডিকেইড/ প্লান/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণ করি
BARI SUPERMARKET
ria
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
Asef Bari (Tutul)
C.E.O.
CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th Fl.
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
Jamaica Office:
169-06 hillside Ave.
2nd Fl.
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163
Bronx Office:
2113 Starling Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000
Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867
Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554
Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200
Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711
Email: info@barihomecare.com, Web: www.barihomecare.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
U ভিসা, VAWA & SIJS
EB-1 EB-2 NIW & EB-3
বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল
KHAIRUL BASHAR, MBA,LLM.
ATTORNEY AT LAW
CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com
1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529
KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

বাংলাদেশ মার্চেন্ট এসোসিয়েশন ইনক
BANGLADESH MERCHANT ASSOCIATION INC.
ব্রুকলিনে বছরের সর্ববৃহৎ
পথমেলা ২০২৪
১৮ আগস্ট ২০২৪ রবিবার
Brooklyn Street Fair - 2024
DATE: 18 AUGUST, 2024 SUNDAY
CHURCH & MCDONALD AVE BROOKLYN
BETWEEN CHURCH AVE & AVE C
উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি
স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ
চেয়ারম্যান
শাহ নেওয়াজ
কো-চেয়ারম্যান
মো: শেখ ফরহাদ
এডভোকেট আরিফ চৌধুরী
নাসিরউদ্দিন
গেস্ট অব অনার
মীর বাশার
স্পেশাল বিশেষ অতিথি
জেনিফার রাজকুমার
শাহানা হানিফ
এটর্নী মঈন চৌধুরী
মো: হানিফ
কাজী আজম
ফিরোজ আহমেদ
মফিজুর রহমান
মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল
মো: আশরাফ
শামসুদ্দিন আজাদ
নুরুল আমিন
র‍্যাফেল ড্র:
র‍্যাফেল ড্র: তে থাকছে গাড়ি, এয়ার টিকেটসহ আকর্ষনীয় ও মূল্যবান পুরস্কার
র‍্যাফেল ড্র: কমিটি:
PLEASE CONTACT FOR
STALL BOOKING
917-207-1878, 718-930-0025
আহবায়ক
মো: নুরুল আজিম
প্রধান সমন্বয়কারী
মো: জাহাঙ্গীর আলম
৯১৭-২০৭-১৮৭৮
সদস্য সচিব
আহসান হাবিব
এওয়ার্ড কমিটি:
যুগ্ম আহবায়ক
সমন্বয়কারী
যুগ্ম সদস্য সচিব
আপ্যায়ন কমিটি:
সভাপতি
মো: ফুলফুল করিম
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মোশাররফ হোসেন
সাধারন সম্পাদক
সার্বিক তত্ত্বাবধানে: এস এম ফেরদৌস (৬৪৬-৩৩১-৪১০০)

ছবি: পার্থ সারথী দেব।

মিশিগান মাতিয়ে গেলেন কুমার বিশ্বজিত

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটি স্কয়ারে গত ৩ ও ৪ আগস্ট শনি ও রোববার বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ মিশিগান (বাম) এর উদ্যোগে ১৫তম 'বাংলাদেশী আমেরিকান ফেস্টিভ্যাল' (দুইদিনব্যাপী মেলা) অনুষ্ঠি হয়েছে। প্রতিদিন দুপুর থেকে মধ্যরাত অবধি মেলার কার্যক্রম চলেছে।

মিশিগানে পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, ছেলে মেয়ে, মা বাবাকে নিয়ে প্রবাসী বাঙ্গালিরা মিলিত হয়েছিলেন এ মিলন মেলায়। রোববার সন্ধ্যায় মেলায় গিয়ে দেখা যায় মানুষের ঢল নেমেছিলো। ছন্দে বাধা প্রবাস জীবনের নগর ব্যস্ততায় মেলায় সবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার, আড্ডা দেবার ছিল এক সুবর্ণ সুযোগ। আয়োজকরা জানান, বাংলা, বাঙ্গালি সংস্কৃতি, কৃষ্টি,ঐতিহ্য, নতুন প্রজন্মকে জানানো ও তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এ মেলা, সব মিলিয়ে এবারের এ মেলা ছিল জমজমাট। এ মেলায় ব্যতিক্রমী কিছু কার্যক্রম চোখে পড়েছে, এর মধ্যে হচ্ছে, ভোটার রেজিস্ট্রেশন অনেকেই এখান থেকে ভোটার তালিকায় তাদের নাম নিবন্ধন করান, এছাড়াও এন,ওয়াই,এক্স নামক গাড়ীর যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারী একটি কোম্পানী মেলায় একটি স্টল দিয়েছেন,

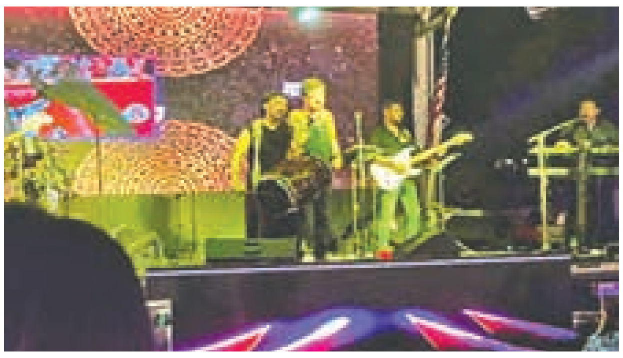

তারা এখানে চাকরি প্রত্যাশীদের নাম নিবন্ধন করেছেন যাদেরে পরবর্তী সময়ে কাজের জন্য ডাকা হবে বলে এই প্রতিবেদকে জানিয়েছেন ঐ কোম্পানির একজন কর্মকর্তা।

মেলায় ছিল রকমারি দোকানপাট। সেসব দোকানে ছিল শাড়ী, গহনা, খেলনা, ঘর সাজানোর জিনিষ,খাবারের দোকান। মেলায় ছিল আকর্ষণীয় রাফেল ড্র। মেলাকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে স্বেচ্ছাসেবকসহ ওয়ারেন পুলিশ কাজ করেছেন।

মেলায় স্থানীয় শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছেন এছাড়াও অতিথি শিল্পী হিসেবে ছিলেন বাউল কালা মিয়া, চির সবুজ গায়ক কুমার বিশ্বজিতসহ আরো অনেকে। কুমার বিশ্বজিত গান শুরুর আগে কোটা আন্দোলনে নিহত ছাত্রজনতার উদ্দেশ্যে ৩০ সেকেন্ড নীরবতা পালন করতে সবাইকে অনুরোধ করলে মাঠে উপস্থিত কয়েক হাজার দর্শকশ্রোতা দাড়িয়ে শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, তার ছেলের ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার পর গত ১৮ মাস কোন গান করতে পারেননি। তিনি একে একে তার জনপ্রিয় গানগুলো পরিবেশন করেন। গানের ফাঁকে ফাঁকে জীবনের ছোট ছোট গল্পগুলো দর্শকদের সাথে শেয়ার করেন। মাঠে উপস্থিত দর্শকশ্রোতারা তার গানের সাথে কন্ঠ মিলিয়ে নেচে গেয়ে আনন্দ উপভোগ করেন।

BARI MEDIA
INDEPENDENT, FEARLESS & FREE

"BANGLA POST বাংলা পোস্ট
কমিউনিটির সেবায়
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ"

বারী মিডিয়া কমিউনিটির সেবায় সাপ্তাহিক পত্রিকা ও অনলাইন পোর্টাল " বাংলা পোস্ট" নিয়ে আসছে

BARI &BARI

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
WE CARE FOR YOUR NEEDS

BARI PARTY HALL
718-409-3940

BARI CHARITY FOUNDATION
HELP OTHERS & BE HAPPY

BARI SUPERMARKET
WE CARE FOR YOUR NEEDS

BARI RESTAURANT
WE CARE FOR YOUR TASTE

ব্যবসার জন্য দ্রুত লোন দিচ্ছে কিউএম অ্যাডভান্স

উত্তর আমেরিকা অফিস

কিউএম অ্যাডভান্স একটি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানটি প্রথাগত ব্যবসায়িক ঋণের একটি সহজ মাধ্যম। ঋণের পাশাপাশি দ্রুত বিকল্পও প্রদান করে। একই সাথে বাংলাদেশি ব্যবসার মালিকদের দ্রুত কার্যকরী মূলধন সমাধান পেতে সাহায্য করে প্রতিষ্ঠানটি।

যে সকল উদ্যোক্তদের ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যবসার জন্য দ্রুত ঋণের প্রয়োজন তাদের জন্য প্রতিষ্ঠানটি একটি তাৎক্ষণিক সমাধান প্রদান করে। মাত্র ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এই প্রোগ্রামের সাথে ২০,০০০ ডলার প্রদান করে।

কিউএম অ্যাডভান্সের অপারেশন ম্যানেজার ডেভিড বলেন, "আমরা একটি ব্যবসার বিক্রয়ের শক্তির উপর ভিত্তি করে অর্থায়ন অনুমোদন করি, ক্রেডিট স্কোরের উপর ভিত্তি করে নয়। এই প্রোগ্রামটি প্রায় যে কোনো শিল্প এবং যেকোনো ব্যবসার জন্য উপযুক্ত। তিনি

মোহাম্মদ সরফরাজ খান

আরও বলেন, ধার করা তহবিল ব্যবসায়িক উন্নয়নের যে কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। কোম্পানির পরিষেবা দ্রুত, আনন্দদায়ক এবং সহজ। বাঙালি ব্যবসায়ীরা মোহাম্মদ সরফরাজ খানের কাছ থেকে ইংরেজি এবং তাদের মাতৃভাষায় সেরা ব্যক্তিগত পরিষেবা পাচ্ছেন।

অপারেশন ম্যানেজার বলেন, আমাদের কোম্পানির উদ্দেশ্য হলো, আপনাকে আপনার ব্যবসা বৃদ্ধি এবং পাস করার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল পেতে সাহায্য করা। কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা এটি সহজ, দ্রুত এবং সহজ করে তুলি।

তিনি আরও বলেন, আপনি যদি আপনার ব্যবসা বাড়াতে প্রস্তুত হন, তাহলে এখনই মোহাম্মদকে কল করুন @516-940-7363।

অথবা আপনি আমাদের ওয়েবসাইট www.qmadvance.com ভিজিট করতে পারেন। আপনার আবেদন পূরণ করতে এবং একটি বিনামূল্যে অনুমোদন পেতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে।

নতুন সাপ্তাহিক 'বাংলা পোস্ট'

নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

স্বচ্ছতায় অবিচল' স্লোগানকে সামনে রেখে 'বাংলা পোস্ট' নামে বাংলা ভাষায় আরো একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ও অনলাইন পোর্টাল প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। প্রতি মঙ্গলবার নিউইয়র্ক থেকে 'বাংলা পোস্ট' প্রকাশিত হবে। পত্রিকাটির প্রকাশনা পূর্ব এক সাংবাদিক সম্মেলন উপরোক্ত তথ্য জানানো হয়। জ্যাকসন হাইটসের চায়নিজে গত ৭ আগস্ট বুধবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে পত্রিকাটির প্রকাশনার প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন পত্রিকাটির চেয়ারম্যান আসেফ বারী টুটুল ও সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি মুনমুন হাসিনা বারী, চিফ ইউথ কর্ডিনেটর সাবাহ বারী।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরাও পত্রিকাটির সফলতা কামনা করে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এদের মাঝে ছিলেন আজকাল পত্রিকা সম্পাদক শাহ নেওয়াজ,ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রানো নেওয়াজ,প্রবাস পত্রিকা সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, বিশিষ্ট কমিউনিটি এক্টিভিস্ট গিয়াস আহমেদ,প্যাসিফিক গ্রুপের চেয়ারম্যান মো: খালেক, গ্লোবাল মাল্টি সার্ভিসেসের সিইও তারেক হাসান খান, স্টার ফার্নিচারের সিইও রকি আলিয়ান, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আব্দুন নূর বার ভূঁইয়া,শোটাইম মিউজিকের আলমগীর খান আলম, আহসান হাবীব,জেএফএম রাসেল প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত মিডিয়া কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন আয়োজকবৃন্দ। উপস্থিত সকলকে আগামী ১৯ আগস্ট সোমবার লাগোয়ার্ডিয়া ম্যারিয়টে অনুষ্ঠিতব্য প্রকাশনা উৎসবে উপস্থিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানান পত্রিকাটির চেয়ারম্যান আসেফ বারী টুটুল।

বারী মিডিয়ার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিতব্য এই পত্রিকাটির দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের মাঝে রয়েছেন চেয়ারম্যান-আসেফ বারী,সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি-মুনমুন হাসিনা বারী,সম্পাদকীয় উপদেষ্টা-কাজী সামসুল হক, ব্যাবস্থাপনা ও মার্কেটিং পরিচালক - মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, চিফ ইয়ুথ কর্ডিনেটর -সাবাহ বারী, ডিজিটাল ও বার্তা সম্পাদক- সায়েম শুভ, সহকারী বার্তা সম্পাদক-আহমেদ জাবের চৌধুরী এবং ঢাকা বুরে্যা চিফ -কাজী রাহাত সাম্‌স।

ট্রাম্পের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন ইলন মাস্ক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইলন মাস্ক

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরাসরি সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন বিশ্বখ্যাত ধনকুবের ইলন মাস্ক। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাক্ষাৎকারটি প্রচার শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের আধা ঘণ্টা পরে। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, সাইবার হামলার জেরে সাক্ষাৎকারটি প্রচারে বিলম্ব হয়েছে।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে স্থানীয় সময় সোমবার মাস্ককে সাক্ষাৎকার দেবেন ট্রাম্প—এমন ঘোষণা আগেই দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে সাক্ষাৎকারটি সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। কিন্তু আজ মঙ্গলবার তা নির্ধারিত সময়ে শুরু করা সম্ভব হয়নি।

প্রায় আধা ঘণ্টা পর সরাসরি সাক্ষাৎকারে আসেন ট্রাম্প ও মাস্ক। কিন্তু দর্শকদের অনেকেই তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না। পরে ইলন মাস্ক এক্সে লেখেন, 'এক্স প্ল্যাটফর্মে বড় ধরনের সাইবার (ডি-ডস) হামলা হয়েছে। এটা ঠিকঠাক করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

ট্রাম্প ও ইলন মাস্কের এই সাক্ষাৎকার নিয়ে বিপুল আগ্রহ ছিল সাধারণ মানুষের।

Change of Visa Status (CoS)
Stay long in the USA
FROM
B1/B2/A3/I/H4
TO
F1 (Study Visa)
CIVA
CENTRE FOR IMMIGRATION AND VISA ASSISTANCE (CIVA)
PREMIUM SERVICES AVAILABLE
CoS Approval WITHIN 25 DAYS
Hot Line
+1 347 507 1209
+1 347 279 8366
+1 347 476 7522
Per Person $1000 Only
Give us your file and be relaxed, CIVA Team will do everything for you
INADITION
*Non-Immigration Visa Extension (Up To 240 Days)
*Asylum Filing Within 10 Days With All Supporting
*Reentry permit / Travel documents (From In / Out side of the USA)
*Canada / Mexico Visa With All Support(Within 30 days)
*EB3 (Unskilled) Application Process (AoS / NVC), Within $18K
*F1(Student) School Transfer within 02 business days
write2civa

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE: 166-41 88th Ave, Jamaica, NY 11432, Tel: 917-780-4510, Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 40-37 74th Street, Elmhurst, NY 11373, Tel: 917-780-4510, Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE: 97-47 77th Street, Ozone Park, NY 11416, Tel : 718-307-5796, Fax : 347-875-3911

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
- CDPAP/ PCA/ HHA
- No Certificate Required
- Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole

Dr.Gee Cee pat
Vice President

Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WITH Best income Up to $85.000 Annually
WORK AT HOME
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949

আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office: 37-18-73rd Street, Suit 301, Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office: 170-05 Hillside Ave, NY 11432; 185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office: 2033 Bath Ave, Brooklyn NY 11214
Bronx Office: 2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482
Buffalo Office: 3685 Harlem RD Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 917-745-0949, 929-468-6102 | www.sarahcareusa.com

হাসিনার ওপর চাপ কমাতে পশ্চিমাদের কাছে ভারতের ‘লবিং’

ওয়াশিংটন পোস্ট

ঢাকা অফিস

ওয়াশিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর চাপ প্রয়োগ বন্ধ করতে পশ্চিমা দেশগুলোকে আহ্বান জানিয়েছিল ভারত। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার এক বছর আগে, ভারতীয় কর্মকর্তারা যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের কাছে লবিং শুরু করেন।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়তে থাকায়, শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার আগে যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশ ইস্যুতে শিথিলতা প্রদর্শন করার জন্য চাপ দিয়েছিল ভারত। ১৫ আগস্ট বৃহস্পতিবার মার্কিন ও ভারতীয় কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে এই তথ্য প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত জানুয়ারিতে বাংলাদেশের নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতাকর্মী ও সমালোচকদের কারাগারে পাঠানোর ঘটনার পর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন মার্কিন কূটনীতিকরা। বিচারবহির্ভূত অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে শেখ হাসিনার প্রশাসনের একটি পুলিশ ইউনিটের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল বাইডেন প্রশাসন। পাশাপাশি, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী বা গণতন্ত্র ক্ষুণ্নকারী বাংলাদেশিদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়েছিল ওয়াশিংটন।

এই পরিস্থিতির পর ভারতীয় কর্মকর্তারা বাংলাদেশ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রপন্থী বিবৃতি কমানোর দাবি জানাতে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেন। ভারতীয় কর্মকর্তারা যুক্তি দেন, যদি বিরোধী দলকে উন্মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে বাংলাদেশ ভারতীয় জাতীয় নিরাপত্তার জন্য একটি হুমকি হয়ে উঠতে পারে, যেখানে ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলোর প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভারত সরকারের একজন উপদেষ্টা ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেন, 'আপনি এটাকে গণতন্ত্রের মানদণ্ডে বিচার করতে পারেন, কিন্তু আমাদের জন্য এটি অস্তিত্বের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকানদের সাথে আমাদের অনেকবার কথা হয়েছে, যেখানে আমরা বলেছি, এটি আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয়। কৌশলগত ঐক্যমতের অভাবে আপনি আমাদের কৌশলগত অংশীদার হিসেবে নিতে পারবেন না।'

শেষ পর্যন্ত, বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশ ইস্যুতে সমালোচনা কমিয়ে আনে এবং শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে পরবর্তী নিষেধাজ্ঞার হুমকি স্থগিত করে, যা বাংলাদেশে অনেকের জন্য হতাশাজনক ছিল। তবে মার্কিন কর্মকর্তারা বলেন, এটি ছিল একটি নিষ্পত্তিমূলক সিদ্ধান্ত, যার সঙ্গে ভারতীয় চাপের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। মার্কিন ও ভারতীয় কর্মকর্তাদের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার বিষয়গুলো এতদিন প্রকাশ হয়নি।

গত ৫ আগস্ট, যখন বিক্ষোভকারীরা সেনাবাহিনীর কারফিউ অমান্য করে শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবনের দিকে পদযাত্রা শুরু করে, তখন শেখ হাসিনা ভারতে পালাতে বাধ্য হন। এই ঘটনার পর ভারত ও ওয়াশিংটনের নীতিনির্ধারকরা বাংলাদেশকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করেছেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মার্কিন এক কর্মকর্তা, যিনি নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেন, বলেন, 'বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সবসময় ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। কারণ, এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে পরিস্থিতি জটিল, এবং আপনি অংশীদারদের সাথে এমনভাবে কাজ করতে চান, যা আমেরিকান জনগণের প্রত্যাশার সাথে পুরোপুরি মেলে না।'

গত জানুয়ারির নির্বাচনের আগে বাংলাদেশে মার্কিন সরকারের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় যে, কীভাবে পরিস্থিতি সামলাতে হবে। তৎকালীন

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি: সংগৃহীত

বিক্ষোভের ফলে শত শত প্রাণহানির পর, শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন। ভারতীয় কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে তাদের কৌশল পরিবর্তন করেন এবং জানান যে, তারা বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসা যে কারও সাথে কাজ করবে।

রাষ্ট্রদূত পিটার হাসসহ দূতাবাস ও পররাষ্ট্র দপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তারা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার পক্ষে যুক্তি দেন। তবে মার্কিন কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেছিলেন, শেখ হাসিনাকে বিচ্ছিন্ন করে খুব একটা লাভ হবে না।

ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার নেতিবাচক দিকটি হোয়াইট হাউজের কিছু কর্মকর্তারাও বিবেচনায় রেখেছিলেন। তারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বারবার আবেদন করেছিলেন যেন শেখ হাসিনার ওপর চাপ কমিয়ে দেওয়া হয়। গত বছর নভেম্বরে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং নয়াদিল্লিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিনের সাথে বৈঠক করেন, যেখানে এই বিষয়টি আলোচিত হয়। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালও ওয়াশিংটন সফরকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মার্কিন এক কর্মকর্তা বলেন, 'বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় উভয় দেশের মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এবং আমরা অনেকবার প্রকাশ্যে সেসব বিষয়ে কথা বলেছি। কিন্তু আমরা বাস্তবতাও উপলব্ধি করি, কারণ বাংলাদেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল এবং সেখানে অনেকের স্বার্থ রয়েছে। আমাদেরও স্বার্থ আছে এবং অন্যান্য দেশগুলোরও স্বার্থ রয়েছে।'

ভারতের জন্য বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি শেখ হাসিনার দশকব্যাপী রাজনৈতিক বাজির বিষয়টি তুলে ধরেছে। এমনকি শেখ হাসিনা স্বৈরাচারী ও অজনপ্রিয় হয়ে ওঠার পরও তার প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখার কারণে ভারত বেকায়দায় পড়েছে। ওয়াশিংটন পোস্ট লিখেছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেশকে দক্ষিণ এশিয়ার ছোট প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর হস্তক্ষেপকারী ও কট্টর জাতীয়তাবাদী দেশ হিসেবে দেখা হয়।

জানুয়ারিতে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের কারাগারে পাঠিয়ে কিংবা আত্মগোপনে যেতে বাধ্য করে শেখ হাসিনা নির্বাচন আয়োজন করেন, যেখানে একতরফাভাবে তার দল জয় লাভের দাবি করে। ভারতীয় কর্মকর্তারা এই নির্বাচনের ফলাফলে সমর্থন দেন, যা বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে। আর মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কার মতো প্রতিবেশী দেশগুলোতে ভারতের প্রভাবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়।

ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি চিফ অব মিশন হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী জন ড্যানিলোভিজ মন্তব্য করেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সাথে সম্পর্ক গড়তে গিয়ে এই অঞ্চলে নিজেদের চাওয়া-পাওয়ার ওপর লাগাম টানার প্রবণতায় রয়েছে। তবে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা করা ভুল ছিল।'

তিনি বলেন, 'নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটনকে এখন কিছু নমনীয়তা দেখাতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে যে, তারা বাংলাদেশের জনগণ ও তাদের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার পাশে না থেকে ভুল করেছে।'

তবে মার্কিন কর্মকর্তারা ভারতীয় প্রভাবের সমালোচনা করেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন সহিংসতা হ্রাস ও অবাধ নির্বাচনের প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিতর্কিত নির্বাচনের পরও তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশিদের ওপর আরও বিধিনিষেধ আরোপ না করায় কেউ কেউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করেছিলেন।

বিক্ষোভের ফলে শত শত প্রাণহানির পর, শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন। ভারতীয় কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে তাদের কৌশল পরিবর্তন করেন এবং জানান যে, তারা বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসা যে কারও সাথে কাজ করবে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাকে অভিনন্দন জানান। এর আগে ইউনূস শেখ হাসিনার প্রতি সমর্থন জানানোয় ভারতের সমালোচনা করেছিলেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরও ইউনূসের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

একজন পশ্চিমা কর্মকর্তা বলেন, ভারত পশ্চিমা দেশগুলোকে সতর্ক করেছিল যে, বাংলাদেশে বিরোধী দল বিএনপি ক্ষমতায় ফিরলে দেশটি নতুন একটি আফগানিস্তানে পরিণত হতে পারে। ভারতীয় কর্মকর্তারা বলেন, শেখ হাসিনার প্রতিদ্বন্দ্বীদের শাসনামলে ইসলামপন্থী জঙ্গিরা ভারতীয় ভূখণ্ডে আক্রমণ করার জন্য অস্ত্র পাচার করেছিল। এই অভিজ্ঞতা ভারতকে শেখ হাসিনার প্রতি অনড় সমর্থন দিতে প্রভাবিত করেছে।

ভারতীয় কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় আসতে পারে বলে তারা উদ্বিগ্ন। হিন্দুদের ওপর হামলা বৃদ্ধির খবরও ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বিএনপির নেতারা জানান, তারা ভারতের সাথে সম্পর্ক মেরামতের চেষ্টা করছেন এবং আশ্বস্ত করেছেন যে, তারা ক্ষমতায় এলে ভারত ও বাংলাদেশের হিন্দুরা নিরাপদ থাকবে।

ভারত হঠাৎ করে তার ঘনিষ্ঠ মিত্রকে হারানোর ধাক্কা সামাল দিতে চেষ্টা করছে। ভারতীয় গণমাধ্যমে জল্পনা-কল্পনা চলছে যে, ওয়াশিংটন শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা করেছিল। তবে মার্কিন কর্মকর্তারা এই দাবিকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন।

নয়াদিল্লির অন্যান্য কর্মকর্তারা বলছেন, এতদিন ধরে একজন কর্তৃত্ববাদী শাসককে সমর্থন করার জন্য ভারত দায়ী। ভারতের একজন সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা বলেন, 'ঢাকা থেকে আসা প্রতিবেদনগুলোতে প্রায়ই বলা হতো যে, ভারত-বিরোধী মনোভাব নজিরবিহীন পর্যায়ে রয়েছে। তবুও আমরা ধরে নিয়েছিলাম, শেখ হাসিনা সবকিছু সামলে নেবেন। কিন্তু পুরো ঘটনাটি, একটি স্ফুলিঙ্গের মতো কাজ করেছিল, যা পুরো পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে।'

লস এনজেলসে জুয়েল সাদত সম্বর্ধিত ও ‘জালালাবাদ এওয়ার্ড’ লাভ

উত্তর আমেরিকা অফিস

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নীয়া এর উদ্যেগে গত ১ আগস্ট উত্তর আমেরিকার সাংবাদিক ও কমিউনিটি একটিভিস্ট জুয়েল সাদত কে সম্বর্ধনা ও কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখায় “জালালাবাদ এওয়ার্ড” প্রদান করা হয়।

লস এনজেলস এর হলিউড রেস্টুরেন্টে রাত ৯ টায় জালালাবাদ এসোসিয়েশন আয়োজিত বিশেষ সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশন এর সভাপতি মোহাম্মদ মোনিম।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর সাধারন সম্পাদক লায়েক আহমদের পরিচালনায় সভায় জুয়েল সাদতকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানাব মোহাম্মদ মোনিম, নাসির সৈয়দ জেবুল ও লায়েক আহমদ।

সভার শুরুতে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব ক্যালির্ফোনীয়া এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট নাসির সৈয়দ জেবুল কমিউনিটি একটিভিস্ট জুয়েল সাদত এর পরিচিতি তুলে ধরেন। নাসির জেবুল বলেন, উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত সিলেটের সাংবাদিক জুয়েল সাদত ২৬ বছর বয়সে সিলেট বিভাগের আনসার ভিডিপির বিভাগীয় গনসংযোগ সহকারী কর্মকর্তা হিসাবে যোগ দিয়ে আলোচিত হন। জুয়েল সাদত ফোবানা সহ উত্তর আমেরিকার নানা শহরের কমিউনিটির সাথে জড়িত। নাসির জেবুল আরো জানান, জুয়েল সাদতকে নিয়ে সিলেট বাসী গর্ব করতে পারে।

তিনি কোটা বিরোধী আন্দোলনে সবচেয়ে বেশী সক্রিয় ছিলেন। জুয়েল সাদত কোটা বিরোধী আন্দোলনে তার নিজের শহরে বড় আকারের প্রতিবাদ সভা করেছেন।

জুয়েল সাদত কে ঘিরে উষ্ণ সম্বর্ধনায় সভায় জালালাবাদ এসো অব ক্যালির্ফোনীয়া এর অন্যতম অতিথি ছিলেন ফোবানার ভেটারান সদস্য ডক্টর জয়নাল আবেদীন ।

ডক্টর জয়নাল আবেদীন বলেন, আমি আপনাদের সিলেটের বাসিন্দা নই, কিন্তু জুয়েল সাদত কে ঘিরে অনুষ্ঠানে এসেছি উনাকে স্বাগত জানাতে। জুয়েল সাদত একজন সম্মানিত সাংবাদিক ও লেখক। খুবই ডেডিকেটেড। পাশাপাশি জুয়েল সাদত ফোবানার একজন আইকন।

বক্তব্য রাখেন লস এনজেলস এর ২৭ সংগঠনের ফেডারেশন “বাফলার “ সাবেক সভাপতি নজরুল আলম, সিপার চৌধুরী ও জসিম আশরাফি।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব ক্যালির্ফোনীয়ার নেতৃবৃন্দ এর মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বদরুল আলম মাসুদ, মাহতাব আহমদ, ফেরদৌস খান, আবুল হাসনাথ রায়হান, লায়েক আহমদ, নাসির সৈয়দ জেবুল ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ হান্নান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সম্বর্ধিত অতিথি জুয়েল সাদত বলেন, এখানে রাত সাড়ে দশটায় এত সুধিজন আমার জন্য বসে আছেন, আমি খুবই সৌভাগ্যবান। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আজ মন ভারাক্রান্ত, ছাত্ররা মারা যাচ্ছে, একটা জেনোসাইড বাংলাদেশে চলমান।

বাংলাদেশটা কিউবা ও নর্থ কোরিয়ার পর্যায়ে চলে গেছে।

পুলিশ গুলি করে মানুষ মারছে।

ভাষা আন্দোলনে ২৬ জন, এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে মিলন নুর হোসেন মারা গেলেও আজ ৩০০ জন এর মৃতদেহের উপর সরকার চলছে।

আপনারা জেনে রাখবেন, আর ৪৮/৭২ ঘন্টার মধ্যই সমাধান হবে। মানুষের আহাজারী আল্লাহ সহ্য করবেন না। জুয়েল সাদত আরো বলেন, আমরা সিলেটবাসী গত ১৫ বছর বৈষম্যের স্বীকার, সিলেটে কোন উন্নয়ন হয় নাই। ২০২২ ও ২০২৪ সালের বন্যায় সিলেটে পর্যাপ্ত সহযোগীতা পায় নাই। সিলেটের বন্যায় আমরা ২৬ লাখ টাকা পাই।

এক সময় সরকার সিলেটিরা চালাত।

আমাদের সিলেটের ১ এর এম পি মোমেন। কোন কিছুই করেন নাই, সিলেট বঞ্চিত ও বৈষম্যের স্বীকার।

সব গুলো জালালাবাদ এসোসিয়েশন এক হয়ে আমাদের সিলেটের উন্নয়নে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। ঢাকার কেন্দ্রীয় জালালাবাদ চাইলে অনেক কিছু করতে পারত।

আমাদের সিলেটের জাতীয় নেতার অভাবে বৈষম্যের স্বীকার। আসুন আমরা সোচ্চার হই।

সভাপতির বক্তব্যে মোহাম্মদ মোনিম বলেন, জুয়েল সাদত ভাইকে ধন্যবাদ, আমাদের সময় দেবার জন্য। জালালাবাদ এসো: অব ক্যালির্ফোনীয়া সব সময় চেষ্টা করে সিলেটের গর্বিত সন্তানদের মুল্যায়ন করার । আজ আমরা উত্তর আমেরিকার কমিউনিটিতে ডেডিকেটেড কনট্রিবিউশন ও সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান রাখায় “জালালাবাদ এওয়ার্ড “প্রদান করছি জুয়েল সাদতকে।

সভার শেষ পর্যায়ে জালালাবাদ এসো অব ক্যালীফর্নীয়া সকল সদস্যরা জুয়েল সাদতকে” জালালাবাদ এওয়ার্ড” এর ক্রেষ্ট প্রদান করেন। পরে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় প্রগ্রেসিভ ফোরামের কঠোর নিন্দা

উত্তর আমেরিকা অফিস

ছাত্র- জনতার গন অভ্যুত্থানের গৌরবময় বিজয়কে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা চলছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অনুপস্থিতিতে চরম মাত্রায় অত্যাচার ও নৈরাজ্য চলছে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু হিন্দু, খ্রিষ্টান, আহমদিয়া সম্প্রদায় ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের বাড়িঘরে হামলা করছে, অগ্নিসংযোগ ও শারীরিক নির্যাতনে লিপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে উগ্র ডানপন্থী জঙ্গি চরমপন্থীসহ স্বার্থান্বেষী মহল যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সহাবস্থানকে সব সময় বিরোধিতা করে এসেছে, তারাই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে গঠিত ট্রাইব্যুনালের প্রাক্তন প্রসিকিউটরের উপর নির্মমভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সুরক্ষা প্রদানে এবং চলমান সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধে কোন ধরনের দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। এ অবস্থা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

ইতিহাসের অমূল্য চিহ্নগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে। বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির ম্যুরালসহ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ম্যুরাল, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক ভবনটিতে অগ্নিসংযোগ, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যকে বিনষ্ট করে এই গণঅভ্যুত্থানের বিজয়কে ম্লান করে ফেলেছে।

মুক্তিযুদ্ধে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের অসম্মান করার সকল অপতৎপরতা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এর উসকানি/ইন্ধনদাতাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনিব্যবস্থা গ্রহণ করে যোগ্য শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।

এই অভ্যুত্থানের মূল আকাঙ্ক্ষা অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণ। কিন্তু যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো এই আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে, দীর্ঘ স্বৈরশাসনের পৃষ্ঠে তারা সাংগঠনিকভাবে দুর্বল। এই অবস্থায় অর্ন্তবর্তীকালীন জাতীয় সরকার যাতে গণঅভ্যুত্থানের এই আকাঙ্ক্ষার দিকে অগ্রসর হয়,সেক্ষেত্রে সকলের ভূমিকা রাখতে হবে।

দেশের আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে এবং নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য পুলিশি প্রশাসনের আশু পুনঃস্থাপন অত্যন্ত জরুরি। আমরা সংখ্যালঘু জনমনে যে হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে তার সুরক্ষা প্রদানে, সব রকমের প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং লুটপাট রোধ করার ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাই।

যোগী আদিত্যনাথের মুখে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যোগী আদিত্যনাথ

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় বর্তমানে নিজেদের পরিচয় নিয়ে বিপদে আছে বলে মনে করেন ভারতের উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। হিন্দুদের ওপর নৃশংসতা হচ্ছে বলেও ধারণা তাঁর। অভিযোগ করেছেন, সবকিছু দেখেও বিভিন্ন দেশের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা নীরব রয়েছেন।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌয়ে ভারত-ভাগের স্মৃতিতে একটি মৌন পদযাত্রায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলেন যোগী আদিত্যনাথ।

আদিত্যনাথ বলেন, ‘১৯৪৭ সালে যা হয়েছিল, তা আজ পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হচ্ছে। তখন ১০ লাখ হিন্দু ও শিখকে হত্যা করা হয়েছিল। আজও আমরা অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, লুটপাট, নারীর প্রতি অত্যাচারের একই দৃশ্য দেখছি। প্রায় দেড় কোটি হিন্দু বাংলাদেশে তাদের পরিচয় বাঁচাতে চিৎকার করছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘বিভিন্ন দেশ ও ভারতের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা তাদের ভোটব্যাংক নিয়ে চিন্তিত। তাই বাংলাদেশে নৃশংসতার বিষয়ে নীরব।’

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হওয়ার জন্য বিরোধী দল কংগ্রেসকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন আদিত্যনাথ। কংগ্রেসকে তিনি বিভাজনমূলক রাজনীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের এক ভারত এবং একটি মহান ভারত নিয়ে ভাবতে হবে। দেশভাগের ট্র্যাজেডির জন্য কংগ্রেস দায়ী এবং এই ট্র্যাজেডির জন্য জনগণের কাছে ক্ষমা চাইবে না। কংগ্রেস যখনই সুযোগ পেয়েছে, তারা গণতন্ত্রকে গলা টিপে মারার চেষ্টা করেছে।’

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে হিন্দুদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আদিত্যনাথ বলেন, ‘সিন্ধু ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য। কেন এটিকে পাকিস্তানে যেতে দেওয়া হলো? ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে ২২ শতাংশ হিন্দু ছিল। আজ এই সংখ্যা ৭-৮ ভাগে নেমে এসেছে।’

মোদির সমালোচনায় ওয়াইসি

হাসিনাকে আশ্রয়

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে পদত্যাগ করে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে অবস্থান করছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে ভারতে তাঁর এই অবস্থান নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সর্বশেষ হাসিনাকে ভারতে থাকতে দেওয়ায় দেশটির প্রধানমন্ত্রী মোদির সমালোচনা করেছেন অল ইন্ডিয়া মজলিশ-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের সভাপতি আসাদউদ্দিন ওয়াইসি।

টিভি-নাইন ভারতবর্ষকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল হায়দরাবাদ থেকে পাঁচবারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য ওয়াইসিকে। এ সময় প্রধানমন্ত্রী মোদির সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘কেন মোদি সরকার বাংলাদেশের জনগণকে সমর্থন করছে না? কেন তারা একজন ক্ষমতাচ্যুত নেতাকে সমর্থন করছে?’

এ সময় মামলার জের ধরে ভারতের কাছে বাংলাদেশ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য আবেদন করতে পারে—এমন সম্ভাবনার কথাও বলেন ওয়াইসি। তিনি বলেন, ‘কাল যদি ভারতকে বাংলাদেশ সরকার শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দিতে বলে, তাহলে আপনি কী করবেন?’

ওয়াইসি বলেন, ‘আপনি (মোদি) কেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে আসতে দিলেন?’

এর আগে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি পোস্ট করেছিলেন ওয়াইসি। ৮ আগস্টের ওই পোস্টে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার খবর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি হিন্দুদের বাড়ি-ঘর ও মন্দির রক্ষায় মুসলিমদের এগিয়ে আসার প্রশংসাও করেছিলেন তিনি।

ওয়াইসি লিখেছিলেন, ‘বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার খবর উদ্বেগজনক। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য বাংলাদেশের সরকার ও কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব রয়েছে। এমনও খবর আছে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ (মুসলিম) সম্প্রদায়ের অনেকেই সংখ্যালঘু (হিন্দু) সম্প্রদায়ের বাড়ি এবং উপাসনালয়গুলো রক্ষা করছে। এই আদর্শই হওয়া উচিত।’

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশি কায়দায় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা নিতে চায় বিরোধীরা

মমতার অভিযোগ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

এক চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় উত্তাল পুরো ভারত। এ অবস্থায় বিরোধী দলগুলো 'বাংলাদেশের মতো আন্দোলন' সংগঠিত করে তার কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে চাইছেন বলে মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার এক অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন বলে হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। আরজি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার প্রতিবাদে রাতেই রাজপথে নামতে চলেছেন নারীরা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সিপিআই (এম), বিজেপি, বাংলাদেশের মতো আন্দোলন সংগঠিত করে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করছে।' বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী আরও বলেন, 'আপনাদের অবশ্যই এখন কাজে ফিরতে হবে। সরকার সিবিআইকে সব ধরনের সহায়তা করবে, আমরাও এই বিষয়টি খুব দ্রুত সমাধান করতে চাই।'

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে গত জুলাইয়ের শুরুতে বিক্ষোভে নামেন বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা। আন্দোলন ঘিরে সহিংসতা শুরু হয় এক পর্যায়ে। এতে প্রাণ গেছে বহু মানুষের। কোটা সংস্কার আন্দোলন এক সময় রূপ নেয় সংকার পতনের আন্দোলনে। এরই ধারাবাহিকতায় ৫ আগস্ট ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানে পতন হয় শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজ থেকে শুক্রবার কর্তব্যরত এক তরুণী চিকিৎসকের মরদেহ উদ্ধার হয়। প্রথমে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। নিহতের পরিবারকে জানানো হয়, ওই নারী চিকিৎসক আত্মহত্যা করেছেন। তবে, ময়নাতদন্তে চিকিৎসককে ভয়াবহ শারীরিক নির্যাতনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এর পরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের মানুষ। একপর্যায়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে দেশজুড়ে। ঘটনার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট ডাকেন ভারতের চিকিৎসকরা। ফলে, অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়ে সেখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থা।

কাদের ও আসাদুজ্জামানের ওপর নিষেধাজ্ঞা চান যুক্তরাষ্ট্রের ৬ কংগ্রেসম্যান ও সিনেটর

কোটা আন্দোলনে সহিংসতা

উত্তর আমেরিকা অফিস

কোটা আন্দোলন ঘিরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের ছয়জন কংগ্রেস সদস্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছেন।

৭ আগস্ট বুধবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও অর্থমন্ত্রী ইয়েলেনকে নিষেধাজ্ঞাধার আহবান জানিয়ে চিঠি লিখেছেন ছয়জন কংগ্রেস সদস্য।

চিঠিতে শেখ হাসিনা সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানান এ আইনপ্রণেতারা। একই সঙ্গে তাঁরা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ক্ষমতাচ্যুত সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছেন।

গত বুধবার লেখা এ চিঠিতে কংগ্রেসের উভয় কক্ষ—সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের এই সদস্যরা বলেন, হাসিনা সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় তাঁরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। সরকারি চাকরিতে অন্যায্য কোটাব্যবস্থার প্রতিবাদে শুরু হওয়া শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দমনে গত ১৫ জুলাই পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করে আওয়ামী লীগ। পরবর্তী সপ্তাহজুড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অসঙ্গতিপূর্ণ ও বেআইনি বলপ্রয়োগ করে। ছোড়ে রাবার বুলেট, ছররা গুলি, সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাসের শেল ও তাজা গুলি।

এ আইনপ্রণেতারা বলেন, এসব ঘটনা বিস্তৃত পরিসরে ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের চালানো দমনপীড়নেরই অংশ। নিজেদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় দলটির নেতাদের জবাবদিহির আওতায় আনা হয়নি। যদিও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন, তবু তাঁদের জবাবদিহির প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে।

ওবায়দুল কাদের

আসাদুজ্জামান খান

এমন প্রেক্ষাপটে 'গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি হিউম্যান রাইটস অ্যাকাউন্টিবিলিটি অ্যাক্ট'সহ প্রয়োগ উপযোগী সব আইনের আওতায় ওবায়দুল কাদের ও আসাদুজ্জামান খানের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার আহ্বান জানান কংগ্রেস সদস্যরা।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, ১৫ জুলাই সহিংস দমনাভিযানের পর শেখ হাসিনা দেশজুড়ে কারফিউ জারি করেন। বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট যোগাযোগ। জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ এটিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন বলে মনে করে। আন্দোলনে বেশির ভাগ সহিংসতার জন্য দায়ী দুই বাহিনী—পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এর দায়ভার আসাদুজ্জামান খানের।

ইতিমধ্যে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা করতে ছাত্রলীগকে পাঠান। সেই সঙ্গে 'দেখামাত্র গুলি' করার নির্দেশ দেন তিনি। সহিংসতায় অন্তত ২০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হন কয়েক হাজার। নিহত ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা সম্ভবত আরও বেশি। এ ছাড়া, পুলিশ ছাত্র আন্দোলনের নেতাদেরসহ ১০ হাজারের বেশি মানুষকে আটক–গ্রেপ্তার করে; নানা অভিযোগে আসামি করে দুই লাখ লোককে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ভাষায়, এটি ছিল 'উইচ হান্ট'। বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ আরেকবার বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্যাতন ও জোরপূর্বক গুমে জড়িয়ে পড়তে পারে বলে সতর্ক করে দেয় হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।

কংগ্রেস সদস্যরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে ৪ আগস্ট আওয়ামী লীগ বিক্ষোভকারীদের ওপর নিষ্ঠুর দমনপীড়ন চালায়। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালাতে ওবায়দুল কাদের ও আসাদুজ্জামান খান আবার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দেন। এর ফলে সৃষ্ট সহিংসতায় ওই দিন প্রায় ১০০ মানুষ নিহত হন। শেখ হাসিনা আবার দেশজুড়ে কারফিউ জারি করেন এবং বন্ধ করে দেওয়া হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। এতে বাংলাদেশি–আমেরিকানরা তাঁদের স্বজনদের সঙ্গে আরও একবার যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বে থাকা নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস জরুরিভিত্তিতে বিশ্বনেতাদের প্রতি বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

নিউইয়র্ক কাউন্টিতে মুখোশ নিষিদ্ধ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক কাউন্টিতে জনসম্মুখে মুখোশ বা ফেস মাস্ক পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিজের পরিচয় গোপন রেখে কেউ যাতে অপরাধ সংগঠন করতে না পারে, এজন্য এই উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। তবে স্বাস্থ্যগত কারণ, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যে কেউ যদি মুখ ঢেকে রাখে তবে তা অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।

৫ আগস্ট সোমবার নাসাউ কাউন্টির আইন প্রণেতারা এই সংক্রান্ত একটি আইন অনুমোদন করেন। ফলে এখন থেকে পাবলিক প্লেসে ফেস মাস্ক পরাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে।

কেউ এই আইন ভঙ্গ করলে এক বছরের জেল এবং $১০০০ জরিমানা করা হবে। নাসাউ কাউন্টি আইনসভায় এই বিলের পক্ষে ১২ জন ভোট প্রদান করেন। ০৭ জন বিধায়ক ভোট প্রদানে বিরত ছিলেন। তবে বিলের পক্ষে এবং বিপক্ষে কয়েক ডজন পাবলিক স্পিকার আইনসভার কক্ষে অবস্থান নেন। বাধা দেওয়ার অভিযোগে এক মহিলাকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত লং আইল্যান্ড কাউন্টিতে বিলটির সমর্থকরা বলছেন, এটি সহিংস বিক্ষোভকারীদের তাদের পরিচয় গোপন করতে বাধা দেবে।

রিপাবলিকান ডিস্ট্রিক্ট-১০ বিধায়ক মাজি পিলিপ এই বিলটি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোচুল মে মাস থেকে একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা রাজ্যব্যাপী ঘোষণার কথা বলছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

নিউইয়র্ক সিটিতে চলতি বছরের ৩ মে গ্রিনউইচ ভিলেজের মধ্য দিয়ে একটি মিছিলের সময় একজন ফিলিস্তিনি সমর্থক বিক্ষোভকারী তার মুখ ঢেকে রেখেছিলেন। কর্তৃপক্ষ মনে করছে, একটি নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ করার সময় জনসম্মুখে মিডিয়া দ্বারা ছবি তুলতে অস্বীকার করা একটি বিরল ঘটনা।

পিলিপ আরও বলেন, আমি বাক স্বাধীনতাকে অবশ্যই সম্মান করি। আমি মনে করি আমরা লোকেদের আসতে, সমাবেশ করতে, তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করতে উৎসাহিত করি। এটাই আমাদের দেশের সুন্দর প্রক্রিয়া। তবে, আমরা এমন কোনও লোককে সমর্থন করব না যারা তাদের মুখ লুকিয়ে রেখে আক্রমণ করবে বা ঘৃণামূলক বক্তব্য ছড়াবে এবং অন্যদের তা করতে উৎসাহিত করবে। আমরা এটা হতে দেব না।

২০১৯ সালে যখন করোনা মহামারী সবর্ত্র ছড়িয়ে যায় তখন ফেইস মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়। তবে সম্প্রতি ইসরায়েল-বিরোধী বিক্ষোভের সময়ে মাস্ক পরে বিদ্বেষ ছড়ানো পরিলক্ষিত হয়েছিল।

বিধায়ক হাওয়ার্ড কোপেল বলেন, ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায়শই মুখোশ পরা ব্যক্তিদের দ্বারা ইহুদি বিদ্বেষী ছড়ানো হচ্ছে।

নিউইয়র্ক সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন নাসাউ কাউন্টির আঞ্চলিক পরিচালক সুসান গোটেহরার বিক্ষোভের সময় মুখোশের ব্যবহারকে রক্ষা করেছেন।

গোটেহরার বলেন, মাস্কগুলি এমন লোকদের রক্ষা করে যারা অজনপ্রিয় রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করে। বেনামী প্রতিবাদ করা, বেআইনি রাজনৈতিক পদক্ষেপকে সমর্থন করা এবং নির্বাচনী প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত, যা প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে ডক্সিং, নজরদারি এবং প্রতিশোধের দিকে পরিচালিত করে।

রাশিয়ার ১ হাজার বর্গ কিমি. এলাকা ইউক্রেনের দখলে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গত সপ্তাহেই রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে ইউক্রেনের বাহিনী। ইউক্রেনের সেনাপ্রধান দাবি করেছেন, তাঁর বাহিনী কুরস্কের অন্তত ১ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে। সোমবার রাতে বিবিসির একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদনে এই খবর জানা গেছে।

ইউক্রেনের সেনাপ্রধান জেনারেল অলেক্সান্ডার সিরস্কি জানিয়েছেন, তাদের সামরিক অভিযানের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। টেলিগ্রামে প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কির শেয়ার করা একটি ভিডিওতে এই ঘোষণা দেন তিনি।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে কুরস্ক অঞ্চল থেকে প্রায় ১ লাখ ২১ হাজার বাসিন্দাকে সরিয়ে নিয়েছে রুশ কর্তৃপক্ষ। পুতিনের সঙ্গে এক বৈঠকে 'পরিস্থিতি খুব কঠিন' উল্লেখ করে কুরস্কের ভারপ্রাপ্ত গভর্নর আলেক্সি স্মিরনভ জানিয়েছেন, ইউক্রেনের বাহিনী ওই অঞ্চলের ২৮টি গ্রাম এখন নিয়ন্ত্রণ করছে। শুধু তাই নয়, ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় এখনো ২ হাজার রুশ নাগরিক রয়ে গেছে।

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (প রিষ্কার - প রিচ্ছন্নত া) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ আগস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে দুইজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৭১৮-৩১৪-৭৯১৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

3 Bed, 1 Bath, Living Dining and Kitchen. (বাসা হতে ওয়ার্কিং দূরত্বে মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারি শপ।) ADD: 27 peace st, Buffalo. যোগাযোগ: 518 364 0930

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দুরত্বে ট্রেন ও বাস ১ ব্লক দুরত্বে নতুন রেনুভেটেড দুই বেড, লিভিং ১ বাথ কিচেন ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি স্কুল নিকটে। ভাড়া ২৩৫০ ডলার। ফোন 646-645-9830

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন ও ১০৯ রোডের নিকটে ৭ মিনিট দুরত্বে ট্রেন ও বাস সংলগ্ন বাস লাইন বেসমেন্ট, ১ বেড, ১ বাথ, কিচেন নতুন রেনুভেটেড ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ, গ্রোসারি, স্কুল নিকটে। ভাড়া ১৩৫০ ডলার। স্বামী স্ত্রী অগ্রাধিকার। ফোন 646-645-9830

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে।
ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া (sub let)

South Richmond hill এ নিরিবিলি পরিবেশে ১ লা জুলাই/২০২৪ থেকে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে (850 $). স্বামী-স্ত্রী অগ্রগন্য! যোগাযোগ=347 653 6748

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৮৯০-১৭৪০

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com
Phone 850-866-9012

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।)
যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

বাংলাদেশে হতাহতের ঘটনায় হেকিম জেফরির উদ্বেগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

ইউএস কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাট দলীয় নেতা হেকিম জেফ্রিস এক বিবৃতিতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বাংলাদেশে সংঘটিত সহিংসতা, হতাহত এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় গভীরভাবে উদ্বেগ ও দুঃখ প্রকাশ এবং তার নির্বাচনী এলাকা বিশেষ করে ব্রুকলীনে বসবাসকারী বাংলাদেশী-আমেরিকান সহ যারা ক্ষতিগ্রস্তদের হয়েছেন সেই সকল পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

৭ আগস্ট বুধবার প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উন্নয়ন অব্যাহত এবং নতুন নেতৃত্ব অবশ্যই দেশে গণতান্ত্রিক নীতি এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সকল হামলার তদন্ত পূর্বক দায়ীদের জবাবদিহিতার মধ্যে আনবে। বিবৃতিতে হেকিম জেফরি ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ন্যায়বিচার দাবি করে বলেন, বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসনের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতির নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখবে এবং আমরা সকল পক্ষকে সহিংসতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাই।

শেখ হাসিনার অভিযোগ হাস্যকর: বেদান্ত প্যাটেল

শেখ হাসিনার পতন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বেদান্ত প্যাটেল

শেখ হাসিনার পদত্যাগের সঙ্গে আমেরিকা জড়িত নয় বলে জানিয়েছে দেশটি। গতকাল মঙ্গলবার নিয়মিত সংবাদ সম্মলনে এ কথা জানান আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তরের উপপ্রধান মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল।

সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে প্যাটেল বলেন, 'এটি হাস্যকর। শেখ হাসিনার পদত্যাগের সঙ্গে আমেরিকা জড়িত ছিল- এমন ধারণা একেবারেই মিথ্যা। আমরা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে প্রচুর বিভ্রান্তিকর তথ্য দেখেছি। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। আমরা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সঠিক তথ্য জোরদার করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

এর আগে সোমবার ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসের ব্রিফিংয়ে প্রেস সেক্রেটারি কারিন জ্যঁ-পিয়েরে বলেন, শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা রয়েছে– এমন অভিযোগ একদম মিথ্যা।

ব্রিফিংয়ে সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, 'বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছেন, তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরাতে বাধ্য করার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা আছে। বাংলাদেশের একটি দ্বীপ ওয়াশিংটনের হাতে তুলে না দেওয়ার কারণে তাঁর (শেখ হাসিনা) এমন পরিণতি। দ্বীপটি দিতে রাজি হলে তিনি হয়তো ক্ষমতায় টিকে যেতেন। এমন অভিযোগের বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া কী?'

জবাবে কারিন জ্যঁ-পিয়েরে বলেন, 'এসবের পেছনে আমরা জড়িত নই। মার্কিন প্রশাসনের জড়িত থাকা নিয়ে যে কোনো প্রতিবেদন বা গুঞ্জন ডাহা মিথ্যা, একদমই সত্য নয়।'

গত রোববার ভারতের দ্য প্রিন্টসহ ভারতের কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে শেখ হাসিনার একটি বার্তা প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয় তিনি বলেছেন, 'সেন্টমার্টিন দ্বীপ দিতে রাজি হননি বলেই তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। আর এর পেছনে রয়েছে আমেরিকা।'

তবে শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় রোববার রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে নিজের ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট থেকে বার্তা দেন। সেখানে তিনি লেখেন, 'আমার মায়ের পদত্যাগের বিষয়ে একটি বিবৃতি গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে, যা পুরোপুরি মিথ্যা ও বানোয়াট। আমি একটু আগে তাঁর (শেখ হাসিনা) সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছি। তিনি ঢাকা ছাড়ার আগে বা ঢাকা ছাড়ার পরে এ পর্যন্ত কোনো বিবৃতি দেননি।'

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে গত জুলাই থেকেই উত্তাল বাংলাদেশ। পরে এই আন্দোলন রূপ নেয় সরকারপতনের আন্দোলনে। গণ আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন শেখ হাসিনা।

ভাবিয়া নিয়ো সুবিধা, সুবিধা নিয়া ভাবিও না !

রেজাউল হক নাঈম

অত্যন্ত উৎকন্ঠার মধ্যে গত কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করলাম। প্রবাসীদের অধিকাংশই এই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ না করতে পারলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ সক্রিয় ছিল। নিজ নিজ অবস্থান থেকে ফেসবুক, ইউটিউব ভিডিওর মাধ্যমে নিজেদের মতামত এবং সমর্থন প্রকাশ করেছেন যা গত পনের বছরে ছিলো অকল্পনীয়। প্রবাসীদের সর্বোচ্চ সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ইউটিউবের ভিডিওগুলো দেখে বোঝা যায়।

প্রবাসী শিক্ষিত সমাজের অনেকেই লেখালেখির মাধ্যমে ছাত্রদের উৎসাহিত করতে পেরেছে, এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পার্ডু বিশ্ববিদ্যালয় এবং বর্তমান কর্মস্থল, ইউনিভার্সিটি অব মিজোরি, কলাম্বিয়ার বাংলাদেশী ছাত্র সংস্থা দুইবার একাত্মতা ঘোষণা করে ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ সভা আয়োজনের পাশাপাশি লিখিত বিবৃতি দিয়েছে। যেখানেই বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী রয়েছে সেখানেই দেশে ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছেন। আবেগ উৎকন্ঠায় নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন প্রবাসীরা।

শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়া বেশিরভাগ মানুষকে যতটা আনন্দিত করেছে, নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ গ্রহণের আগে পর্যন্ত স্বৈরশাসকের আটকে থাকা নেতা কর্মী আর সুবিধাভোগীদের লুটতরাজ সবাইকে ব্যথিত করেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, বিশেষ করে সেনাবাহিনী এবং বিভিন্ন এলাকাবাসীদের সহায়তায় বহু এলাকায় আক্রমণ রোধ করা গেলেও অনেক জায়গায় এসব আক্রমণ ঠেকানো যায়নি। যা স্বাধীনতার আন্দোলনকে ম্লান করে দিচ্ছে।

যখন এই লেখাটি লিখছি নতুন সরকার আরো ৩০ ঘন্টা পরে শপথ গ্রহণ হতে পারে। এমন খবর শুনে ইচ্ছা করছিলো যদি দ্রুত কোন ভাবে শপথ গ্রহণটা করানো যায়।এতে যদি দেশের পরিস্থিতি উন্নতি হয় যাতে সবাই এই আনন্দ উপভোগ করতে পারে কেননা অধিকাংশই এই আন্দোলনে স্বত:স্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করেছে, কেউ রাজপথে, কেউ ফেসবুকে, কেউবা নামাজের বিছানায় মোনাজাতে।

খবরে দেখছি যে, শহীদের রক্ত না শুকানো আগের বিএনপি সমাবেশ ডেকেছে। একটা দল কিভাবে ১৫ বছর পরে কি ন্যাক্কারজনক ভাবে নিজের অবস্থান জানান দিলো। এতোই যখন তাদের জনসমাবেশের শখ, তাহলে এতোদিন কেন তারা আন্দোলন করে এই স্বৈরাচার সরকারকে তাড়ায়নি? শত শত শহীদের প্রাণ আর রক্তের উপর ভর করে আনা এই স্বাধীনতা কি ছাত্ররা এজন্যই এনেছিলো? তাদের কি আরেকটু অপেক্ষা করার উচিৎ ছিলো না?

স্বাধীন বাংলাদেশের গত কদিনে বহু আওয়ামিলীগ নেতা কর্মী আর সুবিধাভোগী ছাত্রজনতার হাতে মার খেতে দেখা যায়, অনেকে আবার গণপিটুনীতে মারা ও গিয়েছেন। আমার প্রশ্ন, কেনো আপনার উপর জনগণের এতো ক্ষোভ থাকবে যে, পিটুনি দিয়ে মেরে ফেলবে? আপনি এমন কি করেছেন যে, আপনাকে গনপিটুনী খেতে হবে? আপনি কি এমন সুবিধা ভোগ করেছেন যে, উত্তেজিতো জনতা আপনাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। কেন আপনাকে পালাতে হবে? এমন সব প্রশ্ন আমার মনে ঘুরপাক খায়।

একাত্তরে পাকহানাদার বাহিনীর হাত থেকে স্বাধীনতা আনতে সর্বস্তরের জনগন এক কাতারে থেকে যুদ্ধ করেছিলো। তখন মানুষের মধ্যে এতো বিভাজন ছিলো না, তাহলে এখন এত বিভাজন কেন? রাজনীতিবিদরাই কি তাহলে জনগণের মধ্যে বিভাজন করে রাখে? আজকের এই ছাত্ররাকি তাহলে রাজনীতিবিদের এই ফাঁদ ধরে ফেলেছে? কোন বহি:শক্তির সাহায্য ছাড়া ১৫ বছরে স্বৈরাচারী সরকারের মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে থাকা জাল সমূলে উৎপাটন করতে অনেকটা সক্ষম হয়েছে। ছিন্নমূল কর্মীরা যখন নেতার আদেশে শেষ মুহূর্তে ছাত্রদের ধরে ধরে মারছে, নেতারা অনেকেই বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে বিমান ধরে পলায়নের অপেক্ষায়। তাহলে আপনি কর্মী হিসাবে কার আদেশে কি করছেন তা কি একবার ভাবা উচিৎ না?

শিক্ষিত সমাজের অনেকেই স্বৈরাচারের কাছে থেকে সুবিধা নিয়ে একটা স্বৈরাচার তৈরি হতে সাহায্য করেছেন। তাই প্রবাসেও এই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অনেককেই ছিলেন অনুপস্থিত, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ছিলেন নিশ্চুপ। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সমর্থনকারী অনেকে আবার অনেক স্বৈরাচার সমর্থকদের কাছ থেকে প্রবাসেও হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে।

স্বাধীনতা ২.০ অর্জনের পর এমন খুশীর দিনে যাতে আপনাকে চুপ থাকতে না হয় তাই বলি, কারো কাছে থেকে সুবিধা নেয়ার আগে ভাবুন এই সুবিধাভোগের কারণে আপনাকে কোন অন্যায় কাজে সহযোগিতা করতে হবে কিনা, গনপিটুনি খেতে হবে কি না, দেশের আনন্দের কোন দিনে পলাতক বা চুপ থাকতে হবে কি না।

সবশেষে, এই আন্দোলনে আবু সাইদ, তন্ময় বড়ুয়া, মুগ্ধসহ নাম না জানা সকল শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। হাসিনা সরকারের মতো যেন আর কোন স্বৈরাচার তৈরি না হয়। মানুষের মাঝে কারো কাছে সুবিধা নেবার পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করার মতো শুভ বুদ্ধির উদয় হোক।

শেখ হাসিনার পলায়নের খবরে বিজয় মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ

মিশিগান

পার্থ সারথী দেব

শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ থেকে পালিয়ে যাবার খবর যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে পৌঁছলে গত ৫ আগষ্ট সোমবার অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক শহরে বিজয় মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। জানা গেছে ঐদিন বিকেলে ডেট্রয়েট ও হ্যামট্রাম্যাক শহরে আনন্দ মিছিল বের হয়। এ মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েট, হ্যামট্রাম্যাক, ওয়ারেন, স্টার্লিং হাইটস, মেডিসন হাইটস, ট্রয়সহ বিভিন্ন শহর থেকে আগত প্রবাসী বাংলাদেশিরা। হ্যামট্রাম্যাক শহরের বাংলাদেশ অ্যাভিনিউ থেকে মিছিল বের করে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন তারা। এ সময় তাদের হাতে বাংলাদেশের পতাকা ও ফেস্টুন দেখা যায়। এ মিছিলে মিশিগানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা, কর্মী, সাধারণ মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও এ উপলক্ষ্যে ডেট্রয়েট শহরের জেইন পার্কে মিষ্টি বিতরণ, আতশবাজি ও টি শার্ট বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য কোটা আন্দোলন শুরুর পর থেকেই মিশিগান প্রবাসী বাংলাদেশি বিভিন্ন সংগঠন, জনতা এ আন্দোলনকে সমর্থন দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সমাবেশ ও বক্তব্য প্রদান করেন।

ইসরায়েলে ২ হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলের কাছে নতুন করে ২ হাজার কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এই অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দেন। দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন প্রায় ১৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের এফ-১৫ যুদ্ধবিমান এবং সরঞ্জাম বিক্রির অনুমোদন দিয়েছেন। সে সঙ্গে, ট্যাংকের কার্তুজ, মর্টারের কার্তুজ এবং সাঁজোয়া যান বিক্রির অনুমোদন দিয়েছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

SECURITY CAMERA
আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি
কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।
PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জব জব জব
আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।
সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।
তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।
আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com
এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, ন্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

হোয়াইট হাউজের সামনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতিবাদ

সংখ্যালঘু নির্যাতন

সুবীর কাস্মীর পেরেরা

আওয়ামী লীগ সরকারের পতন এবং দেশব্যাপী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও লুটপাটের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে প্রবাসী সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। এতে মেট্রো ওয়াশিংটনে বসবাসরত প্রবাসী হিন্দু সপ্রদায়ের নারী-পুরুষ অংশ নিতে দেখা গেছে।

প্রতিবাদ সমাবেশে দেশব্যাপী হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন, মন্দির ও বাড়িতে লুটপাট ও প্রতিমা ভাঙ্গায় তীব্র প্রতিবাদ ও দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়েছে। শনিবার সকাল ১০ ঘটিকা থেকে দুপুর ১২ ঘটিকা পর্যন্ত এ সমাবেশে বিপুল সংখ্যক সনাতন ধর্মের মানুষ অংশ নেয়।

সমাবেশে বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দেশে যে কোন নির্বাচন পূর্ব কিংবা পরবর্তী সময়ে ব্যাপক হরে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করা হয়। কেন করা হয় কিংবা কারা করে তাদের কারো বিচার কোন সরকার করে না।

সমাজ কর্মী তপন দত্ত বলেন, বাংলাদেশ আমার দেশ, এই দেশে আমার জন্ম এবং এই দেশেই আমি মরতে চাই। কিন্তু আমরা চাই একটি বেঁচে থাকার সুস্থ পরিবেশ। আমরা কেন পরাধীন ভাবে দেশে বাস করব?

সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন, বিপ্লব দত্ত, পঙ্কজ চৌধুরী, নারায়ণ দেবনাথ, রতন দাস, জীবক বড়ুয়া, আমিনসহ আরো অনেকে।

গত সোমবার হাসিনা সরকারের পতনে উত্তর বঙ্গ এলাকার হিন্দু এবং খ্রিষ্টান আদিবাসীদের ওপর চলে গণহারে লুটপাট, নির্যাতন, বাড়িঘর ও মন্দির ভাঙচুর।

এই ঘটনার প্রতিবাদে নওগাঁ, ঢাকার শাহবাগ,চট্টগ্রাম এবং উত্তর আমেরিকার ভিবিন্ন অঙ্গরাজ্যে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা।

মধ্যপ্রাচ্যে সাবমেরিন পাঠাল আমেরিকা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষেপণাস্ত্রবাহী সাবমেরিন পাঠিয়েছে আমেরিকা। অঞ্চলটিতে চলমান উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই সাবমেরিন পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর– পেন্টাগন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষেপণাস্ত্রবাহী সাবমেরিন ইউএসএস জর্জিয়া ও বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। হামাস প্রধান ও হিজবুল্লাহর এক শীর্ষ নেতাকে হত্যার পর আঞ্চলিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই নির্দেশ দেন তিনি। পেন্টাগনের এক বিবৃতিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ইসরায়েল রক্ষার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন অস্টিন। একিসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক বাহিনীর শক্তি ও সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছেন তিনি।

ইউএসএস জর্জিয়া নামের ক্ষেপণাস্ত্রবাহী সাবমেরিনটি গত জুলাইয়ে ভূমধ্যসাগরে অবস্থান করছিল। অপরদিকে ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন এশিয়া প্যাসিফিকে অবস্থান করছে।

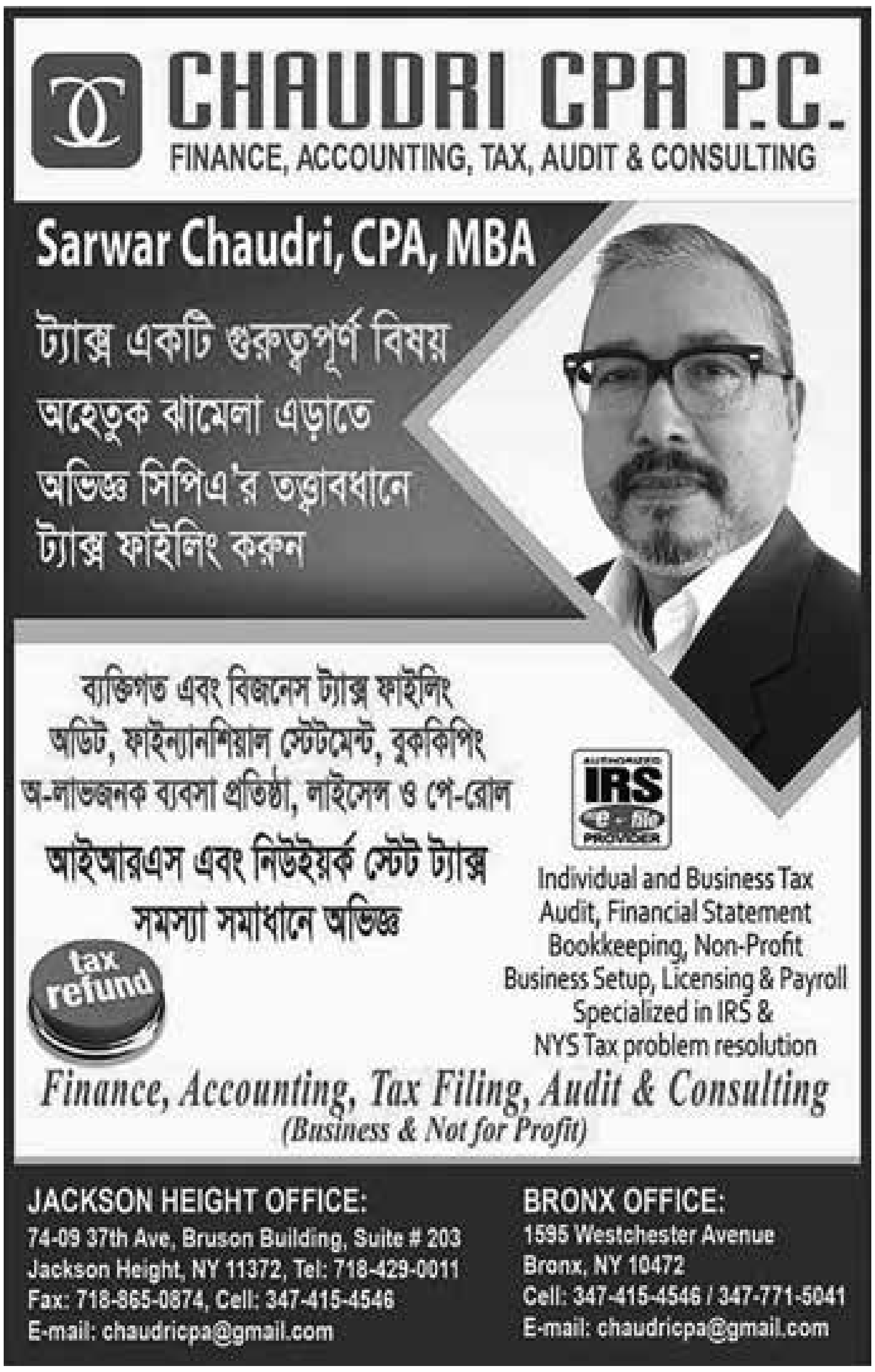

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিচার হতে পারে

আইন উপদেষ্টার মত

ঢাকা অফিস

আসিফ নজরুল

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে করতে চায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। প্রচলিত আদালতের বদলে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে গঠিত ট্রাইব্যুনালে বিচার সম্ভব কিনা, তা নিয়ে আইনজ্ঞদের দ্বিমত থাকলেও ১৪ আগস্ট বুধবার হাসিনাসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে শেখ হাসিনা সরকার ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। জামায়াতের কয়েকজন শীর্ষ নেতাসহ শতাধিক স্বাধীনতাবিরোধীকে সাজা দেয় ট্রাইব্যুনাল। এই প্রথম স্বাধীনতাবিরোধী নয়, এমন কারও বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ পড়ল।

১৪ আগস্ট সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল জানান, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত যেসব গণহত্যা, হত্যাকাণ্ড ও গুলির ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর নির্দেশদাতা হিসেবে শেখ হাসিনার বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হতে পারে। এসব হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তি, যারা আদেশ দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালস আইনে বিচারের আওতায় আনা সম্ভব।

তবে ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রসিকিউটর রানা দাশগুপ্ত সমকালকে বলেন, ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রবাসী সরকার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিচারে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। আইন হয় ১৯৭৩ সালের ২০ জুলাই। আইনটির উদ্দেশ্যই ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়কার মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করা। তাই ট্রাইব্যুনালে বর্তমান সময়ে সংঘটিত অপরাধের বিচার হতে পারে না। ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার জন্য দণ্ডবিধি এবং সাক্ষ্য আইন প্রযোজ্য নয়। শুধু যুদ্ধাপরাধীর বিচারের উদ্দেশ্যে এ বিধান রাখা হয়েছে। এসব কারণে ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিচারের যৌক্তিকতা নেই।

শেখ হাসিনা সারাদেশে ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি, হত্যার নির্দেশ ও পরিকল্পনাকারী আখ্যা দিয়ে গতকালই তিনিসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ করা হয়।

সাবেক প্রতিমন্ত্রী দূতাবাসে লুকিয়ে থাকার দাবী 'মিথ্যা'

ঢাকা ডেস্ক

সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত ফরাসি দূতাবাসে লুকিয়ে আছেন বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে দাবি উঠেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে নাকচ করেছে ঢাকাস্থ ফরাসি দূতাবাস। ১৪ আগস্ট বুধবার ঢাকার ফরাসি দূতাবাসের ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, 'সাবেক মন্ত্রী আরাফাত ফরাসি দূতাবাসে লুকিয়ে আছেন এমন গুজব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।' গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে ভারতের দিল্লিতে পালিয়ে যান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।

মুনা'র কনভেনশনে ন্যায় প্রতিষ্ঠার

শেষ পৃষ্ঠার পর

এবারের কনভেনশনে নতুন প্রজন্মের ব্যাপক উপস্থিতি। সামার ভ্যাকেশনের সুযোগে শিক্ষার্থীরা তাদের অভিভাবকদের সাথে এই কনভেনশনে অংশ নিচ্ছেন বলে অনেকেই জানান। এছাড়াও কনভেনশনের আয়োজনেরও প্রশংসা করেছেন অনেকেই।

সরজমিনে আরও দেখা গেছে, লাইনে দাড়িয়ে রেজিস্ট্রেশন করেছেন অংশগ্রহণকারীরা। তারপর যোগ দিয়েছেন মূল অনুষ্ঠানে। এদিকে কভেনশনের বিভিন্ন আলোচনা ও সেমিনারের মাঝে মাঝে মুনার সোস্যাল সার্ভিস, আল কোরআন দাওয়াহ সেন্টার প্রভৃতি সংগঠনের কার্যক্রম ভিডিও কার্যক্রমের মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি এসব কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সবার সহযোগিতা কামনা করা হয়। অন্যান্য হলে অনুষ্ঠিত হয় বিষয় ভিত্তিক সেমিনার। ছিলো ইয়্যুদের জন্য বিশেষ সেমিনার। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও বাংলাদেশ ও ফিলিস্তিনেও বিভিন্ন মানববিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

এ ছাড়াও কনভেনশনের স্পন্সর সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও সংক্ষেপে তাদের কর্মকান্ড তুলে ধরেন। কনভেনশন সেন্টারে বিভিন্ন পণ্যের ১৩৫টি স্টল স্থান পায় বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

কনভেনশনে আগতদের স্বাগত জানান মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন-অর রশীদ ও কনভেনর আরমান চৌধুরী। কনভেনশনের বিভিন্ন পর্বে আল কোরআন ও হাদিসের আলোকে তিন দিনের আলোচনায় মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট, সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসেন ও আবু মোহাম্মদ নূরুজ্জামান এবং বাংলাদেশ থেকে আগত ড. আবুল কালাম আজাদ বাশার, লন্ডন থেকে আগত ব্যারিস্টার হামিদ হোসেন আজাদ আলোচনায় অংশ নেন।

এতে আরও আলোচনা করেন— নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মির্জা আবু জাফর বেগ, ড. ইয়াসির কাধি, ইমাম ড. ওমর সুলেমান, ইমাম সিরাজ ওয়াহহাজ, মুফতি হুসাইন কামানি, শন কিং, ইমাম সুলেমান হানি, শায়খ আব্দুল নাসির জাংদা, উস্তাদ তাইমিয়া জুবায়ের, ইমাম ড. মোহাম্মদ আবু তালেব, ড. আলতাফ হোসেন, ইসমাহান আবদুল্লাহি, ওসামা আবু ইরশাইদ, ড. সাইয়েদুর রহমান চৌধুরী, আবদুর রহমান খান, ড. জাহিদ বুখারী।

নিউইয়র্কে হোম কেয়ার

শেষ পৃষ্ঠার পর

যার মাধ্যমে হোমকেয়ার সার্ভিসে স্বস্তি ফিরে এলেও নতুন করে ঘন্টাপ্রতি হোমকেয়ার সার্ভিস চার্জ কমিয়ে দেওয়ার এ ব্যবসায় আগ্রহ হারাচ্ছেন অনেকেই।

হোমকেয়ার ব্যবসা পরিচালনায় নতুন এ আইনের মাধ্যমে এ খাতটি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে দাবি করছেন ব্যবসায়ীরা। আগে প্রতিষ্ঠানগুলো ঘন্টাপ্রতি ২৪-২৫ ডলার সেবা দানকারীকে দিলেও এখন তার থেকে কমিয়ে দেয়া হয়েছে প্রায় ৫ ডলার। এতে করে লোকসান এড়াতে অনেক প্রতিষ্ঠানই করছে ব্যয় সংকোচন। কেউ কেউ করছে কর্মী ছাটাইও।

হেলথ ডিপার্টমেন্টের এ আইনটির মাধ্যমে হোম কেয়ার সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করছেন এ খাতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। তারা জানান, হেলথ ডিপার্টম্যান্ট যে রেট নির্ধারণ করে দিয়েছে সবমিলে আমাদের খরচও এর থেকে বেশি হয়ে যায়। সেখানে এ রেটে প্রতিনিয়ত লোকসান দিয়ে তো আমরা সেবা দিতে পারব না। একসময় নিরুপায় হয়ে যাতে আমরা ব্যবসা ঘুটিয়ে নিই সে চক্রান্তই করা হয়েছে এ আইনের মাধ্যমে।

গত কয়েক মাস ধরে গভর্ণর ক্যাথি হকুল নিউইয়র্কে সেবা প্রদানকারী ৭শ হোমকেয়ার সার্ভিস এজেন্সিকে একটি প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত করার চেষ্টা করছেন। এ নিয়ন্ত্রণ করা হলে হোমকেয়ার ব্যবসা আরো কঠিন হয়ে যাবে বলেও মনে করছেন অনেকেই। এতে করে অনেক কর্মী তাদের চাকরি হারাবেন বলেও আশঙ্কা করেন তারা।

গভর্ণর ক্যাথি হকুলের এই পদক্ষেপ প্রসঙ্গে সারাহ হোমকেয়ারের প্রেসিডেন্ট জিসি বলেন, এই সেবাটি আত্নীয় স্বজন এবং পরিচিত জনের মধ্যেই বেশী হয়। বাহিরের লোক এসে তারা এত গুলো এজেন্সীকে হ্যান্ডেল করা সম্ভব হবেনা বলে মনে করেন।

সেবাদানকারীদের ঘন্টা প্রতি ১৯.০৯ ডলার করা প্রসঙ্গে এসেনসিয়াল হোমকেয়ারের সিইও মোহাম্মদ হোসেন ইশতিয়াক বলেন, এখন আর নির্ধারিত রেটের বাইরে কেউ দিতে পারবেনা। এবং এজেন্সি গুলো ট্যাক্স দেয়ার পর আর তেমন একটা লাভের সম্ভাবনা নেই। এই জন্য সামনে হোমকেয়ার ব্যবসা সংকুচিত হয়ে আসবে বলে তিনি মনে করেন। ইমিগ্রেন্ট হোমকেয়ারের সিইও গিয়াস আহমেদ বলেন, গভর্ণর ক্যাথি হকুলের একটি এজেন্সিকে দায়িত্ব দেয়ার পদক্ষেপের ফলে হোমকেয়ার ব্যবসায়িদের মধ্যে আরো হতাশা বেড়েছে। তবে আমি গভর্ণর ক্যাথি হকুলের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সরাসরি তাকে জানিয়েছি। তিনি আমার ব্যাখ্যাটি বিবেচনা করবেন বলে জানিয়েছেন।

জীবন মানের জন্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

সক্রিয়ভাবে কাজ করছে প্রশাসন।

জুনের শুরুতে যখন গুরুতর মানসিক রোগে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি ১৪তম স্ট্রিটে তিনজনকে আক্রমণ করেছিল, তখন এটি লোয়ার ইস্ট সাইড এবং নিউইয়র্ক শহরকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। যদিও শহরের সাধারণ অপরাধের হার হ্রাস পাচ্ছে এবং এই ধরনের ঘটনাগুলি ব্যতিক্রম রয়ে গেছে, তবু সহিংসতা ঘটছে। এই ঘটনাটি কোভিড-১৯ এর পর থেকে সম্প্রদায়ের মধ্যে যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকেই মূলত জননিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তাকে তোলে ধরে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমাদের প্রশাসন অবিলম্বে ব্যবস্থা নিয়েছে, যেন জননিরাপত্তা হুমকির মুখে না পড়ে।'

নিউইয়র্ক সিটিকে নিরাপদ, আরও সাশ্রয়ী, এবং কর্মজীবী নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য আরও বাসযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে অ্যাডামস্ প্রশাসন। সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ মনে করেন, বসবাসযোগ্যতার একটি মূল দিক হল জননিরাপত্তা এবং জীবনযাত্রার মানের অবনতির সমস্যাগুলির সমাধান করা। সোমবার আগস্ট ১২, কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, 'বেআইনি বিক্রি, খুচরা চুরি, পদার্থের ব্যবহার, মানসিক স্বাস্থ্য সংকট, বেআইনি ভেন্ডিং এবং লাইসেন্সবিহীন গাঁজার দোকানের মতো সমস্যাগুলি আমাদের রাস্তায় কোনও স্থান নেই।'

অ্যাডামস্ বলেন, 'এই উদ্যোগগুলি আমাদের "কমিউনিটি লিঙ্ক" প্রোগ্রামের একটি অংশ, যার লক্ষ্য আমাদের শহরের নিরাপত্তা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে বিভিন্ন সংস্থা এবং আশেপাশের অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা করা। তারা যে সম্প্রদায়গুলিকে পরিবেশন করে তাদের জীবনের গুণমানের উদ্বেগগুলি সমাধান করার জন্য, Community Link গত ১৮ মাসে ৬০০টিরও বেশি অপারেশন সম্পন্ন করেছে এবং ৮০০টিরও বেশি অভিযোগের সমাধান করেছে৷ আমাদের অংশীদারদের মধ্যে রয়েছে আমাদের স্থানীয় নির্বাচিত কর্মকর্তা, কমিউনিটি সংস্থা, NYPD, গৃহহীন সেবা, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য ও মানসিক পরিচ্ছন্নতা বিভাগ। আমরা স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে প্রতিবেশীদের উপকার করে এমন উন্নতি অর্জনে সহযোগিতার মূল্য স্বীকার করি।'

এই প্রচেষ্টাগুলি ইস্ট ১৪তম স্ট্রিটে একটি নতুন NYPD মোবাইল কমান্ড সেন্টারে $১ মিলিয়ন বিনিয়োগের উপর কেন্দ্রীভূত হবে, যা করিডোরে একটি দৃশ্যমান উপস্থিতি বজায় রেখে আইন প্রয়োগকারীকে সহজেই এবং দ্রুত আশেপাশের চাহিদাগুলির সাথে সাড়া দিতে সক্ষম করবে৷ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং সংস্থানগুলি NYPD কমান্ড সেন্টারে উপলব্ধ, যা জুনের বাজেটের দ্বারা সম্ভব হয়েছে এবং অ্যাডামস্ প্রশাসন অনুমোদন করেছে। অ্যাডামস্ বলেন, 'এটি আমাদেরকে গুরুতর অপরাধ থেকে শুরু করে জীবন-মানের উদ্বেগ পর্যন্ত বিস্তৃত পরিস্থিতিতে দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে প্রতিক্রিয়া জানাতে দেয়। সম্প্রদায় এটির জন্য অনুরোধ করছে, এবং আমাদের সরকার সময়মত জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান সরবরাহ করতে পেরে সন্তুষ্ট হয়েছে। প্রথমে, কমান্ড সেন্টারটি ১৪তম স্ট্রিটের ফার্স্ট এভিন্যুউ এবং এভিন্যুউ এ-এর মধ্যে স্থাপন করা হবে। তবে সর্বাধিক দক্ষতা এবং কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী মোবাইল থাকার বিকল্প থাকবে।'

> অ্যাডামস্ বলেন, 'এটি আমাদেরকে গুরুতর অপরাধ থেকে শুরু করে জীবন-মানের উদ্বেগ পর্যন্ত বিস্তৃত পরিস্থিতিতে দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে প্রতিক্রিয়া জানাতে দেয়।

এছাড়াও, মাল্টি-এজেন্সি দলগুলি গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আশেপাশের বর্ধিত ওয়াকথ্রু পরিচালনা করছে, শহরের রাস্তাগুলিকে পরিপাটি করছে এবং যাদের প্রয়োজন তাদের তাত্ক্ষণিক সহায়তা প্রদান করছে। দৃশ্যমানতা উন্নত করতে নতুন লাইট ইনস্টল করা হয়েছে এবং স্থানীয় ব্যবসার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে অ্যাডামস্ প্রশাসন।

অ্যাডামস্ বলেন, 'এমনকি আমরা উদ্ভাবনী সমাধানগুলি ব্যবহার করে একটি WhatsApp চ্যানেল সেট আপ করি যাতে কোম্পানির নির্বাহীরা স্থানীয় পুলিশের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে, উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারে এবং সমস্যার রিয়েল-টাইম প্রতিক্রিয়া পেতে পারে। অনেক লোক নিরাপদ সম্প্রদায় তৈরি এবং টিকিয়ে রাখার সাথে জড়িত, যার মধ্যে রয়েছে ৯তম এবং ১৩তম প্রিসিনক্ট অফিসাররা সক্রিয়ভাবে এলাকার অপরাধের হার কমানোর জন্য লড়াই করেছে৷ আমাদের সম্প্রদায়গুলিকে নিরাপদ এবং বাসযোগ্য রাখার জন্য, আমাদের অবশ্যই সহযোগিতা চালিয়ে যেতে হবে, এবং '১৪তম স্ট্রিট কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট কোয়্যালিশন' তা করবে। আমাদের প্রশাসন এখানে এবং সমগ্র নিউইয়র্ক সিটিতে সর্বদা জননিরাপত্তা প্রদানে সজাগ থাকবে।'

আশা গ্রুপের সিইও আকাশ রহমানের বাবার মৃত্যুবার্ষিকী পালন

জলি আহমেদ

যুক্তরাষ্ট্রের নিইউয়র্কে শিক্ষানুরাগী ও সমাজ সেবক শামসুর রহমান মিয়ার ১৪তম মৃত্যু মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্টি সেন্টারে কোরআন খানি ও দোয়া মাহফিল হয়।

দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন নিইউয়র্কের বাঙালি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ। মাহফিলে শামসুর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনা ও জান্নাতুল ফেরদৌস চেয়ে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করা হয়।

প্রয়াত শামসুর রহমান নিইউয়র্কের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, আশা গ্রুপ অব কোম্পানিজের কর্ণধার ও সাপ্তাহিক সাদাকালো পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি এবং প্রকাশক আকাশ রহমানের বাবা।

মুজিব কি তবে জনতার হলেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

শক্তিশালী নয়। এখানে বিতর্ক ও মতভেদকে নেতিবাচকভাবে দেখার রেওয়াজ। ইতিহাস নিয়ে, একাত্তর নিয়ে, মুজিবকে নিয়ে যেকোনো নতুন অনুসন্ধানের আগে ভাবতে হয় সমাজ কীভাবে নেবে সেটা, আওয়ামী লীগ কীভাবে নেবে, সাইবার অ্যাক্ট ঝামেলা করবে কি না, ডিজিটাল আইনে মামলা হবে কি না, মার খেতে হবে কি না।

অথচ বিশ্বের অন্যত্র রেওয়াজটা পুরোপুরি ভিন্ন। যে পাবলিক ফিগার বিশ্বের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে যত প্রাসঙ্গিক, তাঁকে নিয়ে তত বিতর্ক চলছে। আবার যাঁদের নিয়ে যত আলোচনা হচ্ছে, তাঁরা তত নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন।

বিশ্বজুড়ে প্রায় সব 'বড় নেতা'কে নিয়ে হামেশা নতুন নতুন গবেষণা হচ্ছে। সেসব গবেষণায় ওই মানুষদের নিয়ে নতুন নতুন সত্য পাওয়া যাচ্ছে। সেসব 'সত্য' নিয়ে আবার পুনরায় ময়নাতদন্ত হচ্ছে। কেউ তাতে বাধা দেওয়ার নেই। তাতে ওই সব পাবলিক ফিগারকে নিয়ে পাঠ-পুনঃপাঠ ক্রমে বাড়ছেই। গান্ধী থেকে নেলসন ম্যান্ডেলা পর্যন্ত বহুজনের বেলাতে এ রকমই ঘটছে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বেলায়ও নিত্যনতুন সত্য খুঁজে আনছেন গবেষকেরা। প্রকাশ্যে সাবলীলভাবে সেসব প্রকাশিত হচ্ছে। তাতে সেই সব ঘটনাবলি নিয়ে নতুন প্রজন্মের আগ্রহ বাড়ছে।

কিন্তু গত ১৫ বছর বাংলাদেশে আমরা কী দেখলাম? স্বাধীনতাসংগ্রামের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে আমলাতন্ত্রের আইনকানুনে রীতিমতো আবদ্ধ দেখলাম। তাঁকে নিয়ে স্তুতিই কেবল অনুমোদিত ছিল। বিপুল খরচাপাতি হয়েছে তাঁকে নিয়ে তৈরি নানান কর্মসূচিতে। টনে টনে কাগজ মুদ্রিত হয়েছে তাঁর কথায়। শত শত কোটি টাকা নিয়েছেন নানা জন এসব কারবার থেকে। অথচ শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে লেখা ভালো একটা জীবনীও পেলাম না আমরা।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সিলেবাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর নাম ব্যবহার করে বহু বিভাগ, 'চেয়ার', 'কর্নার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাঠ্যবইগুলোয় তাঁকে নিয়ে অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রীতিমতো প্রতিযোগিতা করে এসব হয়েছে। এসবে যুক্ত থাকা, অংশ নেওয়া, উপস্থিত থাকা, সম্মতি জোগানো, অভিনন্দন জানানোকে আমলাতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতায় পরিণত করা হয়েছিল। তাতে ইন্ধন জোগানোর জন্য অনেক সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটেছিল। এসব নিয়ে যেকোনো ভিন্নমতকে প্রায় দেশদ্রোহীর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বহু বাঙালিকে তাদের নেতা মুজিবের নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু', 'জাতির জনক' ইত্যাদি না লেখার জন্য হেনস্তা করা হয়েছে। বহু আমলা এসব কাজে উৎসাহ ও নেতৃত্ব দিয়ে ভাগ্য বদলে নিয়েছেন। যাঁদের সর্বোচ্চ যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব হওয়ার কথা ছিল, তাঁরা এসব করে সচিব, সিনিয়র সচিব হয়েছেন। রাষ্ট্রদূত হয়েছেন।

কিন্তু শেষমেশ তার ফল কী হলো? নতুন প্রজন্মের ভেতর মুজিবকে স্বমহিমায় কি প্রতিষ্ঠা করা গেল? উত্তর নিশ্চয়ই সবার জানা।

গত ১৫ বছরে যারা স্কুল-কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এল, তারা তো আমলাতান্ত্রিক মুজিব-বর্ষগুলো পেরিয়ে আসা প্রাণ। তাদের কাছে তো মুজিবের কোনো সমালোচনা ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি। তারা তো মুজিব-সম্পর্কিত প্রচার-প্রচারণার ভেতরই বড় হওয়া মানুষ। কিন্তু তাদের এখনকার প্রতিক্রিয়া থেকে কী বার্তা পাই আমরা?

নিশ্চয়ই প্রশ্ন তোলা যায়, এ অবস্থার দায় কার এবং এ থেকে কোনো আত্মসমালোচনা করবে কি না তখনকার সংশ্লিষ্টরা? সেই সব আমলা এখন কোথায়? সচেতন বাড়াবাড়ির মাধ্যমে এই অবস্থা তৈরির মাধ্যমে তাঁরা আসলে কার স্বার্থ হাসিল করেছেন? জীবন্ত মুজিবকে নিজেদের ইচ্ছার ফসিলে পরিণত করেছিলেন তাঁরা কার পৃষ্ঠপোষকতায়?

বিগত বছরগুলোর শেষ দিকে শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে আয়োজিত প্রায় সব কাজে সাধারণ জনগণ তো দূরের কথা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদেরও অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল অতি ক্ষীণ। উচ্চপদস্থ একদল মানুষকে সামনে রেখে কিছু স্তুতিজীবী এসবে থাকতেন। প্রাণহীন এসব অনুষ্ঠান অপ্রয়োজনীয় নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে নির্ধারিত ছকে কৃত্রিমভাবে শেষ হতো।

১৯৭৫ সালে শারীরিকভাবে মারা যাওয়া শেখ মুজিবুর রহমানকে এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আদর্শিক ও সাংস্কৃতিকভাবে হত্যা করা হয়েছিল। মুজিবকে জনতার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। জাতীয় নেতা থেকে তাঁকে দলীয় নেতায় পরিণত করা হয়। কার্যত তাঁকে জনগণ ও বাস্তব মানবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়।

স্বাধীনতাসংগ্রামী মুজিব প্রশাসকও ছিলেন কয়েক বছর। তাঁর প্রশাসনিক পদক্ষেপের অনেক সমালোচনা আছে। এটা অস্বাভাবিক নয়। তাঁর জীবনের সব দিক নিয়ে আলাপ-আলোচনা হলে সেসব থেকে তরুণেরা শিখতে পারত অনেক কিছু। বিশ্বে সমালোচনা ও ভুলের ঊর্ধ্বে কোনো নেতা নেই। ছিলেন না।

কিন্তু একদল তোষামোদকারী মুজিবকে সব ভুলের ঊর্ধ্বে দেখাতে গিয়ে দেবতার চরিত্র দানের চেষ্টায় তাঁকে মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন। এই ছিনিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াটা ছিল নাগরিকদের জন্য খুবই অমর্যাদাকর। তারই প্রতিক্রিয়া দেখেছি আমরা ২০২৪-এর আগস্টে।

সম্প্রতি গণ-আন্দোলনের পর শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্থাপিত যেসব স্থাপনা আক্রান্ত হয়েছে, সেসব আসলে ১৯৭৫ সালে মারা যাওয়া স্বাধীনতাসংগ্রামী শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আক্রোশবশত হয়েছে ভাবলে ভুল হওয়ার শঙ্কা আছে। সেসব হয়েছে তাঁকে নিয়ে গত ১৫ বছর যেসব আমলাতান্ত্রিক বাড়াবাড়ি হয়েছে, তার বিরুদ্ধে। তাঁকে জননেতার বদলে দেবতায় পরিণত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে। তাঁকে বাংলার-মানব-সমাজ থেকে কেড়ে নেওয়ার আমলাতান্ত্রিক কর্মসূচি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে। প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহার করে আড়াল করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে। যাঁরা উল্লিখিত সাম্প্রতিক ভাঙচুরকে মুজিববিরোধী আক্রোশ আকারে দেখছেন, তাঁরা আসলে এখনকার সমাজ-মনস্তত্ত্ব পাঠ করতে অনেকাংশে ব্যর্থ বলতে চাই। প্রকৃতপক্ষে এবারের আগস্টে শেখ মুজিবুর রহমানকে আমলাতন্ত্র ও একটা দলের হাত থেকে জনতার কাছে ফিরে আসার লক্ষণ দেখছি।

এই মুজিবকে নিয়ে মানুষ এখন ইচ্ছামতো কথা বলতে পারবে, লিখতে পারবে, প্রশংসা করতে পারবে, সমালোচনা করতে পারবে, নতুন করে অনুসন্ধান করতে পারবে, বিতর্ক করতে পারবে। কারণ তিনি তাঁদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ জন। তাঁকে স্বাধীনভাবে পর্যালোচনার কথা বলতে গিয়ে কাউকে চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে পড়তে হবে না।

মুজিবের জীবন অনুসন্ধানের বহু দিক এখনো বাকি। তরুণেরা এখন থেকে স্বাধীনভাবে সেসব খুঁজতে পারবে। বলা যায়, অবশেষে মুজিব মুক্তি পেলেন। এখন বরং দেখা দরকার এই মুজিব যেন বেহাত না হন।

একইভাবে মওলানা ভাসানী, শেরেবাংলা ফজলুল হক, জিয়াউর রহমান, কর্নেল আবু তাহের, সিরাজ সিকদারসহ আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যেন সব সময় জনতার আলাপ-আলোচনা-সমালোচনা-প্রশংসার জন্য উন্মুক্ত থাকেন। তাঁদের স্মরণ করার দায় যেন জনগণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া না হয়। সেসব স্মরণ উদ্যোগ যেন সাইবার আইনের মতো সব কালো আইনের কারাগার থেকে মুক্ত থাকে।

মঈনুস সুলতান এবং মাসুম মাহবুবকে নিয়ে আড্ডা

সোহানা নাজনীন

মঈনুস সুলতান এবং মাসুম মাহবুব, আলোকিত এই দুই ব্যাক্তি কে ঘিরে আড্ডা বসেছিল নিউইয়র্কের বাঙ্গালি এলাকায়। গত তিন সপ্তাহের শ্বাসরুদ্ধকর রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনে প্রবাসীদের সবার চোখ ছিল বাংলাদেশের উপর। বর্তমানে মনে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এলেও উদ্বেগ পুরোপুরি কাটেনি। এর মাঝেই মঈনুস সুলতান এবং মাসুম মাহবুব দুজনেই নিউইয়র্কে অবস্থান করেছিলেন।

১২ আগস্ট সোমবার অগাস্ট বিকেলে জ্যাকসন হাইটস প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার অফিস কক্ষে এই আয়োজন হয়। নিউইয়র্কের কিছু লেখক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন সেখানে। পত্রিকা সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী সহ সবাই এক মিনিট দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় স্মরণ করেছেন দেশের জন্য আত্মাহুতি দেয়া বীরদের।

আসর মাতিয়ে রেখেছিলেন মঈনুস সুলতান, বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নাম। তিনি একজন বাংলাদেশী লেখক এবং শিক্ষাবিদ। ২০১৫ সালে ভ্রমণ সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পান। এছাড়াও তিনি প্রথম আলো বর্ষসেরা বই পুরস্কার লাভ করেন। সারাজীবন তিনি দুনিয়াকে উল্টে-পাল্টে দেখে কাটিয়েছেন। তিনি সেই অসাধারণ লেখক, যাঁর লেখা কেবল তাঁরই মতো এবং সেই স্বাদু ভ্রমণগদ্য পড়ার জন্য পাঠক আনন্দ নিয়েই অপেক্ষা করতে পারেন।

গল্পচ্ছলে মঈনুস সুলতান জানালেন, একসময় তিনি সিলেটের খাদিমনগর এলাকায় বয়স্ক শিক্ষার উপরে কাজ করেছেন। ওখানকার বয়স্ক যারা অল্প লেখাপড়া জানে তাদের জন্য 'গ্রাম-বন্দর' নামে একটা পত্রিকাও বের করেছিলেন। এরপর লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, জিম্বাবুয়ে, আফগানিস্তান ইত্যাদি জায়গায় কাজ করার সময় তিনি ঐ ধরনের পত্রিকা তৈরি করেছিলেন। ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটসে কাজ করার সময় পত্রিকা প্রকাশের বিষয়ে তিনি বুকলেট লিখেছিলেন। এই কাজগুলো করতে গিয়ে মঈনুস সুলতান অনুভব করেছিলেন যে, তিনি সাংবাদিকতার মানুষ না, বরং সাহিত্য অঙ্গনের মানুষ। বাঙালিরা পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান, তাই পরবর্তীতে তিনি কমিউনিটির সুখ-দুঃখ নিয়ে পত্রিকা বের করেন। মঈনুস সুলতান আধুনিক ডিভাইসের চাইতে হাতে লিখতে পছন্দ করেন। ফারুক ফয়সাল সম্পাদিত 'কবিতার এক পাতা'র মাধ্যমে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পত্রিকার সাথে যোগাযোগ হয়। সেখানে অনুপ্রাণিত হয়ে আজ অবধি লিখে চলেছেন। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা পত্রিকার জন্যে যারা সময় ও শ্রম দিচ্ছেন তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন মঈনুস সুলতান।

আড্ডায় আরো ছিলেন মাসুম মাহবুব, হিউম্যান কনসার্ন ইউ এস নামের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী। তিনি একজন মানবাধিকার কর্মী, যিনি তার কর্মজীবন উৎসর্গ করেছেন বিশ্বজুড়ে সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায় এবং উদ্বাস্তুদের সাহায্য করার জন্য। তার পুরো কর্মজীবনে, মাসুম মাহবুব জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি, উদ্বাস্তু প্রতিক্রিয়া, খাদ্য নিরাপত্তা এবং সংঘাত প্রতিরোধ সহ বিভিন্ন জটিল বিষয়ের উপর দৃষ্টি রেখেছেন। মাসুম মাহবুব ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটির ও'নিল স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স থেকে অলাভজনক ব্যবস্থাপনায় পাবলিক অ্যাফেয়ার্সে স্নাতকোত্তর করেছেন। তার একাডেমিক প্রশিক্ষণ, অলাভজনক সেক্টরে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাকে সংস্থাগুলির পরিচালনা, নেতৃত্বের সাথে যুক্ত চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলির গভীর উপলব্ধি প্রদান করেছে।

মানবিক কাজের প্রতি মাসুম মাহবুবের প্রতিশ্রুতি এবং অভাবীদের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন বিষয়টি অন্যদের ক্ষেত্রে একটি অনুপ্রেরণা মতো কাজ করে। বাবার চাকরীর কারনে তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। আন্ডারগ্রেড করতে চলে আসেন কানাডায়। পড়ালেখা শেষ করে দেশে ফেরত যান, কারণ সেটাই তার ইচ্ছা ছিল। মাসুম মাহবুব পুরো জীবন কাজ করেছেন চ্যারিটি সেক্টরে, সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি প্রথম বুনো হাতি দেখার উত্তেজনাকর গল্প শুনিয়েছেন আড্ডা আলোচনায়।

আলোকিত এ দুই স্বজনকে নিয়ে আড্ডা বসেছিল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সময় কেটেছিল উপস্থিত সবার।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
•Emirates •Qatar Airways •Etihad Airways •Turkish Airlines •Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা স্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

অসময়ে দশ ফোঁড়েও কাজ হয় না

আজাদুর রহমান চন্দন

কথায় আছে, 'সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়'। যদিও ইংরেজিতে বলা হয়, 'টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান'; যার অর্থ হলো, সময় ও নদীর স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না; অর্থাৎ সময়ের কাজ সময়ে না করলে পরে অনেক চেষ্টা করেও সফল হওয়া যায় না। কথাগুলো কারোরই অজানা না হলেও সচরাচর আমরা তা মনে রাখি না। মনে যে রাখি না তার নজির অসংখ্য। সবশেষ নজিরটি রাখলেন সম্প্রতি ক্ষমতা ছেড়ে, নিজ দলের অসংখ্য কর্মী-সমর্থককে অরক্ষিত রেখে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালেই জাতীয় সরকারের ধারণাটি প্রথম সামনে এসেছিল। তখন আওয়ামী লীগের বাইরে যেসব রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাদের প্রস্তাব ছিল—সব দলকে নিয়ে সরকার গঠন করা হোক। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব সেই প্রস্তাবে সায় না দিয়ে এককভাবে সরকার গড়েছিল। যদিও একপর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তার জন্য মুজিবনগরে আওয়ামী লীগসহ পাঁচটি দলের আটজন সদস্য নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পরও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া সব দলকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করার দাবি তুলেছিলেন তখনকার ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। তখনো দাবিটি আমলে নেয়নি আওয়ামী লীগ। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সিআইএ) এক গোপন দলিলে (১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১) উল্লেখ আছে, ভারতের তখনকার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও চাইছিলেন যে স্বাধীন বাংলাদেশে একটি জাতীয় সরকার হোক। কিন্তু তখন আওয়ামী লীগের নেতাদের মনোভাব এমন ছিল যে তাঁরাই দেশটা স্বাধীন করেছেন, শুধু তাঁরাই শাসন করবেন। কিছুদিনের মধ্যেই দেশের পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকলে জাতীয় সংসদে ২৯৩টি আসন নিয়েও সামাল দিতে পারছিল না বঙ্গবন্ধুর সরকার। সে অবস্থায় স্বাধীনতার তিন বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাকশাল গঠন করেছিলেন। তখন সমমনা কয়েকটি দলকে একীভূত করে কার্যত একদলীয় সরকারকেই জাতীয় বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। অসময়ের সে চেষ্টার ফল কী হয়েছিল, সে কথা সবারই জানা।

সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলাকালে সরকার সরাসরি আলোচনার উদ্যোগ নিলে সেটি সহিংসতার দিকে গড়াত না। কিন্তু সরকার সময়মতো তেমন উদ্যোগ তো নেয়ইনি, উল্টো ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাতে ফল হলো উল্টো। গত ১৫ জুলাই ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদের প্রতিরোধের মুখে ছয় ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে ক্যাম্পাস ছাড়তে বাধ্য হয়। সরকার-সমর্থক ছাত্রসংগঠনের 'সুরক্ষিত দুর্গ' পতনের একই রকম চিত্র দেখা গেছে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে ক্ষমতাসীনদের দর্প চূর্ণ হয়ে যায় আলপিনের সামান্য খোঁচায় চুপসে যাওয়া ফাঁকা বেলুনের মতো। এরপরও সরকার অনেক হেলাফেলা ও সময়ক্ষেপণ করেছে, এমনকি নানা রকম কূটচাল চালারও চেষ্টা করেছে। শেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকলে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী খোলামেলা আলোচনার আহ্বান জানান। কিন্তু ততক্ষণে জল অনেক দূর গড়িয়ে যায়। বদলে যায় আন্দোলনকারীদের দাবিও। অথচ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালেই রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক করে বলেছিল, 'ভোটের ফল যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সন্তোষজনক মনে না হলে "আরব বসন্তের" মতো করে বাংলাদেশকে আরও অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হতে পারে।' তখনকার সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের নেতারা কোটা সংস্কার আন্দোলনের পেছনে নানা ষড়যন্ত্র থাকার তত্ত্ব হাজির করলেও তা ঠেকানোর কাজটি সময়মতো সঠিকভাবে না করে উল্টো সাধারণ শিক্ষার্থীদের আবেগকে আঘাত করার মতো কাজ করেছেন বারবার।

সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলাকালে সরকার সরাসরি আলোচনার উদ্যোগ নিলে সেটি সহিংসতার দিকে গড়াত না। কিন্তু সরকার সময়মতো তেমন উদ্যোগ তো নেয়ইনি, উল্টো ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে।

বহু বছর আগে থেকেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নানা মহল থেকে জামায়াতের রাজনীতিসহ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি করা হচ্ছিল। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গণ-আন্দোলনের সময় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিটি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তরুণ প্রজন্মের কাছে। তারই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত নেতা কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবিতে জন্ম নেওয়া গণজাগরণ মঞ্চ থেকেও জোর দাবি উঠেছিল স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী রাজনৈতিক দলের বিচার করার। মুক্তিযুদ্ধকালে সংঘটিত গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধসহ বিভিন্ন অভিযোগে সংগঠন হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর বিচারের লক্ষ্যে ২০১৪ সালের মে মাসেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ফরমাল চার্জ দাখিল হওয়ার সম্ভাবনাও উঁকি দিয়েছিল। সে বছরের মে মাসের শেষ দিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ফরমাল চার্জ দাখিল করা হতে পারে বলে সুসংবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর সপ্তাহ না পেরোতেই একটি দুঃসংবাদ জাতিকে হতাশায় ডুবিয়ে দেয়। রাষ্ট্রপক্ষ বা প্রসিকিউশনের যে আইনজীবী দলটি জামায়াতের বিরুদ্ধে ফরমাল চার্জ তৈরির কাজ করছিলেন, তাঁরা সেই কাজ বন্ধ করে দেন প্রসিকিউশনেরই একাংশের হস্তক্ষেপে। এ নিয়ে তখন চলছিল দুই পক্ষের বাদানুবাদও। শুধু তা-ই নয়, যে গণজাগরণ মঞ্চে গর্জে উঠেছিল 'আরেক একাত্তর', তাতেও চিড় ধরানো হয়েছিল সুকৌশলে। সরকারের পক্ষ থেকে তখন জামায়াতের বিচারের ক্ষেত্রে আইনে ফাঁক থাকার বিষয়টি সামনে আনা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন-১৯৭৩ সংশোধন করে ব্যক্তির পাশাপাশি সংগঠনের বিচারের বিধান যুক্ত করা হলেও অপরাধী সংগঠনের শাস্তি কী হবে, তা উল্লেখ না থাকার যুক্তি দেখিয়েছিলেন তখনকার আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। যদিও আইনে ট্রাইব্যুনালের বিবেচনামতো যেকোনো শাস্তি দেওয়ার বিধান আছে। তবু আইনের বিধানটিকে আরও পাকাপোক্ত করার সরকারি উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছিলাম সংশয় নিয়েও। আইনের ত্রুটি সারানোর অজুহাতে বিচার-প্রক্রিয়াটিকেই ডিপ ফ্রিজে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কি না, সে নিয়েই ছিল সংশয়। বাস্তবেও আইন সংশোধনের সেই উদ্যোগ আর আলোর মুখ দেখেনি।

ক্ষমতা ছাড়ার আগে সরকার ১ আগস্ট এক নির্বাহী আদেশে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের ১৮ (১) ধারা অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবির ও জামায়াতের অন্যান্য অঙ্গসংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এমন একসময়ে এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যখন সরকারের ভিত পুরোপুরি নড়বড়ে অবস্থায়, জনমত সরকারের বিপক্ষে। অন্যদিকে সত্তরের নির্বাচন থেকেই দেখা গেছে, বাংলাদেশে জামায়াতের ভোট সাধারণত ৫ থেকে ৮ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করে। কেবল ১৯৯১ সালেই একবার তা ১০ শতাংশ ছাড়িয়েছিল, তবে ভোট শেষে জামায়াতের সাবেক এক সংসদ সদস্য তাঁর বইয়ে বিএনপির সঙ্গে সেবার আসন সমঝোতা হওয়ার তথ্য দিয়েছিলেন। দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় ফিরলেও সেই মেয়াদে একাত্তরের ঘাতকদের বিচারের উদ্যোগ নেয়নি; বরং ছিয়ানব্বইয়ের নির্বাচনের আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার দাবিতে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের যুগপৎ আন্দোলন অনেক সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অনেকেও মনে করেন, আওয়ামী লীগ মুখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বললেও বাস্তবে সেই চেতনা বাস্তবায়নের কাজ না করে বিষয়টিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

মুক্তিযুদ্ধকালে মানবতাবিরোধী অপরাধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী সংগঠনের বিচারের দাবি পূরণ না হলেও কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে নজিরবিহীন সহিংসতা ও প্রাণহানির পর সরকার যখন ব্যাপক সমালোচনার মুখে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছিল, সেই অবস্থায় নির্বাহী আদেশে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করায় নানা প্রশ্ন ওঠে। আমি নিজেও ওই নির্বাহী আদেশসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারির পরদিনই একটি জাতীয় দৈনিকে এক লেখা পাঠিয়েছিলাম 'অসময়ের পদক্ষেপে না জানি কী হয়' শিরোনামে। তাতে লিখেছিলাম, নির্বাহী আদেশে নিষিদ্ধ না করে ঠিক সময়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইনে বিচার করার পথে এগোলেই ভালো হতো। কিন্তু বিদায়ী সরকার সে পথে না গিয়ে অসময়ে রাজনৈতিক কূটচাল হিসেবে যে পদক্ষেপ নিয়েছিল, তার পরিণতি নিয়ে সংশয় থাকলেও তখনো ভাবিনি এত দ্রুত এমন পরিণতি দেখা যাবে।

নতুন বাংলাদেশ

মো. ফজলুর রহমান চৌধুরী

নতুন বাংলাদেশের নতুন পথচলা। ০৮।০৮। ২০২৪ রাত ৯.০০ টায় বঙ্গভবনে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস এর নেতৃত্বে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট ইন্টেরিম সরকার শপথ গ্রহণ করেছে। তার আগে বেলা ২.৩০ ঘটিকায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছাত্র-ছাত্রী দের নেতৃবৃন্দ - সমণ্বয়কবৃন্দ এক আবেগঘন পরিবেশে ডঃ ইউনূস কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।সাথে ছিলেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ আসিফ নজরুল। স্বাগত জানান সেনাবাহিনী প্রধান ও সংশ্লিষ্টগণ।ছাত্র জনতার রক্তঢালা আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের পতনে এদেশের মানুষ দ্বিতীয় স্বাধীনতা পেল বলে তিনি উল্লেখ করেন। ইতিহাসের এক নির্মম পরিহাস, নিষ্ঠুর বাস্তবতা - একনায়ক তান্ত্রিক দলীয় দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-গণ অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা গত ০৮।০৫ ।

২৪ তারিখ ক্ষমতা ছেড়ে দেশ ত্যাগ করেন। ছাত্র জনতার বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেয়া শহীদ ছাত্র আবু সাইদ সহ শত শত জীবন দানকারী ছাত্র জনতার আত্মার শান্তি কামনা করেন প্রধান উপদেষ্টা।এরা দেশের বীর, মানুষ চিরদিন তাদের স্মরণ রাখবে। এ সময় ডঃ ইউনূস কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।নতুন ভাবে , নব উদ্যমে দুর্ণীতিমুক্ত , শংকামুক্ত , ভয় ভীতি ও সন্ত্রাস মুক্ত দেশ বিনির্মাণে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ দেশ হবে সকলের। ধর্ম, বর্ণ, দল মত নির্বিশেষে সকলের নিরাপত্তা, সমান অধিকার, সুযোগ সুবিধা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন। সকলকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।ছাত্রদের রক্তাক্ত আন্দোলনের ফসল এ ঐতিহাসিক বিজয়ে সকলকে সংযত থেকে নাশকতা , ব্যক্তিগত, সরকারী /পাবলিক সম্পত্তি ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকতে এবং স্বড়যন্ত্র কারীদের প্রতিহত করতে সর্বদা সজাগ থাকতে দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন।

এ দেশের ছাত্রদের অনেক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। আর একটি নতুন ইতিহাস রচিত হলো-নতুন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের দুজন প্রতিনিধি রয়েছে। শিক্ষার্থীরা বলেন , "যে অভাবনীয় ত্যাগের মাধ্যমে এক ফ্যাসিবাদী সরকারকে বিদায় করা হয়েছে ,এররম আর একটি সরকারকে শাসন ক্ষমতায় বসানো যাবেনা"। রাষ্ট্র যন্ত্র সংস্কার করতে হবে। বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিরপেক্ষ ও স্বাধীন হতে হবে। প্রয়োজনে সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ দফা সংযোজন, বিয়োজন করতে হবে।

পূর্বের ন্যায় রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতায় আকড়ে থাকার প্রবণতা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। নতুবা ছাত্রসমাজ বারবার আন্দোলনে নামবে"। তরুণ প্রজন্ম নতুন বাংলাদেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ইউনূস আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ১৭ সদস্য বিশিষ্ট সম্মানীত উপদেষ্টামণ্ডলীর তালিকাঃ- ১। প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ ইউনূস(প্রধান উপদেষ্টা) ২। ডঃ সালেহ উদ্দিন আহমদ (প্রাক্তন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্ণর) ৩। প্রফেসর ডঃ আসিফ নজরুল ৪। এডঃ আদিলুর রহমান খান (সুপ্রীম কোর্ট, লয়ার, মানবাধিকার সংগঠন অধিকার" এর প্রতিষ্ঠাতা) ৫। এএফ হাসান আরিফ(প্রাক্তন এটর্নী জেনারেল) ৬। মোঃ তৌহিদ হাসান(প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব) ৭। সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান(প্রধান নির্বাহী BELA) ৮। নাহিদ ইসলাম(ঢাবি ছাত্র) ৯।আসিফ মাহমুদ(ঢাবি ছাত্র) ১০।ব্রিগেডিয়ার জেনারেল(অবঃ) এম সাখাওয়াত হোসেন(প্রাক্তন ইলেকশন কমিশনার) ১১। সুপ্রদীপ চাকমা(চেয়ারম্যান CHTDB) ১২। ফরিদা আক্তার (Founding executive directer. UBINIG) ১৩।ডাক্তার বিধান রঞ্জন রায়(প্রাক্তন ডাইরেক্টর ও প্রফেসর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেনটাল হেল্থ এন্ড হসপিচাল) ১৪। প্রফেসর এএম এফ খালিদ হাসান(ইসলামী স্কলার- প্রাক্তন ভাইসপ্রেসিডেন্ট হেফাজতে ইসলাম) ১৫। নুরজাহান বেগম(প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত এমডি , গ্রামীন ব্যাংক) ১৬। শারমীন মোরসেদ(চীপ এক্সিকিউটিভ অফিসার BROTEE) ১৭।বীর প্রতীক ফারুকী আজম(মুক্তিযোদ্ধা)

সুশাসন, সুনীতি ও স্বাধীনতা

আফতাব চৌধুরী

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ৫৩ বছর অতিক্রম করলো । প্রতি বছরই বিজয় ও স্বাধীনতা দিবসে

আমরা হিসাব মিলাই। কীসের হিসাব, না প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির জমা খরচ। এ হিসাব কোনদিনই কড়ায় ক্রান্তিতে মিলে না, জানি তবুও ক্ষেপার পরশ পাথর খোঁজার মতোই ক্ষেতে ঢ্যাড়া কাটি। ১৯৭১ এর ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে সে ঐতিহাসিক 'ট্রিষ্ট উইথ ডেস্টিনি'র মুখস্ত হয়ে যাওয়া লাইনগুলো আবার পড়ি। বার বার আউরে যাই এবং প্রতিবারই প্রত্যাশার পারদ চড়া হয়। তাতে বাড়তে থাকে হতাশা। কী হওয়ার ছিল, আর কী হল! এ বিষন্নতা শুষে নেয় স্বাধীনতা দিবসের যাবতীয় আমোদ-আহ্লাদ। উৎকট থেকে উল্লাসের উৎরোল। অথচ স্বাধীনতা তো এক ইতির ঠিকানা। বিদেশী শাসনমুক্ত দেশবাসী নিজের মত করে বাঁচবে বলেই না এত সংগ্রাম আত্মত্যাগ আর শোণিত পিচ্ছিল সরণিতে মৃত্যুর দীর্ঘ কাতার। এ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী বিভেদ আর বৈচিত্র্যের মাঝেই অঙ্গীকার করেছিল, সবাই অন্তত খেয়ে পরে থাকার মত এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। প্রয়োজন ছিল সুশাসন আর সুনীতির। কিন্তু এ টুকুই যে পাওয়া গেল না। দুর্নীতি আর দুঃশাসনে ছেয়ে গেল সারা দেশ। মন্ত্রণালয়, প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ থেকে বিচার ব্যবস্থা-গণতন্ত্রের প্রতিটি স্তম্ভেই বাসা বাধল নীতিহীনতা আর অরাজকতা। কিন্তু এমনতো হওয়ার কথা ছিল না। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে এ দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল একটা সুন্দর, পরিচ্ছন্ন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, যেখানে থাকবেনা দারিদ্র, থাকবেনা হীনমন্যতা, থাকবেনা দুর্নীতি, থাকবেনা, সন্ত্রাস, থাকবেনা ছিনতাই, থাকবেনা দলীয়করণ ও ধর্ষণের মত পরিস্থিতি ও পরিবেশ। থাকবে প্রাচুর্য্য, ভ্রাতৃত্ব, থাকবে সম্পদ, আর এ সম্পদের মালিক হবে গোটা দেশের মানুষ। কিন্তু আমাদের মনে হয় সে আশা বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি আজও। আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে আরো কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রাম করতে হবে।

অমর্ত্য সেনের প্রকাশিত পুস্তক 'দ্য আইডিয়া অব জাস্টিস'-এ আলোচিত হয়েছে ন্যায় এর-সরূপ। রলস-এর ১৯৫৮-এর বিখ্যাত ধারণা 'জাস্টিস এজ ফেয়ারনেসসহ পশ্চিমা তাত্তিকদের যাবতীয় বক্তব্যকে খন্ডন করে অমর্ত্য বোঝাতে চেয়েছেন বাস্তবে কোনো আদর্শ সামাজিক ন্যায় ব্যবস্থা সম্ভবই নয়। ন্যায় বরাবরই এক আপেক্ষিক ধারণা মাত্র। তাই তিনি জোর দিয়েছেন প্রতিকারযোগ্য অন্যায় (রেমিডিয়েবল ইনজাস্টিস)-এর অপসারণে। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন ন্যায় নয়, নীতিই প্রধান হিসাবে গণ্য হোক। প্রখর নীতিবোধই পারে একটি সমাজকে ন্যায়-এর রাস্তায় নিয়ে যেতে। অমর্ত্যের সারবস্তু আমরা বরাবরই লক্ষ্য করেছি সুমহান ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য। ঐতিহ্যের পুণঃর্নির্মাণের সে অভীপ্সাই প্রতিফলিত হয়েছে ন্যায় সম্পর্কিত তার নবতম ধারনায়। কিন্তু এ ইশারাতো আমাদের সংবিধানেও রয়েছে। সামাজিক ন্যায়ের সুবিস্তৃত অঙ্গনে প্রবেশাধিকার থাকে শুধুই সুনীতির। স্বাধীকার, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব তো আসলে তিনটি মৌলিক নীতিবোধ,আমাদেরকে পৌঁছে দিবে চতুর্থ তথা অন্তিম লক্ষ্য যা কি না ন্যায়।

সংঘাত থাকবে, থাকবে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সংঘর্ষ। কিন্তু আমরা তো জানতাম, মিলাবেন, তিনি মিলাবেন। ফলে সমন্বয় ভাবনাও কাজ করবে অগোচরে। বিভিন্ন লেখক তাদের ইদানীংয়ের রচনাগুলোতে বার বার আমাদের এ কথাই বলেছেন। দৃঢ় প্রত্যয়ে অম্লান জানাচ্ছেন, শুধুমাত্র শ্রেণী পরিচয় থেকেই সংঘাতের স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর জন্যে আমাদের যেতে হবে পরিচিত তাত্তি্বক কাঠামোর বাইরে।

এর মধ্যে সংঘাত থাকবে, থাকবে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সংঘর্ষ। কিন্তু আমরা তো জানতাম, মিলাবেন, তিনি মিলাবেন। ফলে সমন্বয় ভাবনাও কাজ করবে অগোচরে। বিভিন্ন লেখক তাদের ইদানীংয়ের রচনাগুলোতে বার বার আমাদের এ কথাই বলেছেন। দৃঢ় প্রত্যয়ে অম্লান জানাচ্ছেন, শুধুমাত্র শ্রেণী পরিচয় থেকেই সংঘাতের স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর জন্যে আমাদের যেতে হবে পরিচিত তাত্তি্বক কাঠামোর বাইরে।

কিন্তু বাংলাদেশীয় গণতন্ত্রে মুশকিলের জায়গা যে অন্যত্র। শিল্প না কৃষি, নদী বাঁধ হবে কি না ইত্যাদি এবং সমজাতীয় ন্যায়-সংকল্প জনিত প্রশ্নের বাইরেও রয়েছে আমাদের না-শাসন এবং দুঃশাসনের অজস্র উপস্থিতি। অমর্ত্যের 'প্রতিকারযোগ্য অন্যায়' তত্ত্ব সম্ভবত এসব ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক। রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীর চাপে পুলিশ যখন দুষ্টের দমনে এগিয়ে না এসে শিষ্টকেই ফাটকে পুড়ে দেয়, দেশের অগ্রগণ্য আইনজীবি যখন খুনের ঘটনার একমাত্র সাক্ষ্যকপ উৎকোচ প্রদান এবং ভীতি প্রদর্শন করেন, দেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশন যখন বছরের পর বছর ধরে ঘুষ খেয়ে প্রশাসনিক সেবার শীর্ষ আধিকারিকদের নিযুক্তি দেন, কিংবা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসরত দেশবাসীদের যখন নিজেদের হকের পাওনা আদায়ের জন্য কোটি কোটি টাকা উৎকোচ প্রদান করতে হয় তখন গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা সত্যিই বিপন্ন হয় এবং ন্যায় শাস্ত্রের কোনো অভিধানেই এর প্রতিকার লেখা থাকে না। সমস্যাটি আরো ভয়াবহ হয় যখন দেখি, ভোটাররা স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রার্থীকে বাতিল করে পুনরায় দুর্নীতিগ্রস্ত, অরাজক শাসকদেরকেই বেছে নেন।

এভাবে অসংখ্য প্রতিকারযোগ্য অন্যায়ই আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতাকে অর্থহীন করে দিচ্ছে। আমাদের গণতন্ত্রের এ অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক শক্তির আন্দোলনের জন্য সুখবর নয়। আমাদেরকে অবশ্যই এসব বিষয় বিবেচনা করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

জেনারেশন জেড এবং বিএনপির রাজনৈতিক ভুল শুধরে নেয়া

কাকন রেজা

জেনারেশন জেড একটা মুক্ত স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছে আমাদের। তারা জানে, তারা সরকার গঠন করবে না। তারা মন্ত্রী এমপি হবে না। কিন্তু তারপরেও একটা বৈষম্যহীন দেশের আশায় অকাতরে জীবন বিসর্জন দিয়েছেএ জেনারেশনের অসংখ্য তরুণ। তাদের এই আত্মত্যাগ স্মরণ রাখতে হবে কৃতজ্ঞতার সাথে। সঙ্গে শঙ্কার সাথে মনে রাখতে হবে বর্তমান স্বৈরশাসকের পতনের অবস্থাটাকে। যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসবে, বিশেষ করে দেশের সবচেয়ে বৃহত্তম দল বিএনপিকে সে বিষয়টি মনে রাখতে হবে। কীভাবে একটি দেশ বৈষম্যহীন হয়, দেশের জন্য কী করে কাজ করতে হয়, তার কয়েকটা উদাহরণ ইতোমধ্যে জেনারেশন জেড আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে। তারা স্বৈরশাসকের পরিবর্তন পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দিতে নিজেরা রাস্তায় নেমেছে। এমনকি মেয়েরাও রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে মানুষের জান-মাল। মন্দির পাহারা দিচ্ছে, দিচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর। বৈষম্যহীন সমাজের সবচেয়ে বড় কথা যেটা, সেটা হলো রাষ্ট্রীয় পরিচয়। আমরা বাংলাদেশী, বাংলাদেশের নাগরিক। কে হিন্দু, কে মুসলিম বা অন্যধর্মের কিংবা সম্প্রদায়ের তাতে কিছুই আসে যায় না। আমাদের পরিচয় শুধু রাষ্ট্রীয়, বাংলাদেশী। যেটা এ দেশের বৃহৎ দল বিএনপির মূল দর্শন।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বিএনপির দর্শন, কিন্তু মুশকিল হলো বিএনপির মধ্যম পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত অনেক নেতাই জানেন না মূলত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদটা কী। বৈষম্যহীন সমাজের সাথে এই জাতীয়তাবাদের কী সম্পর্ক। কারণ হলো তাদের বেশির ভাগেরই রাজনৈতিক পড়াশোনা একদমই নেই। তারা শুধু আবেগতাড়িত হয়ে দলের অনুসারী হয় এবং অনেকেই শুধু ক্ষমতা তথা এমপি কিংবা মেয়র অথবা চেয়ারম্যান হওয়ার জন্যই দল করে। দলের আদর্শ নিয়ে ভাবার সময় তাদের নেই। যারফলেই কোনো না কোনো সময় তাদের পতন দেখতে হয়। যেমন দেখতে হলো আওয়ামী লীগের। প্রায় ষোল বছরের স্বৈরশাসনের অবসান হলো বিস্ময়কর বিপ্লবে। এখানে বিপ্লব আর আন্দোলনের পার্থক্যটা সামান্য বলে রাখি। এরশাদ ও খালেদা জিয়াকে পদত্যাগ করতে হয়েছিলো আন্দোলনের মুখে। কিন্তু তখন প্রশাসন ছিলো। ছিলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বাহিনীগুলো। প্রশাসনের চেইন অব কমান্ড ছিলো। অর্থাৎ আন্দোলনের সফলতা হলো বিফল শাসকের পদত্যাগে। কিন্তু বিপ্লব হলো পতন, পালিয়ে যাওয়া। যেমন, হাসিনা। দেশ আইনশৃঙ্খলাহীন হয়ে পড়া। ভেঙে যাওয়া প্রশাসনের চেইন অব কমান্ড। এখন আমরা যা দেখছি। প্রতিটা বিপ্লবেই তাই হয়েছে। বিপ্লব হলো সম্পূর্ণ পুনর্গঠন।

রাজনৈতিক পড়াশোনার কথা বলছিলাম। বামদলগুলোর দিকে তাকান। তারা হয়তো সংখ্যায় কম, কিন্তু যুক্তিতে তাদের সামনে দাঁড়াতে পারে না বড় দলগুলো। আওয়ামী লীগকে এতদিন টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করেছিলো বাম বুদ্ধিভিত্তিক চর্চা। তারা যুক্তি তথা বুদ্ধিবৃত্তিতে নির্ভর করতো বামদের উপর। আর নির্ভরতা ছিলো তাদের ট্যাবু ভিত্তিক রাজনীতির উপর। ট্যাবুটা হলো 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'। পপুলিজমও বলতে পারেন। কিন্তু বামেরা বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা বন্ধ করে দিলে, সেই ট্যাবুই ছিলো আওয়ামী লীগের সম্বল। জেনারেশন জেড সেই ট্যাবু ভেঙে দিয়েছে। বুদ্ধি বৃত্তিক সাপোর্ট এবং ট্যাবু দুটোই হারিয়েছে আওয়ামী লীগ, আর তাই বিপ্লবের মাধ্যমে পতন।

রাজনৈতিক দলগুলো কোনোখানেই বিপ্লব করতে পারেনি, যতদিন না ছাত্র আর জনতার সম্মিলন ঘটেছে। এবারের বিপ্লবে তো রাজনৈতিক দলগুলোর সাফল্য বলতে গেলে শূন্য। সাফল্যের পুরোটাই শিক্ষার্থীদের, জেনারেশন জেড এর। শিক্ষার্থীরা যখন মাঠে নামে তখন সঙ্গত কারণেই অভিভাবকরা মাঠে নামতে বাধ্য হন। যেমন হয়েছিলেন ৭১ এ। এবার এই চব্বিশেও তাই ঘটেছে। ফলে বিপ্লব ঘটে গেছে। যে বিপ্লব মূলত রাষ্ট্র সংস্কারের।

কিন্তু মুশকিল হলো রাজনৈতিক পড়াশোনা না থাকায় আমাদের বৃহৎ দল তথা বিএনপির অনেক নেতাই বিপ্লবের মূল সুরটা ধরতে পারেননি। তারা জেনারেশন জেড এর সাফল্যকে নিজেদের সাফল্য বলে চালিয়ে দিতে চাইছেন। এরফলে অনেক জায়গাতেই বিপত্তি ঘটছে। আমার জেলা শেরপুরের কথাই বলি। জেলার এক নেতা নিজের নেতাগিরি ফলাতে এলেন ঢাকা থেকে। ছাত্রদের বিপ্লবে তার খোঁজ ছিলো না। যখন বিপ্লব সম্পন্ন হলো তখন তিনি তার ফসল ঘরে তুলতে চাইলেন। ফলে হলো কী, জেনারেশন জেড রিভোল্ট করলো। বিএনপির নামের সাথে তারা জুড়ে দিলো, 'কন্ট্রিবিউশন জিরো, সেলিব্রেশন ফুল'। সামাজিকমাধ্যমে ঘুরে বেড়াতো লাগলো সেই বার্তা। পৌঁছে গেলো দেশ পেরিয়ে দেশের বাইরেও। এই যে রাজনৈতিক জ্ঞানশূন্য নেতৃত্ব এরজন্য মাশুল দিতে হয় পুরো দলটাকেই। স্বৈরশাসক হাসিনা যেমন ভেবেছিলেন, অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলন যেভাবে হ্যান্ডেল করেছেন সেভাবে জেনারেশন জেডকেও হ্যান্ডেল করবেন। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব বলছে হাসিনা ভুল করেছেন। এমনকি হাসিনার দলীয় বন্ধু ভারত এবং তার রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরাও পর্যন্ত বিস্মিত হচ্ছেন এমন ভুল তিনি কীভাবে করলেন, এমনটা ভেবে। হাসিনার তুলনায় বিএনপির জেলা পর্যায়ের এসব নেতৃবৃন্দ তো নেহাতই শিশু। কিন্তু তাদের ভুলের ভারটা বইতে হয় পুরো দলকেই, এমনকি সেটা দেশের যেকোনো অংশে হলেও। জেনারেশন জেডকে সামলানো এসব রাজনৈতিক জ্ঞানশূন্য নেতাদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। এসব করে উল্টো তারা বিএনপির ক্ষমতায় যাবার সম্ভাবনাটাকে দুরূহ করে তুলছেন। অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদটাকে দীর্ঘায়িত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছেন। সুতরাং দলের মূল নেতাদের এসব নেতা সম্পর্কে এখনই সতর্ক হতে হবে। নাহলে আপোস না করা জেনারেশন জেড মাটির ঘটি যখন তখন উল্টে দেবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর মনে রাখতে হবে। পদত্যাগ হলো পরিবর্তন, বিপ্লব হলো আমূল পাল্টে ফেলা। সুতরাং বিপ্লবের পর অবস্থা আগের মতন থাকে না, আগের রাজনীতির প্রায়োগিক ধারা বাতিল হয়ে যায়। পাল্টে ফেলার সেই ধারাটাকে বুঝতে না পারলে তাদের রাজনীতিটাই বাতিল হয়ে যেতে পারে, যেমন গেছে আওয়ামী লীগের। এই বিধ্বস্ত আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক ফর্মুলায় ঠিক করতে অনেক সময় লেগে যাবে। শুধুমাত্র তাদের দ্রুত দাঁড় করিয়ে দিতে পারে প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক ভুল। যে ভুল ইতোমধ্যেই সামান্য হলেওদৃশ্যমান হচ্ছে। এই ভুল এখন পর্যন্ত অল্প, মাঠ পর্যায়ে। যেমন আমার জেলা শেরপুরের এক নেতার ভুল। এমন ভুল এখনই শুধরে না নিলে বাড়বে ক্রমাগত। আর এই ভুলকে পুঁজি করার মতন পেছনের শক্তি আওয়ামী লীগের আছে। ভারতীয় মিডিয়া এবং ভারতের এখনকার প্রতিক্রিয়ার দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। তাদের মিডিয়া এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মেল ইনফর্মেশন তৈরি করার ক্ষমতা অপরিসীম। সাথে তো আমাদের মিডিয়া রয়েছেই। ও, মেল ইনফর্মেশন হলো, সামান্য সত্যের সাথে অসামান্য মিথ্যের মিশেল। যা মূলত সত্যের মতই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

সুতরাং ক্ষমতায় যাবার আশায় থাকা বিএনপিকে এসব ভাবতে হবে। মনে রাখতে হবে, তাদের পেছনে ভারতের মতন শক্তিশালী কোনো অক্ষশক্তি নেই, যা দলের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে কাজে দেবে। অতএব শুরুতে সাবধান হতে হবে। দেরি হলে, সেই পতন।

> রাজনৈতিক দলগুলোর মনে রাখতে হবে। পদত্যাগ হলো পরিবর্তন, বিপ্লব হলো আমূল পাল্টে ফেলা। সুতরাং বিপ্লবের পর অবস্থা আগের মতন থাকে না, আগের রাজনীতির প্রায়োগিক ধারা বাতিল হয়ে যায়। পাল্টে ফেলার সেই ধারাটাকে বুঝতে না পারলে তাদের রাজনীতিটাই বাতিল হয়ে যেতে পারে, যেমন গেছে আওয়ামী লীগের।

অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে অনেক কাজ

ড. আর এম দেবনাথ

প্রথম ধাক্কা, দ্বিতীয় ধাক্কা, অর্থনীতি এখন তৃতীয় ধাক্কার মুখোমুখি। এই লেখা যখন লিখছি, তখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়ে কাজকর্ম শুরু করেছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং উপদেষ্টা পরিষদের অন্য সদস্যদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী, তা দেশের মানুষের কাছে খুব স্পষ্ট বলে মনে হয় না। তবে ২০২০ সালে ‘কোভিড-১৯’ যে ধাক্কা আমাদের দিয়েছিল, যে বিপদে ফেলেছিল, তার জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। অথচ ওই ধাক্কা আমাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ভীষণভাবে নড়বড়ে করে দেয়। আমাদের ‘স্ট্রাগল’ ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত আয়ের দেশ হওয়ার। ২০১১-১২ থেকে অবিরাম উচ্চ প্রবৃদ্ধি ঘটেছিল অর্থনীতিতে। চারদিকে প্রশংসা। রিজার্ভ বাড়ছে, রপ্তানি বাড়ছে, রেমিট্যান্স বাড়ছে, ব্যয়বহুল বড় বড় অবকাঠামো গড়ে উঠছে। গড়ে উঠছে বড় আকারের মধ্যবিত্ত। এক-দেড় কোটি লোক দেশের বাইরে। মাসে দেড়-দুই বিলিয়ন ডলার দেশে পাঠায়। দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। সাক্ষরতার হার বাড়ছে। মেয়েদের শিক্ষার হার বাড়ছে। শিশুমৃত্যুর হার কমছে। মাতৃমৃত্যুর হার কমছে। অর্থনীতি এবং সামাজিক সূচকগুলো চকচকে। আমরা উড়ছি আকাশে। কেউ ভাবিনি হঠাৎ চীন থেকে এক অজানা-অচেনা ‘ভাইরাস’ এসে আমাদের থামিয়ে দেবে। ঘরে ঘরে আর্তনাদ, হাজার হাজার লোক মারা গেছে। চিকিৎসা নেই, হাসপাতাল ভর্তি রোগীতে। অর্থনীতি থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। মিল-কারখানা বন্ধ। মানুষে মানুষে যোগাযোগ পর্যন্ত বন্ধ। উন্নয়ন তো দূরের কথা, ‘ত্রাহি মধুসূদন’ অবস্থা।

হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক এক বিখ্যাত শিল্পপতি সিঙ্গাপুর, চীন থেকে ডাক্তার এনেও মৃত্যুবরণ করলেন ‘কোভিড-১৯’-এর কাছে। মৃত্যুর আগে বললেন, ‘ডাক্তার, তোমরা আমাকে বাঁচাও। আমি আমার সব সম্পদ তোমাদের লিখে দেব।’ বোঝা যাচ্ছে কী বিপদ গেছে, কী ধাক্কার সম্মুখীন হয়েছিলাম আমরা। হয়ে পড়েছিলাম তিন-চার দশক আগের উন্নত এক শ্রীলঙ্কার মতো। ভীষণ গর্বের ব্যাপার। না, বিধাতা আমাদের এই অগ্রগতি সহ্য করলেন না। ২০১৮-১৯-এর ৭ দশমিক ৮৮ শতাংশ হারের প্রবৃদ্ধির বিপরীতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ‘জিডিপি’ প্রবৃদ্ধি হয় মাত্র ৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ। অথচ টানা সাড়ে ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি রেকর্ড আমরা গড়েছিলাম।

করোনা গেল। লক্ষাধিক কোটি টাকার প্রণোদনা কর্মসূচি দিয়ে কোনোমতে অর্থনীতি ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে। ২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কিছুটা ‘রিকভারি’ করলাম আমরা। কিন্তু দুই নম্বর মারাত্মক ধাক্কা এবার এল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে। ১৯৭২-৭৫ সালের মতো জিনিসপত্রের দাম বেড়ে দেড়-দুই গুণ। ডলার রিজার্ভ অর্ধেক। ডলারের দাম ৮৫-৮৬ থেকে এখন ১২০-১২৫ টাকা। আমদানিনির্ভর অর্থনীতিতে আমাদের বারোটা বেজে গেল। রপ্তানির হিসাব এখন মেলে না। যত বলেছি, তার চেয়ে অনেক কম আসল রপ্তানি। আমদানি হচ্ছে প্রচুর। এক বছর তো আমদানি হয়ে গেল ৮৫-৯০ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন সমান শতকোটি) ডলারের পণ্য।

কী আমদানি হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে আমদানি? আসলে হচ্ছে অর্থ পাচার। খুব দুর্নীতি বেড়ে গেল। এখন দেখা যাচ্ছে রাজস্ব আয়ের হিসাবও ঠিক নয়। ২০২৩-২৪-এ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। সংশোধন করে হয় ৪ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা। ‘এনবিআর’ বলছে, আদায় হয়েছে ৩ লাখ ৮২ হাজার কোটি টাকা। অথচ প্রধান হিসাবরক্ষক অফিস থেকে বলছে, তারা পেয়েছে মাত্র ২ লাখ ৮৫ হাজার কোটি টাকা। নেই ৯৭ হাজার কোটি টাকা। এই যে লুকোচুরির ফল কী? ফল হচ্ছে সরকারি ঋণ বাড়ছে। সুদের পরিমাণ বাড়ছে। সরকার বাজার থেকে সমানে উচ্চ সুদে ঋণ নিচ্ছে। বেসরকারি খাত ঋণের জন্য চিৎকার করছে। কাঁচামালের অভাব, যন্ত্রপাতির অভাব, মধ্যবর্তী পণ্যের অভাব। কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত। সরকার পাওনা টাকা পরিশোধ করতে পারছে না। দারিদ্র্য বাড়ছে। মূল্যস্ফীতি তুঙ্গে। বন্যা, খরা ইত্যাদি কারণ, সরবরাহ চেইনে বিঘ্ন ইত্যাদি জিনিসপত্রের দামকে আকাশে তুলেছে। মানুষ পড়েছে ভীষণ কষ্টে। অথচ দেশে তৈরি হয়েছে বেনজীর ও মতিউরের মতো বড় বড় চোর। সরকার সব বুঝেশুনে মূল্যস্ফীতি রোধে ঘোষণা করেছে অনেক নীতি। মুদ্রানীতি ‘টাইট’ করা হয়েছে। রাজস্ব নীতিতে পরিবর্তন এনে ২০-২৫টি নিত্যপণ্য আমদানিতে হ্রাস করা হয়েছে কাস্টমস ডিউটি। বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ‘টিসিবি’র মাধ্যমে ভোগ্যপণ্য বিতরণ করা হচ্ছে। ১ কোটি গরিবকে খাওয়াতে গিয়ে খরচ করেছে বিপুল টাকা। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু মূল্যস্ফীতি কোনোক্রমে থামানো যাচ্ছে না।

> **কী থেকে কী হয়ে গেল, কেউ এখনো বুঝতে পারছে না। তবে এটা বোঝা যায়, পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল, অসন্তোষ ছিল। এরই প্রেক্ষাপটে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে তার সামনে অনেক কাজ। মূল্যস্ফীতি রোধ, ঘুষ-দুর্নীতি রোধ, অর্থ পাচার বন্ধ করা, ব্যাংকে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা থেকে শুরু করে অনেক কাজ।**

এই প্রেক্ষাপটে ঘটে যায় সরকারের পতন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশত্যাগ করেছেন। সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তাঁরা শপথ নিয়েছেন ৮ আগস্ট। সম্পূর্ণ নতুন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি। দৃশ্যত গভীরভাবে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ব্যাংকে ব্যাংকে অসন্তোষ। মিল-কারখানা সব এখনো চালু হয়নি। পুলিশের সব সদস্য এখনো কাজে নামেনি। রাস্তাঘাট নিয়ন্ত্রণ করছে ছাত্রছাত্রীরা। রপ্তানি বাণিজ্য বিঘ্নিত, পাইকারি-খুচরা বাজারের চেইন বিঘ্নিত—এসব অবশ্যই অপ্রত্যাশিত। অর্থনৈতিক ধাক্কা। এটা ‘তৃতীয় ধাক্কা’, যা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। আগের দুটো ধাক্কা ছিল শুধুই অর্থনৈতিক। এই অর্থে এবারের ধাক্কা সুদূরপ্রসারী। কী থেকে কী হয়ে গেল, কেউ এখনো বুঝতে পারছে না। তবে এটা বোঝা যায়, পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল, অসন্তোষ ছিল। এরই প্রেক্ষাপটে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে তার সামনে অনেক কাজ। মূল্যস্ফীতি রোধ, ঘুষ-দুর্নীতি রোধ, অর্থ পাচার বন্ধ করা, ব্যাংকে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা থেকে শুরু করে অনেক কাজ।

বহুল আলোচিত সমস্যা। সব জমা হয়েছে গত ১০-১৫ বছরে। কার্পেটের নিচে ময়লা জমেছে। দুর্গন্ধময় ময়লা। মানুষ সহ্য করতে পারছে না। মানুষ বাজারের অত্যাচার থেকে মুক্তি চায়। ব্যবসায়ী-আমলা ‘কাম’ রাজনীতিবিদদের সমন্বয়ে গঠিত ‘অ্যালায়েন্সের’ শাসন চায় বলে মনে হয় না। এটা আসলে ‘বণিকের’ অত্যাচারী শাসন। অসহ্য এই শাসন।

অতএব এবারের এই ধাক্কা শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিকও। আগের দুটো ছিল সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। এবার রাজনীতি যোগ হয়েছে। অথচ আমাদের সামনে ছিল কত কাজ। অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করা। ইতিমধ্যেই অর্থনীতিতে আমরা বিশ্বের ৩৫তম। নিম্নমধ্য আয়ে উত্তরণ ঘটবে ২০২৬ সালে। নতুন বিশ্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গড়ে ওঠা অর্থ, মুদ্রা, ব্যবসায়িক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ভেঙে যাচ্ছে। গাজা-ইসরায়েল সংঘাত চলছে। ইরানে পরিবর্তন এসেছে। শ্রীলঙ্কা শান্ত হয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেনে যুদ্ধ চলছে। ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক অস্থিতিশীল। বিশ্বের সব দেশ এক চরম দুর্দশার মধ্যে। অস্থিতিশীলতা, বেকারত্ব, সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ, বৈষম্য ইত্যাদি বাড়ছে। বিশ্বের উগ্রমূর্তি দেখা যাচ্ছে ভারতের ধনী পরিবারে। আমাদের ধনীদের মধ্যেও এই একই প্রবণতা। বড়, খুবই বড় সংকট। কথা উঠেছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে। এখন কি তাহলে তলে পড়ে যাবে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান?

শুধু দুর্নীতি দমন নয়, অনেক সমস্যা। উন্নয়নের পাশাপাশি এসবও জমা হয়েছে। ঋণগ্রস্ত দেশ, সুদে-আসলে দেনা সহ্যসীমার বাইরে। রপ্তানিতে ভাটা। রেমিট্যান্স আগের মতো নেই। রিজার্ভ পরিস্থিতি খারাপ। কাঁচামালের অভাব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এসব সমস্যা মোকাবিলা করবে, নাকি অতিসত্বর নির্বাচন দিয়ে তারা ঘরে ফিরে যাবে? কিন্তু মনে হচ্ছে সরকারের অ্যাজেন্ডা অনেক বড়। ছাত্ররা রাষ্ট্রীয় সংস্কার চায়। প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার চায়। মনে হয় সংবিধান পরিবর্তনও চায়। এসব তো দীর্ঘমেয়াদি কাজ। অল্প সময়ে কি তা সম্ভব? এসব প্রশ্ন বিবেচনায় নিলে এবারের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ধাক্কাটি আমাদের জাতীয় জীবনে মাইলফলক হয়ে থাকবে। অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা নাকি শান্তি ও উন্নয়ন—এই প্রশ্নের মুখোমুখি আমরা। অতীতে এমন পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ফলাফল বলা যায় শূন্য। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমরা কী চেয়েছিলাম, এখন কী অবস্থা? বড় বড় প্রশ্ন। সমাধানের স্থায়ী রূপ কি দিতে পারবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার?

চলুন ম্যাগাজিন-এর জন্য ফটোগ্রাফি শিখি

ফটোগ্রাফিক স্কুল

আক্তার হামিদ খান

অনেক রকমের ফটোগ্রাফি আছে। আপনি যা দেখেন সেটাই আপনি যখন ক্যামেরার চোখ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চান সেটাই ফটোগ্রাফি।

ফিচারাইজড সাংবাদিকতা বা ম্যাগাজিন-এর জন্য ফটোগ্রাফার হওয়ার জন্য, আপনি এই পদক্ষেপগুলি নিতে হবে:

১. আপনি কোন ধরনের ম্যাগাজিনের জন্য কাজ করছেন সেটা ঠিক করুন: একটি নির্দিষ্ট ধরণের ফটোগ্রাফিতে বিশেষজ্ঞ হন।

২. সরঞ্জাম কিনুন: আপনি কি এবং কোথায় ছবি তুলবেন তা বিবেচনা করুন এবং আপনার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি কিনুন।

৩. আপনার সরঞ্জামগুলি কীভাবে ব্যবহার করবেন তা ঠিক করুন: ছবি তোলার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলির সাথে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করুন।

৪. একটি পোর্টফোলিও তৈরি করুন: প্রচুর ছবি তুলুন এবং আপনার পোর্টফোলিওতে যোগ করুন।

৫. অভিজ্ঞতা অর্জন করুন: ছবি তুলতে থাকুন। সম্পাদকীয় ফটোগ্রাফিতে প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা সন্ধান করুন। (আপনি আপনার ক্যারিয়ার শুরু করার জন্য ফ্রিল্যান্সিং চেষ্টা করতে পারেন।)

৬. ফটোগ্রাফি বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্নাতক ডিগ্রী বা ফটো সাংবাদিকতা বা সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের কথা বিবেচনা করুন। সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টাও করতে পারেন।

৭. এখন ডিজিটাল মাধ্যমের সময়, তাই যে কোনো একটি অনলাইন মিডিয়াম বেছে নিন। তাতে উপস্থিতি নিশ্চিত করুন।

সব শেষে একটি ম্যাগাজিনে কাজ করার জন্য তার ধরনটি চিহ্নিত করুন। এবং তাতে আপনার কাজ প্রকাশ করুন।

যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় সম্পাদকীয় ফটোগ্রাফি কি? আপনি কী উত্তর দিবেন?

সম্পাদকীয় ফটোগ্রাফি হল মুদ্রিত এবং অনলাইন প্রকাশনা যেমন ম্যাগাজিন বা সংবাদপত্রের জন্য ছবি তোলার প্রক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ, তারা ফ্যাশন ম্যাগাজিনের জন্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত পোশাক পরা মডেলদের গ্ল্যামারাস ছবি বা সংবাদ বা খেলার গল্পের জন্য অ্যাকশন শট নিতে পারে।

সাধারনত সম্পাদকীয় ফটোগুলি প্রায়ই একটি লিখিত নিবন্ধ বা গল্পের সাথে থাকে, কিছু ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফাররা একা ফটো দিয়ে গল্প তৈরি করতে পারে।

কিভাবে একজন সম্পাদকীয় ফটোগ্রাফার হতে হয় জানেন?

আপনি যদি এই ধরণের ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী হন তবে আপনার সম্পাদকীয় ফটোগ্রাফি ক্যারিয়ার শুরু করার জন্য আপনাকে প্রথমেই একটা কোর্স বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেওয়া জরুরী। তারপর আমি যেরকম বলেছি প্রচুর ছবি তুলতে থাকুন। অন্যান্য প্রফেশনাল ফটোগ্রাফারের সাথে আপনার ছবির পার্থক্য নির্ণয় করার চেষ্টা করুন। কোনো প্রতিষ্ঠানে ফটোগ্রাফিক অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে যোগ দিতে পারলে ভালো।

যা-ই করেন না কেন একটা পোর্টফোলিও তৈরি করে তাতে যোগ করুন। তারপর সেই পোর্টফোলিও বিভিন্ন ম্যাগাজিন অফিস বা প্রতিযোগিতায় পাঠান। দেখেন তাদের রি-অ্যাকশন কী হয়। সেই অনুযায়ি নিজেকে পরিবর্তিত করুন। আর কোথাও অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে যুক্ত হতে পারলে তাদের চাহিদা কতটুকু পুরন করতে পারছেন সেটা লক্ষ করুন। সেই অনুযায়ি আবার ছবি তোলা শুরু করুন।

কয়েকটা শর্ত হলো

অ্যাসাইনমেন্ট বুঝতে হবে। নিজের স্বকিয়তা ছবির মধ্যে তুলে ধরতে হবে। সঠিক ক্যামেরা ল্যান্স এবং আলোর সরঞ্জাম ব্যাবহার করতে পারতে হবে। সব ছবিতে একটা গল্প থাকতে হবে। আমি সাধারনত আমার ছবিতে মানুষের অব্যাক্ত কথা তুলে ধরার চেষ্টা করি। যেকোনো ছবি তোলার পর তার অ্যাডিটিং করতে ভুলবেন না। কখনো ভাববেন না যে, ক্যামেরাতে যে ছবি তুলে ধরা হয় সেটাই আসল ছবি। তা না, অ্যাডিটিং একটা বড় ভুমিকা পালন করে। পোস্ট প্রডাকশন ওয়ার্কের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। চলুন আকজে থেকেই ছবি দিয়ে গল্প বলা শুরু করি।

শিল্পঘর

বাগান করা মানুষের রুচিসম্মত এবং শখের একটি কাজ। এক কথায় বাগান হল সৌন্দর্যের প্রতীক, শৌখিন মানুষেরা বাগান করতে পছন্দ করেন। ছোট্ট একটি বাগান অফুরন্ত মানসিক প্রশান্তি দিতে পারে। গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকলে বিষণ্নতা দূর হয়। সবুজ প্রাকৃতিক দৃশ্য মানুষের চোখকে আরাম দেয়। এতে চোখের ক্লান্তি দূর হয়। বাগান করার আনন্দ নেশা দেহ-মন-আত্মায়ও নিয়ে আসে অন্যরকম এক প্রশান্তি। প্রবাসে বাস করলেও অনেকেই এই বাগানের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। নিজের দেশের মাটির টান থাকে তাদের হৃদয়ে। প্রবাসের মাটিতে চাকরি ও সংসার সামলে যেটুকু সময় পায় সেই সময়টুকু নিজের আঙিনায় ফসল ফলানোর কাজ করেন অনেকে। এছাড়াও আমাদের বয়স্ক বাবা মায়েরা এদেশে এসে তাদের অবসর সময়টুকু বাগান করে নিজেকে হারিয়ে রাখেন দেশের রঙের ছোঁয়ায়। যারা এই প্রবাসে সময় ব্যয় করেন বাগান করার জন্য, নিজের দেশ আর মাটির সবজির সাধ পেতে, চাষাবাদ ও দেশের শাকসবজির প্রতি প্রবল মমত্ববোধে থেকেই তারা এ ঐতিহ্যবাহী কৃষিকাজটি করেন। কেউ শখের বসে, কেউ আবার দেশি শাক-সবজি খাওয়ার তৃপ্তির জন্যও চাষ করেন। বাগান করার মধ্য দিয়ে প্রবাসী, অভিবাসী বাঙালিরা মা-মাটির একটি নিজস্ব পরিচয় তুলে ধরেন। আজ তেমনি দুজন বাগান শিল্পীর কথা থাকবে আমাদের শিল্পঘরে। একজন হলেন কাবেরী দাস। অন্যজন আনোয়ারা বেগম। শিল্পঘরে সবাইকে স্বাগতম। ধন্যবাদান্তে—**রোকেয়া দীপা**

কাবেরী দাসের বাগান: হৃদয়ে এক টুকরো দেশ

কাবেরী দাস, প্রবাসে বাস করলেও নিজের দেশের মাটির টান থাকে তার হৃদয়ে। কাবেরী দাস মনে করেন, প্রবাস জীবনের নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটি হলো নিজের দেশ ও সংস্কৃতির থেকে দূরে থাকা। অনেকেই প্রবাসে এসে বিভিন্ন উপায়ে এই দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করেন। আর এই দূরত্ব কমানোর উপায় হিসাবে বাগান করা-একটি উত্তম উপায় বলে মনে করেন কাবেরী দাস। শখ থেকেই তিনি বাগান করেন, যা তাকে প্রবাসের একাকিত্ব ও নৈঃশব্দ্যের মধ্যে একটু সান্ত্বনা দেয়।

প্রবাসে এসে প্রথমে সবকিছুই যেন অপরিচিত লাগতো তার কাছে। নতুন দেশ, নতুন ভাষা, নতুন মানুষ—সবকিছুতেই যেন নতুনত্বের ছোঁয়া। কিন্তু যত দিন গড়ায়, ততই যেন নিজের দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য মন কাঁদতো তার।এই মন খারাপের সময়েই একদিন হঠাৎ তার মনে হলো, যদি একটু গাছ লাগাই, যদি একটু বাগান করি, তাহলে তো আমাদের দেশের প্রকৃতি ও সবুজের ছোঁয়া পাওয়া যাবে। সেই থেকেই শুরু কাবেরী দাসের বাগান করা।

বাগান শুরু করার জন্য প্রথমেই তার একটু জায়গার দরকার ছিল। বাড়ি কেনার পর বাগান করার জন্য সামনে ও পেছনে দুটো খালি জায়গা পেয়েও গেলেন। বাড়ির সামনের বাগানে শুধু ফুল ও এভারগ্রিন ও পাতাবাহার লাগাতেন। তার মধ্যে গোলাপ, জবা, অ্যাজেলিয়া, হাইড্রেনজিয়া, গাঁদা, ক্ল্যামেটিস, ডেইজি, ডেফোডিল সহ নানা প্রকার ফুল থাকতো। নিউইয়র্কে মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই সবজি বাগান শুরু করতে হয়। আর স্থায়ীত্ব হয় সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তারপর ডাটা, মুলা, পালং শাক, কলমি শাক, বেসিল, পাট শাক, কচু, পুই শাক, টমেটো, মরিচ, চাল কুমড়ো, মিষ্টি কুমড়ো, চিচিংগা, ধুন্দল ও ধনেপাতার বীজও কিনে এনে চারা তৈরি করে বাগান করা শুরু করেন তিনি। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসেই বাড়ির ভেতরে চারা তৈরি শুরু করেন গ্রোয়িং লাইট এর সহয়োগিতায়।

বাগানের যত্ন নিয়ে কাবেরী দাস বলেন, "প্রথমে গাছগুলো যত্ন নেওয়া একটু কঠিন মনে হতো। নতুন পরিবেশে গাছের স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য অনেক কিছু জানতে হয়। কোন গাছ কতটুকু আলো পছন্দ করে, কতটুকু পানি দরকার, কীভাবে মাটি ভালো রাখতে হয়—এসব বিষয়ে জানতে গিয়ে অনেক বই পড়তে হয়েছে। ইউটিউবে ভিডিও দেখে এবং স্থানীয় নার্সারিতে গিয়ে বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলতে হয়েছে।"

শখের বাগানে ফলন হলে কেমন অনুভূতি হয়-এ নিয়ে কাবেরী দাস বলেন, "সফলতার প্রথম ধাপ প্রথম যেদিন টমেটোর গাছটিতে ছোট্ট একটি টমেটো দেখা দিল। সেই দিনটি আমার জন্য ছিল বিশেষ আনন্দের। তার সেদিন মনে হয়েছিল, এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে নিজের শিকড় নতুনভাবে গজাচ্ছে।" এভাবেই ধীরে ধীরে তার বাগান বড় হতে থাকলো। বিভিন্ন ধরনের ফুল ফুটলো, প্রচুর শাক সবজি ধরলো। প্রতিদিন সকালে উঠে গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতেন তিনি, নেতিয়ে পড়ল কিনা, কতটা প্রাণবন্ত আছে গাছগুলি..ইত্যাদি দেখার জন্য। সেগুলোর যত্ন নিতেন নিয়মিত, এবং সেগুলোর বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনও আনন্দে ভরে যেতো।

প্রবাস জীবনে অনেক সময় কাজের ব্যস্ততা কাটিয়ে ওঠার পর যখন দেশের স্বজনদের মনে পড়ে, নিজেকে একা মনে হয়, তখন কাবেরী দাসের বাগানকেই মনে হত সবচেয়ে বড় সঙ্গী। গাছগুলোর সঙ্গে কথা বলা, তাদের পরিচর্যা করা, এবং তাদের বড় হতে দেখা—এসবই তার জীবনের একটি অংশ হয়ে উঠেছে আজ। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, বিদেশের আবহাওয়া, মাটি, এবং অন্যান্য বিষয় আমাদের দেশের চেয়ে ভিন্ন। এখানে যেমন শীতের প্রকোপ বেশি, আবার কখনো কখনো গ্রীষ্মকালেও প্রচণ্ড গরম পড়ে। এসব পরিস্থিতিতে গাছগুলোকে টিকিয়ে রাখা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে সময়ের সাথে সাথে তিনি এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শিখেছিলেন। গাছগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় যত্ন নিতে শিখেছেন এবং তাদের জন্য সঠিক মাটি, সার, এবং পানি ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন।

যতই সময় যেতে থাকলো, ততই তার মনে হল, দেশের গাছগুলোর অভাব অনুভব করছেন। তাই স্থানীয় বাজারে গিয়ে খুঁজতে শুরু করতেন এমন কিছু গাছ যা আমাদের দেশের সঙ্গে মিল আছে। বেলি, তুলসি এবং লেবু গাছের চারা পেয়ে তিনি খুবই খুশি হলেন। এগুলো বাগানের এক নতুন রূপ দিলো এবং তার মনে হলো, তিনি যেন দেশের একটুকরো মাটি এখানে নিয়ে এসেছিলেন।

কাবেরী দাস বলেন, "শখের বাগান শুধু আমাকে মানসিক শান্তিই দেয়নি, শারীরিকভাবেও অনেক উপকার করেছে। প্রতিদিন সকালে গাছগুলোর পরিচর্যা করতে গিয়ে আমার মন ফুরফুরে থাকে। একই সাথে, শারীরিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। পাশাপাশি, নিজের উৎপাদিত সবজি খাওয়ার আনন্দই আলাদা। প্রবাসে নিজ হাতে ফলানো টমেটো বা মরিচ খাওয়ার সুখ কোনো কিছুর সঙ্গেই তুলনা করা যায় না।"

বাগানের প্রতি কাবেরী দাসের যে ভালোবাসা ও আকর্ষণ, তার শুরুটা তার ঠাকুরমা'র হাত ধরেই—মাটি প্রস্তুত করা, বীজ বোনা, গাছের যত্ন নেওয়া—এসব ঠাকুরমা'র কাছ থেকেই শিখেছিলেন তিনি। কাবেরী দাস বলেন, "বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে একটি ছোট্ট বীজ থেকে একটি গাছ বড় হয়, কিভাবে নিয়মিত পানি দিতে হয়, কিভাবে পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে গাছকে রক্ষা করতে হয়। বাবার সাথে কাটানো সেই মুহূর্তগুলো আমার জীবনে অমূল্য স্মৃতি হয়ে আছে। প্রবাসে এসে নিজের বাগান করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বাবার সেই শিক্ষাগুলোই আমার প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিউইয়র্কের এই ছোট্ট জায়গাটিতে যখন আমি গাছ লাগানো শুরু করি, তখন মনে হতো যেন বাবার সাথেই সেই পুরনো সময়গুলোতে ফিরে যাচ্ছি। প্রতিবার গাছের একটি নতুন পাতা গজাতে দেখে, বাবার সেই কথা মনে পড়ে-গাছকে ভালোবাসতে হবে, তবেই সে তোমাকে ফল দেবে।"

এভাবেই গাছের সাথে এক ধরনের গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে কাবেরী দাসের দিন দিন। তিনি তাদের বড় হতে দেখেন, তাদের সাথে কথা বলতেন এবং তাদের প্রতিটি পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। গাছের পাতা ঝরে গেলে বা ফুলের কুঁড়ি ফুটতে দেখলে যেমন আনন্দ পান, তেমনি গাছগুলোতে কোনো সমস্যা হলে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন, যেন তারা তার পরিবারেরই একটি অংশ। বাগান নিয়ে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে। প্রবাসে বাগান করা তার জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে তিনি এই শখকে আরও প্রসারিত করতে চান। যদি কখনো বড় জায়গায় যাওয়ার সুযোগ পান, তাহলে একটি ছোট্ট সবজি বাগান করতে চান কাবেরী দাস। সেখানে ফল ও সবজি চাষ করে, সেই সবুজে মিশে যেতে চান। একই সাথে, প্রবাসে অন্যান্য বাঙালিদেরও এই শখের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চান, যাতে তারা প্রবাস জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

প্রবাস জীবনে শখের বাগান তার জন্য শুধু একটি শখ নয়, এটি তার জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে আজ। এটি তাকে তার দেশ, সংস্কৃতি, এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত রেখেছে। প্রবাসের একাকিত্বের মধ্যে এই বাগান তাকে শক্তি জুগিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছে। তার প্রিয় গাছগুলো শুধু সবুজের ছোঁয়া নয়, তারা তার হৃদয়ের একটুকরো বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে।

সুস্থতার অনুসঙ্গ আনোয়ারা বেগমের বাগান

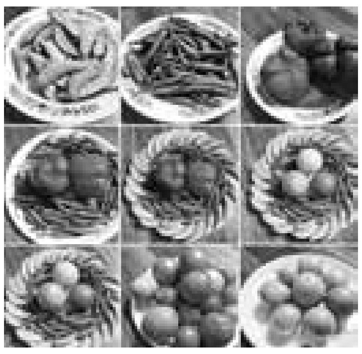

আনোয়ারা বেগম। বয়স ৭৯। থাকেন নিউইয়র্কের কুইন্স এর ফ্লাশিংয়ে, মেয়ের সাথে। প্রবাসে আছেন ২০০৭ সাল থেকে। প্রতি বছর বা দুই বছরে একবার দেশে যাতায়াত করেন। এরই মধ্যে প্রতি বছর গ্রীষ্মকালীন সবজি বাগান করা হয়ে উঠেছে তার এক প্রকার নেশা।

শুরুর দিকে এই সবজি বাগান করাটা ছিল তার জন্য বেশ কঠিন। কারণ তিনি থাকেন এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে, যেখানে নিজের কোনো ব্যাকইয়ার্ড বা ফ্রন্টইয়ার্ড নেই। যা আছে সেটা বিল্ডিং মেনেজমেন্ট এর। শুরুর দিকে তিনি জায়গা খুঁজতে থাকেন আশেপাশের বিল্ডিংয়ের কোণগুলোতে। একদিন পাশের বিল্ডিংয়ে একটু খালি জায়গা পেয়েও গেলেন। চুপটি করে মিষ্টি কুমড়ো আর লাউয়ের বীজ পুঁতে দিলেন। সেটা ছিল মে মাস, ২০০৯। সপ্তাহ যেতেই চারা গজালো। সে কি আনন্দ তার। কিন্তু পরদিন আবারো সেই জায়গায় গিয়ে দেখলেন, চারাগাছগুলো বিল্ডিং সুপার উপরে ফেলেছেন। মন খারাপ করে নিজ বিল্ডিংয়ের সামনে বসে বাচ্চাদের মতো কান্না করতে থাকলেন তিনি। এমন সময় তার বিল্ডিং সুপার সামনে এলেন। জানতে চাইলেন কি হয়েছে, তিনি কান্না করছেন কেন? আনোয়ারা বেগম ইংলিশে দুর্বল বলে জবাব দিতে পারলেন না। হাত নেড়ে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি কিছুই বুঝলেন না। পরে বিল্ডিং সুপার তার মেয়েকে কল করে বিষয়টা সম্পর্কে জানতে পারেন। বিল্ডিং সুপার এতে ভীষণ আহত হোন এবং আনোয়ারা বেগমকে বলেন, 'আজ থেকে তোমার জন্য এই বিল্ডিংয়ের সামনে এবং পিছনে সমস্ত জায়গা উন্মুক্ত। তোমাকে অন্য কোথাও জায়গা খুঁজতে হবে না। তুমি এখানে সবজি বাগান করবে।"

ব্যাস! সেই থেকে শুরু আনোয়ারা বেগমের সবজি বাগান করা। প্রতি বছর মে মাস আসলেই তিনি ঘরে ছোট ছোটো প্লাষ্টিক কাপে চারা বুনতে শুরু করেন। পর্যাপ্ত আলোতে রাখেন। তারপর সেগুলি যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, বাইরের আবহাওয়া বুঝে সেগুলিকে পুঁতে দেন বাগানে। তার সবজির মধ্যে থাকে পুঁইশাক, শিম, আলু, মরিচ, নাগামরিচ, লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়শ, বেগুন, ক্যাপ্সিক্যাম, টমেটো, চেরি টমেটো, করলা, লালশাক, ডাটাশাক, ধনে পাতা, পুদিনা পাতা এবং সাথে থাকে স্ট্রোবেরি।

রোজ পরিমাণ মতো বাগানে পানি দেয়া, অর্গানিক মাটি দেয়া সহ প্ল্যান্টফুড এবং জৈবিক সারও তিনি নিজে তৈরি করে বাগানে দেন। এ নিয়ে আনোয়ারা বেগমের কোনো ক্লান্তি নেই। এ যেন বাগান নয়, বরং তার এক টুকরো সুখের চাষ।

এ বয়সেও ক্লান্তিহীন তিনি বাগান করে যাচ্ছেন বছরের পর বছর। এতটা প্রাণশক্তি নিয়ে কীভাবে বাগানের কাজ করেন তিনি, জানতে চাইলে আনোয়ারা বেগম বলেন, "বাগান করি বলেই সুস্থ আছি। সারাদিন তো আমার আর কোনো কাজ নাই। নামাজ করো, টিভি দেখো আর খাও। এইভাবে কি মানুষ বাঁচে? মেয়ে তো কিছু করতে দেয় না, কত বসে থাকা যায়? এভাবে হাতে পায়ে জং ধরে যাবে। তাই জোর করে রান্না ঘরে ঢুকি, টুকটাক এটা ওটা করি। বাগান করি। ব্যস্ত থাকি। তবে মাটি খুঁদাই করে দেয় কখনো বড়ো মেয়ে কখনো ছোট মেয়ে। তারা সাহায্য করে। যা যা দরকার বাগানে কিনে দেয়।"

বাগান করা মনে কতটা প্রশান্তি আনে বা একাকিত্ব দূর করতে সাহায্য করে, জানতে চাইলে আনোয়ারা বেগম বলেন, "একাকিত্ব কি বুঝিনা। সারাদিন ব্যস্ত থাকি।মেয়ে আর নাতীরা সারাদিন চারপাশে। আরো দুইটা বিড়াল যুক্ত হয়েছে এখন ঘরে। দম ফালানোর সময় নাই, তবে ফলন হলে ভালো লাগে। আমার বাগানের হাতের সুনাম আছে, অনেক ফলন হয়, কিছু প্রতিবেশীদেরও দিই। একা খেতে ভালো লাগে না। কিন্তু আমার বাগানের ফল চুরি হয় মাঝেমাঝে। এবারো দুইটা মিষ্টি কুমড়া আর অনেকগুলো টমেটো কে যেন নিয়ে গেল। কত কষ্ট করে এ বয়সে বাগান করি, কেউ নিয়ে গেলে মন খারাপ হয়, চোখে পানি আসে। আসলে বাগান তো বিল্ডিংয়ের সামনে, খোলা তাই যে কেউ নিতে পারে।"

যত্নের সাথে বাগান করেন আনোয়ারা বেগম। বাগানের চারাগাছগুলো বেড়ে উঠতেই তিনি আশায় থাকেন কখন কুঁড়ি মেলবে, কখন সবজি হবে। রোজ সকাল বিকাল বাগানে গিয়ে গাছগুলোকে দেখেন। গাছেদের সাথে বিড়বিড় করে কথা বলেন। হাসেন। গাছে ঘেরাও করে সুতোর জাল, রেক দিয়ে নিরাপদ রাখেন। ছোট ছোট কুমড়া, লাউ, টমেটো, মরিচ গজাতে দেখলে খুশিতে বাচ্চাদের মতো লাফাতে থাকেন। আবার যখন ছোট কুমড়াটি শুকিয়ে ঝরে যায় কিংবা কেউ নিয়ে যায়, তখন আবারো বাচ্চাদের মতো কান্না করেন। এ যেন তার কাছে যত্নের সাথে গড়ে তোলা সন্তান, সন্তানের ভালোতে খুশি হওয়া, সন্তানের খারাপ কিছুতে ভেঙ্গে পড়া।

শখের বাগানে ফলন হলে কেমন অনুভূতি হয়-এ নিয়ে আনোয়ারা বেগম বলেন, "নিজের হাতে যত্নে বোনা বাগানে যখন একটা ছোট টমেটো, মরিচ, কুমড়ো বেড়ে উঠতে দেখি তখন সে আনন্দ প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার জানা নেই। অনেক সময় সেগুলো ছিড়তেও খারাপ লাগে। মনে হয় গাছেই থাক।"

আনোয়ারা বেগম বাগান করেন বহু বছর যাবত। দেশে থাকতেও বাগানের প্রতি ছিল তার আগ্রহ। দেশে তার ছেলের বউ'য়ের ছাদ বাগান বেশ পরিচিত এলাকাবাসীর কাছে। মাঝেমাঝে তিনি ছেলের বউ'য়ের থেকে বাগান পরিচর্যার পরামর্শ নেন। তার বড় মেয়েও বাগান পরিচর্যায় পারদর্শী। মেয়ের থেকেও পরামর্শ নেন। ঘরে আলুর খোসা, ডিমের খোসা আরো অন্যন্যা জিনিস জমিয়ে জৈব সার তৈরি করেন। বাগান করা কেবল আনোয়ারা বেগমের শখই নয়, নেশার মতো কাজ করে। বাগান না করে কোনো একটা বছর পার করা তার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়।

আনোয়ারা বেগম মনে করেন, বাগান করা মানে শরীর ভালো রাখা। সুন্দর সময় কাটানো। তিনি মনে করেন, বয়সকালে এই সবুজে ঘেরা বাগানটিই হতে পারে কারো সেরা বন্ধু। তিনি বলেন, "বয়স হলেই আমরা বিষ বেদনায় কাহিল হয়ে পড়ি। মনে করি সময় শেষ। আসলে বয়সও একটা ব্যাপার। বিষ বেদনা আসবেই। কিন্তু আমাদের এ সময় নিজেকে ব্যস্ত রাখা দরকার। যে কাজগুলো ওজনের না কিংবা আমরা করতে পারব, যেমন বাগান করা, রোজ বিকালে পাশের বন্ধুর বাড়ি ঘুরতে যাওয়া, একসাথে চা বা পান খাওয়া, গল্প করা, এগুলিই আসলে এই বয়সে আমাদেরকে আনন্দ দেয়।"

মহানায়ক

বেনজির শিকদার

শীত নেমেছে আগুন-গ্রামে মধুমতির তীরে;
অগ্নিবালক বেড়ে ওঠে মানুষমুখী নীড়ে!
পাহাড় সমান বুকে তাহার দিপ্ততেজের দিশা;
আলোরমিছিল ধেয়ে আসে উধাও অমানিশা।

পায়নি যারা অধিকারে খাদ্য বাসস্থান;
কণ্ঠে তাহার আহারজয়ী সেই মানুষের গান।
ছিল যারা পরাধীন আর অধীন গানের তালে;
ভুখাপেটে কান্নাজখম, পায়নি হাওয়া পালে!

পক্ষে তাদের দাঁড়ালো কেউ, মুক্তি সেনাপতি;
ভাবলো দেশে মানুষ পাবে অধিকারের গতি।
ভাবলো বালক মায়ার পালক, মেলে দিয়ে তার;
ভাঙতে হবে দস্যুদখল, মিথ্যে কাঁটাতার।

স্বাধীনতার ডাক দিলো সে স্বাধীনঠোঁটের পাখি;
সাধ্য কি আর কাব্যগানে মুখটি তাহার আঁকি?
রক্তগানে মাখামাখি যুদ্ধ দিনলিপি;
কী করে হায় লিখবো বসে পিতার ঋণলিপি!

তবু যখন শব্দমেঘে বোধের জলে ভাসি-
চোখে ভাসে মহানায়ক শেখ মুজিবের হাসি।

শোণিত আগস্ট

দিদারুল ইসলাম চৌধুরী

এই বসুন্ধরার এক অর্পণ- স্বপ্নের ছোঁয়া শ্যামল বাংলা
যেন চিরদিন এ প্রাণ বাংলার স্নিগ্ধতায় সিক্ত- শিহরণI
কেড়ে নিতে ছেয়েছিল- নৃশংস পাক হানাদার হায়েনারা,
শ্যামল রূপসী বাংলার অবাধ স্বাধীনতার অমর্ত্যভূবন!

শবরীর মতো প্রতীক্ষায় ছিল হাজার বছর যেন কার আহবের
আষাড়ের মধ্যাহ্নের মাতন্ডের মতো একটি বজ্র কণ্ঠের
সংশপ্তক বীরের জলদ গম্ভীর গর্জনের মতো ছিল যার-
স্বাধীনতার ঐতিহাসিক সেই অমর ভাষণের প্রতিটি নিস্বন!
তিনিই সেই মহান পুরুষ –বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
যিনি এনে দিয়েছেন আমাদের পবিত্র স্বাধীনতা সুমহান।

আগস্ট এলেই মাগো-এই বাংলায় আকাশে বাতাসে
থেকে থেকে বেজে উঠে যেন শোক আর বেদনার বীণ।
পাখির কুজন, নির্ঝরিণীর কল্লোল আর শিখরির ধারায়
যেন ক্রন্দন রোল-
সেই ভয়াল নিশির করুণ আর্তনাদ অনুরণন!

বেয়াদব নৃশংস পশুদের পৈচাশিকতায়-নির্মম গোঙ্গানির মাতমে;
আগস্ট এলেই যেন বাংলার
স্বাধীনতার চারণ অবনত থাকে ভয়াল হায়েনাদের
দীঘল রক্তাক্ত রজনী প্রতিদানের লজ্জায়!
আগস্ট এলেই এই বাংলার বুক দুমড়ে মুছড়ে
কেঁপে উঠে মাগো-কেননা ভোরের সোনালি শিশিরস্নাত
তোমারই শ্যামল বাংলার বুক চিড়ে মহান স্থপতির
তাজা লোহিত শোণিত নির্ঝরিণী- যেন কলস্বনের মতো
এখনো কল কল নিরন্তর বহমান।

নিঠুর খেলা

কোমল দাস

মানুষের ফুঁও পিঁপড়ের কাছে ঝড়,
বৃষ্টির ফোঁটা যেন সাগরের ঢেউ।
আঁধার রাত্রে শিশুর হাসিও ডর,
মরলেও দেখি বেঁচে যায় কেউ কেউ।

কখন কী হবে কিছুই যায় না বলা,
ভাগ্যটা খুব স্বেচ্ছাচারীতা করে।
তার খেয়ালেই তার পায়ে পায়ে চলা,
বেপরোয়া ভাবে চলে সে নিরুত্তরে।

কাঁদবো না বলে কেঁদে তবু বুক বাঁধি,
সম্মুখে হেসে মুখ ঢেকে কাঁদি পাছে।
রোজ রোজ হেরে নতজানু হয়ে কাঁদি,
ভাগ্য নামক নিঠুর খেলার কাছে।

প্রান্তজনকথা

সাকিব জামাল

অথচ, ইচ্ছে করলেই আমরা, আবার
গাইতে পারি শ্বেত কপোতের গান।
চার শিকড়ের সবুজ বৃক্ষে
ফোটাতে পারি প্রাণ।
বহুমাত্রিক ফুলে শিখর সাজানোর
প্রত্যয় জাগাতে পারি ফের
প্রান্তজনের প্রেমে।
ভালোবাসাই হলো আসল সংবিধান!

মুঠোভর্তি অবিশ্বাস

সাইদ মুহাম্মাদ ওলিউল্লাহ

মুঠোভর্তি তোমার অসীম শূন্যতা ও অবিশ্বাস,
কিছু আধেক প্রহর, যন্ত্রণাখচিত নাভিশ্বাস
সেই প্রথম দেখাই ছিলো বিচ্ছেদের জন্মদিন
বিজয়ীদের ভীড়ে আমি পরাজিত চ্যাপলিন—!

পরিত্যক্ত, ভাঙাচোরা এক সভ্যতার উপকূলে
ক্ষীয়মান সব, শতাব্দীর পর শতাব্দী দুয়ার খুলে,—
মিছামেছি ভুলচুক, তবু থাকে কিছু পাদটীকা
শুভ্র-শাদা ক্যানভাসে হরফগুচ্ছের দেয়ালিকা

বুকে এসে লাগে তোমার নিক্ষিপ্ত কতক মার্বেল
যেনো বুলেট ছুঁড়ছে ক্রমাগত প্রস্তুত রাইফেল
অবিশ্বাসকে বিশ্বাস করেই গেছি আজন্মকাল
জানিনি, সকাল কখন হয়েছে বিষণ্ণ বিকাল!

আর কোনোদিন এ বুকের দরোজা খুলিনি বলে,
পড়ে আছি আকাশের নীল সামুদ্রিক আস্তাবলে।

চেয়ে দেখ

মোঃ ইজাজ আহামেদ

হতাশা, দুঃখরা যখন তোমাকে জালে জড়িয়ে রাখে,
সুনীল আকাশের দিকে তাকাও, দেখ সেও এইরকম
সবসময় নির্মল থাকে না
আর এইরকম রৌদ্রজ্জ্বল ঝলমলে থাকে না,
রাত নেমে আসে, যায় ঘন অন্ধকার হয়ে।

অবসাদ যখন তোমার খুশি থাকার পথকে
দেয় রুদ্ধ করে, তুমি চেয়ে দেখ ওই রুগ্ন শুকনো নদীকে,
বর্ষাকন্যার আগমনে সে স্বাস্থ্য পায় ফিরে,
আনন্দে গান করতে করতে কলকল করে বয়ে চলে।

তুমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ো, তাকিয়ে দেখো মহাকাশের
দিকে-গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্ররা নিজ কক্ষপথে
অবিরত ঘুরেই চলেছে, ক্লান্তির নেই কোনো চিহ্ন।

তুমি যখন দুশ্চিন্তায় থাকো, আঁখি মেলে দেখো পাহাড়-
পর্বতের দিকে, দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েনি তাদের কপালে,
প্রচন্ড ঝড়, মেঘের মাঝে অবিচল হয়ে রয়েছে।

সূর্যোদয় আসবেই

হাবীব ইমন

শব্দ করে পড়ছে বৃষ্টি। বারান্দায় বসে আছে অনিমেষ। জানালার ফাঁক দিয়ে মাধবীলতা
দেখছে ধেয়ে আসছে
একদল পুলিশ। দৌড়ে সে অনিমেষের হাত ধরে বসে আছে।
এই প্রথম অনিমেষ মাধবীলতাকে থর থর করে কেঁপে
উঠতে দেখে।
—অনিমেষ!
হাসছে অনিমেষ।
—আমার জন্য অপেক্ষা করো। অপেক্ষা না করে নীল
কুর্দিদের সঙ্গে যাবে না।
—কেন?
—যদি ওরা তোমাকে মেরে ফেলে!
হাসছে অনিমেষ।
বেশিক্ষণ মাধবীলতা অনিমেষের হাত ধরে বসে থাকতে পারেনি। পুলিশ এসে
মাধবলীলতার নরোম হাতখানা
ছাড়িয়ে নিলো। ধরে নিয়ে যাচ্ছে অনিমেষকে। ওকে
পরানো হলো হাতকড়া।
মাধবীলতা চেয়ে আছে অনিমেষের দিকে—যে চোখে
অনিমেষের আগুন, সে চোখে জল।
অনিমেষ—সূর্যোদয় আসবেই। সূর্যোদয় সুন্দর।

স্বীকারোক্তি

শম্পা ঘোষ

নীল দ্রাঘিমারেখা ছুঁয়ে থাকে নশ্বর পৃথিবী ,
তোমাকে খুঁজতে মহাসাগরীয় কিনারায় পৌঁছাই
ভালোবাসার ইতিবৃত্তান্ত বিনি সুতার মালা গাঁথা
একে মিলে অথচ একাকী যেন স্বপ্নের আলতা ফড়িং
তোমাকে নিয়ে কমা পূর্ণচ্ছেদের মতো
ব্যবধান দাবি করে এই মন
ফেলে আসা একসাথে হাঁটা পথ -
হাতের আলতো ছোঁয়া
বৃষ্টির স্বেচ্ছা বর্ষণ সব নিয়ে আবার তৈরি হয় গদ্য কবিতা
প্রেম যাপনের মিথ্যা স্বীকারোক্তির কাছে ঘেমো আবেদন অর্থহীন
তা প্রমাণিত
প্রজাপতি রংয়ে ফিরে আসো না তুমি
তাই মৃত্যুতে তোমাকে দেখি আর তোমাতে মৃত্যু।

আয়েশা : মাই লিটল এঞ্জেল

ফিরোজ হুমায়ুন

একাকিত্বের দুঃসহ যন্ত্রণা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। তার থেকে মুক্তি পেতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই। তেমনি বিক্ষিপ্ত মনে বের হলাম ঘুড়তে। কোথাই যাবো, কি করব ঠিক নেই। অবশেষে কি মনে করে এই ভার্জিনিয়া বিচে এসে হাজির হলাম। আমি এখান থেকে প্রায় ১৫০ মাইল দূরে নর্থ ক্যারোলিনায় থাকি। গত রাতে এসেছি এখানে।

আমি খালেদ সামসাদ। পেশায় একজন ডাক্তার। বয়স ৭০ বছর। বছর দুয়েক আগে বৌ মারা গেছে। তারপর গত বছর রিটায়ার করেছি। আমার একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। তারা কেউ কাছে নাই। এখন আর কোনো কিছুতে মন বসে না। নাহ! নাহ! শারীরিক ভাবে ঠিক আছি। কিন্তু দুঃসহ একাকিত্ব ছায়ার মতো কোনো ভাবেই পিছু ছাড়ছে না। ছেলে মেয়ে নাতি নাতনীকে বড় মিস করি। এই বয়সে কথা ছিল ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী নিয়ে ভরা সংসার আর ব্যস্ত জীবন কাটাবো। সে জায়গাই কেউ নাই চার পাশে। দিগন্ত বিস্তৃত ধু ধু মাঠে আমি এক বটগাছের মতো দাঁড়িয়ে।

ছেলে তার বউ বাচ্চা নিয়ে অনেক দূরে সানফ্রান্সিসকোতে থাকে। দুজনে স্পেশালিস্ট ডাক্তার। পাঁচ বছরের একটা ছেলে তাদের। বছরে একবার থাঙ্কস গিভিংয়ে আসে কষ্ট করে। আমাদের জন্য কোনো সময় নেই।আমার একটাই মেয়ে। বছর চারেক আগে মেডিকেলে পড়তে পড়তে এক সাদা ছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। আমি পারলেও আমার বৌ মেনে নিতে পারেনি। সেই থেকে দেখিনি আমার মেয়েটাকে। আমার মেয়েটা ছিল আমার জীবন। মেয়েটা ছিল আমার পৃথিবী। সেই মেয়েকে ছেড়ে থাকা যে কী কষ্টের। সেই থেকে আমার জীবন একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তাই এদিক ওদিক ঘুড়ে বেড়াই।

ভার্জিনিয়া বিচে এসে এই হিলটন হোটেলে উঠেছি। আমার বড় পছন্দ এই হোটেলটা। বৌ ও বাচ্চাদের নিয়ে অনেকবার এসেছি ভ্যাকেশনে এই হোটেলে, যখন বাচ্চারা ছোট ছিল। বাচ্চারাও অনেক পছন্দ করতো এখানে। অনেক স্মৃতি এখানে। টপ ফ্লোরের স্যুইটের বালকনিতে বসে সূর্যোদয় ও অস্ত দুটাই দেখা যায়। তাই স্যুইটেই নিয়েছি।

আজ সকালে বালকনিতে বসে সূর্যোদয় দেখলাম। তারপর একটু ঘুমিয়েছি। এখন বেশ ক্ষুধা পেয়েছে। কমপ্লিমেন্টারি ফ্রি ব্রেকফাস্ট, তাই রেডি হয়ে রুমের বাইরে এসে এলিভেটরের বাটন টিপে অপেক্ষা করছি।

দেখলাম পাশের রুমের দরজা খোলা। আর আমাকে দেখে এক পরীর মতো ফুটফুটে ছোট্ট একটা মেয়ে বের হয়ে এলো। তাকে এক কথায় পরী বললে ভুল হবে না। ছোটবেলা ঠাকুর মার ঝুলিতে অনেকবার পরীদের গল্প পড়েছি। কিন্তু জীবনে কোনোদিন পরী দেখিনি। আজ মনেহয় তাকেই দেখছি। এর বয়সটা হয়তো ৩/৪ বছর। ধব ধবে সাদা ফ্রক। অদ্ভুত সুন্দর নিষ্পাপ মায়াবী একটা মুখ। দুপাশে দুটো পনি টেইল। দুধে আলতা গায়ের রং। মুখে মিষ্টি হাসি টেনে বললাম,

-হাল্লো, গুড মর্নিং।

-গুড মর্নিং। ভাঙা ভাঙা একসেন্ট।

-হোয়াট ইস ইওর নেম?

-আ য়ে য়ে সা।

-হোয়াট এ প্রিটি নেম। ইউ লুক লাইক এন এঞ্জেল।

এতক্ষণ এলিভেটর এসে গেছে আর তার দরজা খুলে গেছে। এলিভেটরের উঠে নিচে যাবার বাটন টিপেছি। মাথাটা ঘুরে আমি আয়েশাকে বললাম, গুড বাই আয়েশা।

কিন্তু আয়েশাকে এলিভেটরের বাইরে কোথাও দেখলাম না। এদিকে এলিভেটরের দরজাও বন্ধ হয়ে গেল। যে-ই না এলিভেটর চলতে শুরু করেছে অমনি "মামি! মামি" করে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল সে। আশ্চর্য হয়ে দেখি আয়েশা আমার পিছনে। আমার দৃষ্টির অগোচরে এলিভেটরের দরজা খোলা পেয়ে আমার পিছু পিছু ভিতরে ঢুকে পড়েছে। আমি তাকে পরম আদরে কোলে তুলে নিলাম, তাকে থামানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার কান্না আরও বাড়তে লাগলো।

অবশেষে এলিভেটর হোটেল লবিতে থামলো। দরজা খুলে গেলো। আমার কোলে আয়েশা চিৎকার করে কেঁদেই চলেছে। এলিভেটরের সামনে লোক জটলা সৃষ্টি হয়েছে। সবাই জানতে চাচ্ছে ছোট্ট মেয়েটির কী হয়েছে।

হঠাৎ করেই অন্য এক এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। এলিভেটরের খোলা দরজা দিয়ে এলোমেলো বেশভূষায় পাগলের মত মেয়েটির মা এসে হাজির। আমি ওর দিকে তাকাতেই আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। মনে হলো এখুনি অজ্ঞান হয়ে যাব। এ যে আমার প্রাণপ্রিয় মেয়ে নিতু। সে তার মেয়েকে কাঁদতে দেখে দৌড়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই সে পাগলের মত আমার কোলে লাফিয়ে পড়ল। আর বাবা, বাবা বলে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

আর আমার দু'চোখে আনন্দের অশ্রুধারা এসে আমাকে স্বাগত জানালো। কারণ আমার বুকের একপাশে আমার হারানো পৃথিবী আর অন্য পাশে বোনাস আর এক স্বর্গ।

Fobana Convention
38th FOBANA CONVENTION
MARYLAND 2024
GOLDEN AGE
HOME CARE
PRESENTS
ফোবানা কনভেনশন মেরিল্যান্ড
AUGUST 30TH, 31ST & 1ST SEPTEMBER 2024
VENUE: HOTEL HILTON GAITHERSBURG
620 Perry Parkway Gaithersburg, Md 20887
CONTACT FOR STALL AND SPONSOR:
Bablu : 929-393-4228 | Sarwar: 240-848-0111
Mamun : 202-527-5297
Shah Nawaz
Chairman
Fobana Stearing committee
Kazi Shakhawat Hossain Azam
Executive Secretary
Fobana Stearing committee
Jahangir Kabir Bablu
Convener
Kabirul Islam
Chief Advisor
Mohammad Sarwar Miah
Member Secretary
Media Partner:
আনন্দ বিনোদন
Deal Events Go
HOST:
BANGLADESHI AMERICAN FOUNDATION INC.

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ABRAMS
LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ
INJURED?
WE CAN HELP!!
FREE
Accident
Consulation
PERSONAL INJURY
TOP 10
2022
LAW FIRM
Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?
Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.
WE ALSO HANDLE
CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
DEPORTATIONS | নির্বাসন
ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.
GET HELP TODAY!
718-997-9797
104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375
abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc
প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
15 August 2024, Thursday, Issue 387

১৫ আগস্ট ২০২৪, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩১, ১০ সফর ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসেলভেনিয়ায় ফিলাডেলফিয়ায় পেনসেলভেনিয়া কনভেনশন সেন্টারে মুনার সম্মেলন

মুনা’র কনভেনশনে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ডাক

ফিলাডেলফিয়া

কনভেনশনে যোগদানকারী অধিকাংশরা-ই ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশি অথবা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান।

উত্তর আমেরিকা অফিস

উৎসবমুখর পরিবেশে অষ্টমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকার (মুনা) ৩ দিনব্যাপী কনভেনশন। ‘পিস এন্ড জাস্টিস ফর হিউম্যানিটি’—স্লোগান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসেলভেনিয়া রাজ্যের ফিলাডেলফিয়া শহরস্থ পেনসেলভেনিয়া কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় এবারের সম্মেলন। যেখানে অংশ নেন দেশ বিদেশের কয়েক হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান। কনভেনশনের আলোচনায় উঠে আসে বাংলাদেশের গণ অভ্যুত্থান এবং গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনসহ বিভিন্ন বিষয়। এছা কনভেনশনে বিশ্বব্যাপী সকল নির্যাতিতদের মুক্তি কামনায় দোয়া এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দাবি তোলা হয়।

জানা গেছে, ৯ আগস্ট শুক্রবার বিকেল শুরু হয় এই কনভেনশন। যা চলে চলে ১১ আগস্ট রোববার অপরাহ্ন পর্যন্ত। মুনা কনভেনশন ঘিরে পেনসেলভেনিয়া কনভেনশন সেন্টার মিনি বাংলাদেশের

পাশাপাশি মুসলিম কমিউনিটির মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিলো। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন স্থান থেকে কনভেনশনে যোগদানকারী অধিকাংশরা-ই ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশি অথবা বাংলাদেশি বংশদ্ভুত আমেরিকান। কনভেনশনের বিভিন্ন অধিবেশনের আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তাদের কথায় অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থান, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশ ত্যাগ, আওয়ামী লীগ সরকারের জুলুম, অত্যাচার, অন্যায়, অবিচার, অনিয়মের কথা উঠে আসে।পাশাপাশি ফিলিস্তিনি জনগণের স্বাধীনতা, গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসন প্রভৃতি বিষয়ও উঠে আসে।

আয়োজকরা জানান, মুনা কনভেনশন ঘিরে শুক্রবার সকাল থেকে দুপুরে নিউইয়র্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে হাজার হাজার মুসলিম নর-নারী সপরিবারে কনভেনশন সেন্টারে এসে মিলিত হন। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস, ব্রুকলীন, ওজনপার্ক প্রভৃতি এলাকা থেকে একাধিক বাসযোগে হাজার হাজার বাংলাদেশি সপরিবারে এই কনভেনশনে যোগ দেন। আবার অনেকে ব্যক্তিগত গাড়িযোগে ফিলাডেলফিয়া আগমণ করেন। কনভেনশন আয়োজকদের ধারণা এবারের কনভেনশনে ১২-১৫ হাজারের মতো মুসলিম নর-নারীর সমাবেশ ঘটেছে।

বিশালাকারের পেনসেলভেনিয়া কনভেনশন সেন্টার ও এর আশপাশের এলাকা সরজমিনে ঘুরে দেখা গেছে,

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

নিউইয়র্কে হোম কেয়ার ব্যবসায় বড় পরিবর্তন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে জনপ্রিয় ও লাভজনক হোমকেয়ার সার্ভিসে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। নিউইয়র্ক স্টেট হেলথ ডিপার্টমেন্ট হোমকেয়ার সেবাদানকারীদের বেতন ১৯.০৯ ডলার নির্ধারণ করে দিলে এতে ঝুঁকির মুখে পড়েছে প্রায় ৭শ হোমকেয়ার এজেন্সি। এতে করে হোমকেয়ার সার্ভিস এজেন্সী গুলো সেবাপ্রদানে আগ্রহ হারানোয় বিপাকে পড়েছে কয়েকলাখ সেবাগ্রহীতাও।

এর আগে হোমকেয়ার সার্ভিস রিকুয়েস্ট ফর অপার (আরএফও) তালিকা ভুক্ত না হলে হেলথ ডিপার্টমেন্ট সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের ইংগিত দিলেও পরবর্তীতে সেটি বাতিল করা হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩

এরিক অ্যাডামস্ বললেন

জীবন মানের জন্য সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্ব নিয়ে কাজ করছি

এইচ বি রিতা

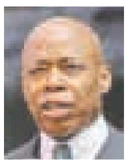

এরিক অ্যাডামস

অ্যাডামস্ প্রশাসন '১৪তম স্ট্রিট কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট কোয়্যালিশন' গঠন করেছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ইস্ট ১৪তম স্ট্রিট-এর ফার্স্ট এভিন্যুউ এবং এভিন্যুউ এ, মিডটাউন ওয়েস্ট থেকে ১২৫তম স্ট্রিট, ১১০তম স্ট্রিট এবং ওয়াশিংটন স্কয়ার পার্কের আশপাশ। জননিরাপত্তার স্বার্থে শহর জুড়ে কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট কোয়ালিশন নিয়ে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান

মুজিব কি তবে জনতার হলেন

আলতাফ পারভেজ

২০২৪ সালের ‘আগস্টে’র প্রতিটি দিন যেন এক-একটা মাসের মতো দীর্ঘ। কত কিছু যে ঘটছে প্রতিদিন। উত্তেজনায় টগবগ করছে দেশ। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের পর এমন সময় আর আসেনি এ দেশে।

বাংলাদেশে একই সঙ্গে বিপুল চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে এবারের আগস্ট। সেই সব সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে ইতিমধ্যে ভাবুকেরা লিখছেন, বলছেন। পুরো দেশ এখন তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে মেতে আছে।

এর মাঝেই এল ‘১৫ আগস্ট’। আগে থেকেই এটা বাংলাদেশের ইতিহাসের এক স্পর্শকাতর দিন। আলোচিত দিন। এবারের আগস্টে এই দিনকে ঘিরে মনোযোগ, আলোচনা ও উত্তেজনা আগের চেয়ে বেড়েছে।

এসব আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান প্রসঙ্গ—কীভাবে আমরা দেখব তাঁকে, কীভাবে তাঁর জীবন ও মৃত্যুকে স্মরণ করব আমরা, ভবিষ্যতে তাঁকে কোথায় রাখব? এসব নিয়ে নতুন করে সমাজে বিতর্ক উঠেছে। আলোচনা-অনুমান হচ্ছে। সামনে এ রকম আলোচনা আরও হবে বলে মনে করছি।

বিতর্ক মানেই খারাপ নয়। ‘পাবলিক ফিগার’ বা জননেতাদের নিয়ে ইতিহাসে বিতর্ক থাকে। বিশ্বজুড়ে ইতিহাসবিদেরা এসবকে স্বাস্থ্যকর হিসেবেই দেখেন। অন্তত একটা উদাহরণ দিই। লেনিনকে পুঁজিবাদী বিশ্ব পছন্দ করছে না। বহু আগে তিনি মারাও গেছেন। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াও নেই। কিন্তু গত কয়েক বছর লেনিনকে নিয়ে পড়তে গিয়ে দেখেছি, খোদ আমেরিকায় তাঁকে নিয়ে শত শত একাডেমিক গবেষণা চলছে এখনো এবং সেসব গবেষণার মানও দুর্দান্ত। যতটুকু পড়েছি, প্রতিমুহূর্তে মনে হতো কত কম জানতাম ওনার সম্পর্কে।

একই কথা বলা যায়, এম কে গান্ধীর বেলায়। প্রতিবছর তাঁকে নিয়ে নতুন নতুন গবেষণাকাজ হচ্ছে। কেউ তথ্য-উপাত্ত হাজির করে দেখাচ্ছেন গান্ধী বর্ণবাদী ছিলেন, আবার অন্য কেউ দেখাচ্ছেন কীভাবে বিশ্বজুড়ে তাঁর আদর্শ ও রাজনৈতিক পদ্ধতি এখনো বিপুলভাবে প্রাসঙ্গিক। ভারতবর্ষের গান্ধীকে নিয়ে আফ্রিকাজুড়ে কী পরিমাণ যে লেখালেখি ও গবেষণা হচ্ছে, সেটা দক্ষিণ এশিয়ায় বসে আমরা অনুমানও করতে পারব না। এভাবে প্রতিদিন দুনিয়াজুড়ে ইতিহাসের গঠন ও পুনর্গঠন হয়। কোথাও কেউ সাইবার অ্যাক্ট করে সেই সব আটকানোর চেষ্টা করে না।

বাংলাদেশের পাকস্থলী এতটা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮-৩০৮-৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com